মাজার যিয়ারত পূজা নয়; সুন্নাত

ও

কদমবুছির সমাধান

গ্রন্থনায়ঃ মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী

ছহীহ্ হাদিসের আলোকে

মাযার পূজা নয়; যিয়ারত

ও

কদমবুছির সমাধান

Click Here

www.sahihaqeedah.com

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

গ্রন্থনায়

মুফ্তি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জেহাদী

ছহীহ্ হাদিসের আলোকে

মাযার পূজা নয়; যিয়ারত ও কদমবুছির সমাধান

গ্রন্থনায়ঃ

মুফ্তি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী

খাদেম, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

মোবাইল ঃ +৮৮০ ১৭২৩৫১১২৫৩

সম্পাদনায়

আলহাজ্ব মুফতি মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক উছমানী ছাহেব

আলহাজ্ব মুফতি মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ সিদ্দিকী ছাহেব

আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মাছুম বিল্লাহ্ ছাহেব

মুফতি মাওলানা আবুল কাশেম জেহাদী ছাহেব

মুফতি মাওলানা মাসউদুর রহমান ছাহেব

মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর, হোমনা, কুমিল্লা।

পৃষ্ঠপোষকতায়ঃ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশীদ আলম (অবঃ)

খাদেম, মকিমীয়া মোজাদ্দেদীয়া দরবার শরীফ, টানপাড়া, নিকুঞ্জ, ঢাকা।

উৎসর্গ ঃ বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (ﷺ)-এর দস্ত মোবারকে।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা জানুয়ারী, ২০১৬ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৯ নভেম্বর ২০১৭ ইং

প্রকাশনায়ঃ আহলে সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ও রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ।

শুভেচ্ছা হাদিয়া ১২০/= টাকা

যোগাযোগ ঃ দেশ-বিদেশের যে কোনো স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে মোবাইলঃ **01723-511253**

ভূমিকা

মহা-পরাক্রমশালী পরম করুনাময় মহান আল্লাহ তা'লার উপর ভরসা করে ও তাঁর দয়ায়; বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল, উম্মতের কান্ডারী, পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহক, মানবতার শান্তি-মুক্তি ও অগ্রগতির সর্বোত্তম মডেল, দয়াল নবী রাসূলে পাক (ﷺ) এর মহব্বত নিয়ে, অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম ও আমার মোর্শেদ বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (কু: ছে: আ:) ছাহেবানদের নজরে করমে, আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর আকায়েদ ও হানাফী মাজহাবকে সামনে রেখে "মাযার পূজা নয়; যিয়ারত ও কদমবুছির সমাধান" কিতাবখানা আপনাদের সমীপে পেশ করলাম।

প্রিয় পাঠক সমাজ! ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত ও মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার ষড়যন্ত্র সূচনা লগ্ন থেকেই জারি আছে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের মাত্রা বর্তমানে অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে এবং ইহা ভয়াবহ ফেৎনারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই মারাত্মক ফেৎনার নূতন রূপ হলো মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে উম্মাহর মধ্যে বিশৃংখলা ও ভ্রাতৃঘাতি সংগাতের সূত্রপাত। আর বিভেদকারী ফেৎনার হাতিয়ার ও ইন্দন হলো ভ্রান্ত আকিদা, কুরআন-হাদীসের অপব্যখ্যার মাধ্যমে সীমাহীন মিথ্যাচার এবং ঈমান বিধংসী ফতোয়াবাজী। বর্তমানে মাজার যিয়ারত ও কদমবুছি নিয়ে বিশাল ফেতনার সূত্রপাত হয়েছে। তাই বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করলাম এবং অবশেষে হাতে কলম ধরলাম ও এই কিতাব খানা লিখতে শুরু করি। কিতাব খানি লিখার সময় পবিত্র কোরআন ও রাসূলে পাক (ﷺ) এর একাধিক ছহীহ্ হাদিসকে প্রাধান্য দিয়েছি। কিতাবখানা লিখার সময় আমার বেগম সাহেবা আমাকে অনেক সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন।

মহান আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছেন সু-বিচার করার জন্য, চক্রান্ত করার জন্য নয়। অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, অনেক নামী-দামী দুনিয়াদার আলেমরা মাজার যিয়ারত ও কদমবুছি নাজায়েয প্রমাণের জন্য আদা-জল

খেয়ে লেগেছে। এই ওহাবীরা সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছে আবার মিথ্যাকে সত্য বানাচ্ছে। আল্লাহ পাকই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! অত্র কিতাবে প্রত্যেকটি বিষয় ছাবিত বা প্রমাণ করার জন্য 'সহীহ্ ও হাসান' পর্যায়ের হাদিস এনেছি এবং কোনটি 'সহীহ্ হাদিস' আর কোনটি 'যঈফ হাদিস' তা ইমামগণের অভিমত সহকারে সু-স্পষ্ট ভাবে কিতাবের হাওয়ালা সহকারে উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি কুখ্যাত ওহাবীদের অনেক ভ্রান্ত অভিযোগ স্পষ্ট দালায়েলের মাধ্যমে খণ্ডন করেছি। উভয় পক্ষের দলিল উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করেছি এবং স্পষ্ট দালায়েলে আলোকে ছহীহ্ ও সঠিক সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করেছি। আশাকরি কিতাবখানি অধ্যয়ণ করে আপনারা তৃপ্ত ও উপকৃত হবেন এবং এই ক্ষুদ্র মানুষটির জন্য দোয়া করবেন। কিতাবের খণ্ড নাম্বার ও পৃষ্ঠা নাম্বার যেগুলো দেওয়া হয়েছে সে গুলো আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত কিতাব থেকে দিয়েছি। ছাপার ব্যবধান হলে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বার গুলো মিলবে না, তবে অবশ্যই দলিল গুলো ঐ কিতাবে থাকবে। প্রয়োজনে পরামর্শের জন্য আমি অধমের সাথে যোগাযোগ করবেন।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি, তথাপিত ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। মহৎ পাঠকগণ ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, ইহাই আশা করি। ভুল-ত্রুটি যা রয়েছে তা মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত। কোন ভুল-ত্রটি পরিলক্ষিত হলে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে ইহা সংশোধন করব ইনশা আল্লাহ। সকলের মঙ্গল কামনায়, ইতি:-

মুফ্তি মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জেহাদী।
মৌলভীবাজার, সিলেট।
০১৭২৩-৫১১২৫৩

সূচীপত্র

কবর যিয়ারত সম্পর্কে দুটি কথা/৭
শরিয়তে কবর যিয়ারতের হুকুম/৭
ছহীহ্ হাদিসের আলোকে কবর যিয়ারত/৮
হাদিসের আলোকে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর/১৪
হজরত ঈসা (ﷺ) আমাদের নবীর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর/১৯
কবর যিয়ারতের সফর প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাতের অবস্থান/২০
প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর রওজা যিয়ারত ও তাঁর উদ্দেশ্যে সফর/২৪
হাদিস নং ১-১৫/২৪-৩৯
প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র যিয়ারত প্রসঙ্গে ফোকাহাদের অভিমত/৪০
কবর যিয়ারত প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর নিয়মিত আমল ছিল/৪২
হাদিসের আলোকে মহিলাদের কবর যিয়ারত/৪৩
ফোকাহাদের দৃষ্টিতে মহিলাদের কবর যিয়ারত/৪৭
ইমাম তিরমিজি (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর অভিমত/৪৭
আল্লামা ইবনে নুযাইম মিছরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর ফাতওয়া/৪৮
আল্লামা শারাম্বালী হানাফী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর ফাতওয়া/৪৮
হানাফীদের আরেকটি দলিল/৪৮
আল্লামা তাহতাভী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর ফাতওয়া/৪৮
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর ফাতওয়া/৪৯
আল্লামা আব্দুর রহমান জাযরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর ফাতওয়া/৪৯
শারিহে বুখারী ইমাম কাস্তাল্লানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর ফাতওয়া/৫০
তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর জায়েয কিনা/৫০
মাজারের কাছে যাওয়া ও দোয়া করার বৈধতা/৫৭
ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর মাজারের কাছে দোয়া/৬৫
ইমাম বুখারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর মাজারের কাছে দোয়া/৬৬
কবরের দিকে ফিরে যিয়ারত প্রসঙ্গে/৬৮
কবরস্থানে সূরা ইখলাছ পাঠ করে সাওয়াব রেছানী করা/৭৪

যিয়ারতের সময় সূরা ইয়াছিন বা কোরআন পাঠ করা/৭৬
কবরস্থানে সূরা ইয়াছিন পাঠ করার আরেকটি হাদিস/৭৭
কবর পাকা করা ও উচু করার অধ্যায়/৭৮
কবরের উপর পাথর খন্ড রাখা/৭৮
হাদিসের আলোকে কবর উচু ও পাকা করা/৮০
ফোকাহাদের দৃষ্টিতে কবর উচু ও পাকা করা/৮৫
মাজারের উপর গুম্বুজ ও পাশে ঘর তৈরী করা/৮৮
মাজারের উপর গিলাফ দেওয়া/৯৩
কবরস্থানে খালি পায়ে প্রবেশের শরিয়তে বিধান/৯৫
মাজারে খালি পায়ে যাওয়ার কারণ/৯৯
একটি আপত্তি ও তার জবাব/১০৭

ছহীহ্ হাদিসের আলোকে কদমবুছি বা পদচুম্বন

ছহীহ্ হাদিসের আলোকে কদমবুছি বা পদচুম্বন/১১৩
হাদিস নং ১-৯/১১৩-১২৩
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলীমের দৃষ্টিতে কদমবুছি/১২৩
কদমবুছি সম্পর্কে ইমাম নববী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর ফাতওয়া/১২৪
আল্লামা শিহাবুদ্দিন খুফ্ফাজী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর ফাতওয়া/১২৫
মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহীর ফাতওয়া/১২৫
একটি আপত্তি ও তার জবাব/১২৬

কবর যিয়ারত সম্পর্কে দুটি কথা

মুসলীম জীবনে কবর যিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় আমল। প্রিয় নবীজি রাসূলে পাক (ﷺ) বহুবার জান্নাতুল বাকী সহ বিভিন্ন কবর যিয়ারত করেছেন এবং উম্মতকে কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন। রাসূলে পাক (ﷺ) এর কোন আমলকে তিরস্কার করার কোন রাস্তা নেই এবং এরূপ করলে প্রকাশ্য কুফূরী হবে। যিয়ারত কালে কোন শরিয়াত বিরুধী কাজ করলে বিধিসম্মত ভাবে ইহাকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু মূল জায়েয কাজকে ছেড়ে দেওয়া যাবেনা। যেমন- কোন কোন মসজিদে মুর্তি বা ছবি থাকলে যেমন মসজিদে যাওয়া বন্ধ করা যাবে না তেমনি কোন কোন মাজারে শরিয়াত বিরুধী কর্মকাণ্ড হলেও মাজার যিয়ারত বন্ধ করা যাবে না। উল্লেখ্য, নবী-রাসূল, ওলী-আল্লাহ বা বুযুর্গানের মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্য হল ফায়েজ-বরকত হাছিল করা এবং তাঁদের উছিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া প্রার্থনা করা। আর নিজ আত্মীয় বা অন্যান্য মু'মিনগণের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হল তাদেরকে স্মরণ করা ও তাদের জন্য দোয়া করা। আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করা, কিন্তু কোন অবস্থাতেই কবর পূজার উদ্দেশ্যে নয়। নিচে কবর যিয়ারত করার যাবতীয় দালায়েল উল্লেখ করা হল:-

শরিয়তে কবর যিয়ারতের হুকুম

কবর যিয়ারত করা মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব-সুন্নাত, আর এ বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর ইজমা বা ঐক্যমত হয়ে গেছে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইজমা শরিয়তের অকাট্য দলিল। যার উপর বহাল থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক, এবং এর বিপরীত করা চরমপথভ্রষ্টতা, গোমরাহী অথবা কুফূরী। এ সম্পর্কে নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন:

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ زِيَارَتَهَا سُنَّةٌ لَهُمْ

-"ইমাম নববী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন: উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, কবর যিয়ারত করা সুন্নাত।" (ইমাম ছিয়তী: শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, ১১৩ পৃ:; জখিরাতুল উকাবী, ২০তম খন্ড, ২৫ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খণ্ড, ১২৫৫ পৃ:)।

এ সম্পর্কে শারিহে বুখারী ইমাম শিহাবুদ্দিন কাস্তাল্লানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন,

وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور، كما حكاه النووى،

-"অবশ্যই উম্মতের ইজমা বা ঐক্যমত হয়েছে যে, কবর যিয়ারত করা অতীব উত্তম কাজ, যেমনটি ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেছেন।" (ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪/২১৫ পৃ:)।

সুতরাং উম্মতের ইজমা বা ঐক্যমতে মুসলমানের কবর যিয়ারত করা জায়েয'ত বটেই বরং মোস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত। যেহেতু এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা সংগঠিত হয়েছে। সেহেতু এর বিরুধীতা করা কুফ্‌রী, কারণ 'ইজমায়ে উম্মত' দলিলে ক্বাতয়ী বা অকাট্য দলিলের অন্তর্ভূক্ত। এবার কবর যিয়ারত সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) এর অনুমতি ও আমল সম্পর্কে লক্ষ্য করুন:-

সহীহ্ হাদিসের আলোকে কবর যিয়ারত

রাসূলে করিম (ﷺ) এর হাদিস সমূহ অনুসন্ধান করে দেখা যায় মু'মিনের জীবনে কবর যিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। প্রিয় নবীজি (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম প্রতিনিয়ত কবর যিয়ারত করতেন। যেমন এ বিষয়ে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، **عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ زِيَارَتَهَا تَذَكُّرٌ**

-"হজরত ইবনে বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর। কেননা যিয়ারতের মাধ্যমে (পরকালের কথা) স্বরণ হয়।" (মুসনাদে ইবনে জা'দ, হাদিস নং ১৯৮৯; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২২৯৫৮; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৩০৫; সুনানে আবী

দাউদ, হাদিস নং ৩২৩৫; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪৪৩৫; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ২১৭১; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ২০৩২; আল মুনতাকা, হাদিস নং ৮৬৩; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৩৯১; ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ২৯৬৬; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১১৫২; ইমাম তাবারানী: মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ২৪৪২; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৬৭ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৮৮৪৮; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১৫৫৩; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৬৭০৮; ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতু সুনানি ওয়াল আছার, হাদিস নং ১৭৪১৪; ইমাম বায়হাকী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১৭৪৮৬)

এ সম্পর্কে আরেক রেওয়াতে আছে,

عُمَرُ، نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، نَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ، نَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، نَا مَسْرُوقٌ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ،**

-"হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম। নিশ্চয় মুহাম্মদ (ﷺ) মায়ের যিয়ারতের মাধ্যমে অন্তরে কষ্ট অনুভব হয়েছে। তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা তাতে তোমাদেরও স্বরণ হবে।" (মুসনাদে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩১২; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৪৩১৯; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৫২৯৯) সনদ ছহীহ্।

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، **عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،**

-"সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (رحمة الله عليه) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম। নিশ্চয় মুহাম্মদ (ﷺ) এর অন্তরে তাঁর মায়ের যিয়ারতে কষ্ট অনুভব হয়েছে। সুতরাং তোমরাও কবর যিয়ারত কর, কেননা তাতে তোমাদেরও (মৃত্যুর কথা) স্বরণ হবে।

এ বিষয়ে হযরত আবু সাঈদ (رضي الله عنه), হযরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه), হযরত আনাস (رضي الله عنه), হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه), হযরত উম্মে সালামা (رضي الله عنها) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে। হজরত বুরাইদা (رضي الله عنه) এর রেওয়াতটি হাছান-ছহীহ্।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১০৫৪)।

এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّافِعَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمِ الْآخِرَةَ

-"হজরত আলী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কবর যিয়ারত নিষেধ করে ছিলেন।..... অত:পর বললেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর। কেননা এতে আখেরাতের কথা স্বরণ হয়।" (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৩৬, মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ২৭৮; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ১১৮০৬) সনদ ছহীহ্।

এ বিষয়ে আরেক রেওয়াতে আছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ،

-"হজরত আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর। ইমাম মুসলীম (رحمة الله عليه) এর শর্তে হাদিসটি সহীহ্।"

(মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১১৩২৯; ইমাম তাহাবী: শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস নং ৪৭৪৪; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৮৬; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে ছগীর, ১১৫৩; ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতু সুনানি ওয়াল আছার, হাদিস নং ৭৭৯৮; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস ৭১৯৬)।

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস আছে,

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

-"হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর। কেননা ইহা দুনিয়ার প্রতি বিমুখ করে ও আখেরাতের কথা স্বরণ করে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৫৭১; মুসনাদে শাশী, হাদিস নং ৩৯৭; সুনানে দারে কুতনী, হাদিস নং ৪৬৭৯; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৮৭; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭১৯৭; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ১১৮০৯)।

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بن سويد، قالَ: حَدَّثَنا روح بن عبادة، قالَ: حَدَّثَنا بسطام بن مسلم، قالَ: حَدَّثَنا أبو التياح, عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ نَهَيْتُكُمْ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

-"হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর।" (মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস ২৩০)। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত রয়েছে,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا،

-"হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর।" (ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ২৭০৯; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১১৬৫৩)। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضْرِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، **عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَاجْعَلُوا زِيَارَتَكُمْ لَهَا صَلَاةً، عَلَيْهِمْ واسْتِغْفَارًا لَهُمْ،**

-"হজরত ছাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর। তোমাদের যিয়ারতকে মৃতদের জন্য দোয়া ও মাগফেরাতের কাজে পরিণত কর।" (ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, ২/৯৪ পৃ. হাদিস নং ১৪১৯)

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّمَيْدَعِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، **عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا**

-"হজরত উম্মে ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর হাবীব (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করে ছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর।" (ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, ২৩/২৭৮ পৃ. হাদিস নং ৬০২)। এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثنا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَابِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، **عَنْ أَنَسِ**

بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ

-"হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন: ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর। নিশ্চয় ইহাতে মৃত্যুর কথা স্বরণ হয়।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৮০; ইমাম বায়হাক্বী: আল আদাব, হাদিস নং ২৮০; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭১৯৮)।

উপরে উল্লেখিত ১০জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায়, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন। প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন: فَزُورُوهَا -**"তোমরা কবর যিয়ারত কর"**। প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর এরূপ কথা দ্বারা স্পষ্টভাবে কবর যিয়ারত করা সুন্নাত প্রমাণিত হয়ে যায়। এবার আরো কিছু রেওয়াত উল্লেখ করব, যে রেওয়াত গুলোতে দ্বীনের নবী (ﷺ) নিজে কবর যিয়ারত করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقَابِرِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ**

-"হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) কবরস্থানের উদ্দেশ্যে বের হলেন, এবং বললেন: হে মু'মীন সম্প্রদায়! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। অতিশীঘ্রই আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব।" (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৮৮৭৮)।

এ বিষয়ে নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، **عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا**

خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

-"হজরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) শিক্ষা দিয়েছেন, যখন তোমরা কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন যিয়ারতকারী যেন বলে: হে মু'মীন ও মুসলীম সম্প্রদায়! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। অতিশীগ্রই আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব।" (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২২৯৮৫; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ১০৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৫৪৭; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৩১৭৩; ইমাম তাবারানী: আদ্ দোয়া, হাদিস নং ১২৩৭; ইমাম বায়হাক্বী: দাওয়াতুল কবীর, হাদিস নং ৬৪১; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১৫৫৫; ইমাম বায়হাকী: সুনানে ছগীর, হাদিস নং ১১৬৩; ইমাম বায়হাকী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭২১৩; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ১১৭৮৭)।

অতএব, কবর যিয়ারত করা ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া উভয় স্বয়ং রাসূলে করিম (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের আমলকৃত ও নির্দেশিত সুন্নাত। আর ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এর বিরোধিতা করা কুফূরী।

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

কবর যিয়ারত করা যেমনিভাবে মোস্তাহাব তেমনিভাবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও মোস্তাহাব। কেননা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্য করে সফর করেছেন। যেমন নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন, এ বিষয়ে আরেকটি হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

-"মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আত্-তায়মী (রহঃ) বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রতি বছরের শুরুতে উহুদের যুদ্ধে শহিদগণের কবরে আসতেন।

অত:পর বলতেন: "আস-সালামু আলাইকুম বিমা ছাবারতুম ফানি'মা উকবা দারে"। তিনি বলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত উছমান (রাঃ) অনুরূপ করতেন।"

(তাফছিরে তাবারী, হাদিস নং ২০৩৪৫, সূরা রা'দ এর ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, হাদিস নং ৬৭১৬; তাফছিরে ছা'লাভী, ৫ম খন্ড, ২৮৭ পৃ:; তাফছিরে নিছাপুরী, ২য় খন্ড, ২২৭ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ৯ম খন্ড, ৩১২ পৃ:; তাফছিরে আবু ছাউদ, ৫ম খন্ড, ১৮ পৃ:; তাখরিজু আহাদিছুল কাশ্শাফ, হাদিস নং ৬৫১)

এই হাদিসের রাবী مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ {মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আত-তায়মী (রহঃ)} একজন নির্ভরযোগ্য রাবী বা বর্ণনাকারী এবং বিখ্যাত তাবেঈ। যেমন- তাঁর ব্যাপারে নিচের বর্ণনা গুলো লক্ষ্য করুন:- ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রহঃ) তদীয় কিতাবে বলেন, مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ من ثِقَات التَّابِعين -"মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আত তায়মী (রহঃ)" বিশ্বস্ত তাবেঈগণের একজন।" (ইমাম যাহাবী: আল মুগনী ফিদ-দোয়াফা, রাবী নং ৫২০৩)।

আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রহঃ) বলেন-

قلت: وثقة الناس واحتج به الشيخان

-"আমি (ইবনে হাজার আস্কালানী) বলছি: লোকেরা তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলীম (রহঃ) তার উপর নির্ভর করেছেন।" (ইমাম আসকালানী: লিছানুল মিযান, ৫ম খন্ড, ২০ পৃ:)।

ইমাম আজলী (রহঃ) {ওফাত ২৬১ হিজরী} তদীয় কিতাবে বলেন-

محمد بن إبراهيم التيمي: مدني ثقة.

-"মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আত্-তায়মী মাদানী' বিশ্বস্ত রাবী।" (ইমাম আজলী: আছ-ছিক্বাত, রাবী নং ১৪৩২)।

সুতরাং 'মুহাম্মদ ইব্রাহিম আত্ তায়মী (রহঃ)' এর রেওয়াত ছহীহ্ হিসেবে স্বীকৃত। আর এই ছহীহ্ রেওয়াত হতে জানা যায় যে, প্রিয় নবীজি (ﷺ) প্রতি বছরের শুরুতে নির্দিষ্ট দিনে উহুদের যুদ্ধের শহিদগণের মাজার যিয়ারত করতেন, এমনকি হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হজরত উমর (রাঃ) ও

হজরত উছমান (রাঃ) এরূপ আমল করেছেন। সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে কবর যিয়ারতে যাওয়া স্বয়ং রাসূলে পাক (ﷺ) ও তিন খলিফার মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত। এ বিষয়ে নিচের হাদিসটি উল্লেখযোগ্য,

قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} [الرعد: ٢٤] قَالَ: وَجَاءَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ،

-"আব্বাদ ইবনে আবী ছালেহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) উহুদের যুদ্ধের সকল শহিদগণের মাজারে প্রতি বছরের শুরুতে আসতেন। অত:পর বলতেন: তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক যে তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, আর সেখানেই রয়েছে উত্তম প্রতিদান। তিনি বলেন: আর সেখানে হজরত আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) যাইতেন।" (তারিখে মাদিনা লি-ইবনে শিবাহ, ১ম খন্ড ১৩২ পৃ:; ইবনে জারির তাঁর 'তাফছিরে' ১৩তম খন্ড, ৬ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৪র্থ খন্ড, ৬৪১ পৃ:; তাফছিরে কবীর, সূরা রা'দ এর ২০-২৪ এর ব্যাখ্যায়; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ৩৮২১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; শামী: যিয়ারত অধ্যায়ে, ২য় খন্ড, ২২ পৃ:)

এই হাদিসের সনদে 'আব্বাদ ইবনে আবী ছালেহ্' সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (আলাইহি) তদীয় কিতাবে বলেন: صالح الحديث -"সে হাদিস বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য।" (ইমাম যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খন্ড, ৩৬৬ পৃ:)।

এই হাদিস পূর্বের হাদিসের সমর্থক। যদিও হাদিসটির সনদ নবী করিম (ﷺ) পর্যন্ত পৌছেনি। কিন্তু এর মারফূ ও পূর্ণ সনদ বিদ্যমান রয়েছে। কারণ 'আব্বাদ ইবনে আবী ছালেহ্' তার পিতার সূত্রে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন নিচের রেওয়াতটি লক্ষ্য করুন,

وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى: عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، فَإِذَا

أَتَى فُرْضَةَ الشِّعْبِ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. وَكَانَ يَفْعَلُهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ بَعْدَهُ ثُمَّ عُثْمَانُ.

-"আব্বাদ ইবনে আবী ছালেহ্ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উহুদের যুদ্ধে শহিদগণের কবরে আসতেন।..... হজরত আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) ও উছমান (রাঃ) অনুরূপ করতেন।" (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, ১ম খন্ড, ১৪৩ পৃ:; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আ'লামী নুবালা, ১ম খন্ড, ৪২৫ পৃ:, গাজওয়ায়ে হামরায়ে আসাদ অধ্যায়ে)।

অতএব, মারফূ ও নির্ভরযোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হজরত রাসূলে করিম (ﷺ), সিদ্দিকে আকবর হজরত আবু বকর (রাঃ), হজরত উমর (রাঃ) ও হজরত উছমান (রাঃ) প্রতি বছরের শুরুতে উহুদ যুদ্ধে শহিদগণের মাজার যিয়ারত করতে যেতেন। তাই বছরে নির্দিষ্ট দিনে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া ও কবর যিয়ারত করা উভয়'ই সুন্নাত। উহুদের যুদ্ধের শহিদগণের কবর যিয়ারতের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল এই, তিনি (ﷺ) (ওফাতের পূর্বে) সর্বশেষ যিয়ারত শেষে সেখানেই খুতবা দেন এবং ফরমান:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أحد بعد ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ من مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بعدِي وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تنافسوها فِيهَا

-"আমি তোমাদের অগ্রবর্তী, আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হব এবং তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি থাকল কাউছার নামক ঝর্নার পাশে তোমাদের

সাথে আবার সাক্ষাৎ হবে। আমি এখান থেকেই তা দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় আমাকে জমীনের চাবি সমূহ দান করা হয়েছে। আমি তোমাদের ব্যাপারে এই আশংকা করিনা যে, তোমরা পুনরায় শিরিকে লিপ্ত হবে। বরং আমার ভয় হচ্ছে তোমরা দুনিয়ার লোভ-লালশায় লিপ্ত হয়ে পড়বে।" (ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ১৩৪৪, ৪০৮৫, ৬৪২৬ ও ৬৫৯০; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২২৯৬)।

এই হাদিস দ্বারা ইহা সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে, মাজার যিয়ারত জায়েয, যেমনটা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমল করেছেন। হুজুর (ﷺ) তাঁর নূরানী দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, শেষ জামানায় মু'মীনদের উপর বাতিল পন্থিরা এই বৈধ আমলের জন্য শিরিকের অপবাদ দিবে। তাই তিনি নিজেই মাজার যিয়ারত শেষে এই খুতবা প্রদান করেন। এ বিষয়ে নিচের হাদিসটিও লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ

-"হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর নবী (ﷺ) তাঁর মায়ের পবিত্র কবর যিয়ারত করতে আসেন। তিনি কাঁদলেন ফলে আমরা তাঁর সাথে কাঁদলাম। অত:পর তিনি বললেন: আমি আল্লাহর কাছে আমার মায়ের মাগফেরাত কামনা করার অনুমতি চাইলাম কিন্তু আমাকে অনুমতি দিলেন না। ফলে তিনি আমাকে যিয়ারত করার অনুমতি দিলেন। তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা এতে মৃত্যুর কথা স্বরণ হয়।" (ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ১০৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৫৭২; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩২৩৪; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ২১৭২; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ২০৩৪; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৩১৬৯; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৯০; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১৫৫৪; ইমাম বায়হাকী: সুনানে ছাগির, হাদিস নং ১১৫২;

ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতু সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৭৭৭৮; ইমাম বায়হাকী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭১৫৭; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ১১৮০৭)।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রিয় নবীজি (ﷺ) স্বীয় মায়ের কবর যিয়ারত করার জন্য নিজ ঘর থেকে 'আবওয়া' নামক স্থানে গিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, দয়াল নবীজি (ﷺ) এর মাতার মাজার 'আবওয়া' নামক স্থানে অবস্থিত, যার দুরত্ব মদিনা থেকে প্রায় ২৫০ কি: মি:। বলুন! রাসূল (ﷺ) যদি ২৫০ কি: মি: সফর করে নিজের মায়ের মাজার যিয়ারত করতে পারেন, তাহলে আমরা কেন পারব না? প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কর্ম কি উম্মতের জন্য সুন্নাত নয়?

হজরত ঈসা (عليه السلام) আমাদের নবীর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

أَخْبَرَنِي أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَهْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا وَلَيَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ بِنِيَّتِهِمَا وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ وَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَيْ بَنِي أَخِي إِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَقُولُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

-"উম্মে হাবিবা (رضي الله عنها) এর দাস আত্বা (رحمه الله) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: অবশ্যই হজরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (عليه السلام) ন্যায় পরায়ণ ও সৎ শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। আর তিনি হজ্ব অথবা উমরা অথবা উভয় পালনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া হতে অনেক অলি-গলি পার হয়ে আসবেন। অবশ্যই তিনি আমার রওজা পাকে এসে সালাম পেশ করবেন এবং আমি তার সালামের জবাব প্রদান করব।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪১৬২)। ইমাম হাকেম (رحمه الله) ও ইমাম যাহাবী (رحمه الله) বলেন: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ -"এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ।" এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় শেষ

যুগে হজরত ঈসা (عليه السلام) পৃথিবীতে অবতরণ করে রাসূলে পাক (ﷺ) এর প্রবিত্র রওজা মোবারক যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করবেন। বলুন! যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ হলে হজরত ঈসা (عليه السلام) কেন সফর করবেন?

কবর যিয়ারতের সফর প্রসঙ্গে আহ্‌লে সুন্নাতের অবস্থান

কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে নাজাতপ্রাপ্ত দল তথা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর অবস্থান হল, কবর যিয়ারত করা মোস্তাহাব-সুন্নাত এবং কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও মোস্তাহাব। যেমন নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন। হানাফী মাজহারে বিখ্যাত ফকিহ্ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (رحمة الله عليه) উল্লেখ করেন,

لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ أَئِمَّتِنَا، وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَّا لِزِيَارَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ الرِّحْلَةِ لِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ. وَرَدَّهُ الْغَزَالِيُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ، فَإِنَّ مَا عَدَا تِلْكَ الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ مُسْتَوِيَةٌ فِي الْفَضْلِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الرِّحْلَةِ إِلَيْهَا. وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَإِنَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَنَفْعُ الزَّائِرِينَ بِحَسَبِ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ.

-"কবর যিয়ারত নিষেধ করেছেন এরূপ কোন সু-স্পষ্ট দলিল আমাদের মাশায়েখগণের কাছে দেখিনি। শাফেয়ী মাজহাবের সামান্য কিছু লোক তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় সফর নিষিদ্ধতার হাদিসের উপর অনুমান করে ইহা নিষেধ করে, তবে রাসূল (ﷺ) এর যিয়ারত ব্যতীত। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী (رحمة الله عليه) এই মত খন্ডন করেছেন। কেননা এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদ ফজিলতের দিকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নয়, তাই এরূপ মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা ফায়দাহীন। **আর আউলিয়ায়ে কেরাম নৈকট্যের দিকে আল্লাহর নিকটবর্তী। ফলে যিয়ারতকারীরা তাঁদের গোপনীয়তা ও পরিচয়ের মাধ্যমে উপকার লাভ করবে।**"

(ফাত্ওয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, ১৫১ পৃ: مطلب في زِيَارَةِ الْقُبُور)।

এ বিষয়ে আল্লামা আব্দুর রহমান জাযরী (رحمة الله عليه) তদীয় কিতাবে বলেন,

ولا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة، وخالف الحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) ، بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصاً مقابر الصالحين: أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم القرب، وكما تندب زيارة القبور للرجال تندب أيضاً للنساء العجائز اللاتي لا يخشى منهن الفتنة

-"কবর নিকটে হোক অথবা দূরে হোক যিয়াতের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। হাম্বলী মাজহাবের কেউ কেউ ইহার বিপরীত বলেছেন, নিচে ২নং টিকা দেখুন। **বরং কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা মুস্তাহাব, বিশেষ করে নেক বান্দাগণের কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব।** এর মধ্যে রাসূল (ﷺ) রওজা শরীফ যিয়ারত করা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুরুষ লোকের যেমনি কবর যিয়ারত মুস্তাহাব তেমনি বৃদ্ধা রমনীদের জন্যও কবর যিয়ারত মুস্তাহাব, যখন তাদের থেকে ফেতনার আশংকা না হবে।" (কিতাবুল ফিকহ আলা মাজাহিবিল আরবা, ১ম খন্ড, ৪৯১ পৃ:)।

ইমাম শাফেয়ী (رحمة الله عليه) এর কবর যিয়ারতের নিয়তে বের হওয়া,

إِنِّي لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَجِيءُ إِلَى قَبْرِهِ، فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلْت اللهَ تَعَالَى عِنْدَ قَبْرِهِ فَتُقْضَى سَرِيعًا.

-"নিশ্চয় আমি আবু হানিফা (رحمة الله عليه) এর দ্বারা বরকত হাছিল করি এবং তাঁর কবরের কাছে যাই। যখন আমার কোন হাজত বা সমস্যা দেখা দেয় তখন দুই রাকাত নামাজ আদায় করি এবং ইমাম আবু হানিফা (رحمة الله عليه) এর মাজারের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, ফলে আমার হাজর দ্রুত সমাধান হয়ে যেত।" (ইবনে আবেদীন: ফাত্ওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, ১৪৯ পৃ:)।

সনদ সহকারে খতিবে বাগদাদী (رحمة الله عليه) তদীয় তারিখের কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْد الله الحسين بْن عَلِيّ بْن مُحَمَّد الصيمري، قَالَ: أخبرنا عُمَر بْن إِبْرَاهِيمَ المقرئ، قَالَ: حَدَّثَنَا مكرم بْن أَحْمَد، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَر بْن إسحاق بْن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: **حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن ميمون، قَالَ: سمعت الشافعي، يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إِلَى قبره في كل يوم، يَعْنِي زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين، وجئت إِلَى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى.**

-"আলী ইবনে মাইমুন বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি অবশ্যই ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর উছিলায় বরকত হাছিল করতাম এবং তার মাজারে প্রতিদিন যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আসতাম। আমার যখন কোন হাজত থাকত তখন দুই রাকাত নামাজ আদায় করতাম এবং তার মাজারের কাছে যাইতাম ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম। ফলে আমার হাজত বা চাহিদা দ্রুত পূরণ হয়ে যেত।"
(খতিবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, ৪৪৫ পৃ: باب ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزهاد; আখবারে আবী হানিফা ওয়া আছহাবিহী, ১ম খন্ড, ৯৪ পৃ:)

অতএব, হানাফী মাজহাব মোতাবেক কবর যিয়ারত করা ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা উভয়ই মোস্তাহাব সুন্নাত। শাফেয়ী মাজহাকে কিয়দাংশ লোক এর বিরুধীতা করলেও ইমাম গাজ্জালী শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইহা রদ বা খণ্ডন করেছেন। সর্বোপরি ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) সূদুর ফিলিস্থিন থেকে ইরাকের কূফায় ইমাম আজম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসতেন, তাই শাফেয়ী মাজহাবের ইমামের আমলের দিকে লক্ষ্য করলে আর কোন বিতর্ক থাকেনা। তাই সর্ব-সম্মতিক্রমে কবর যিয়ারত করা ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা উভয় মোস্তাহাব সুন্নাত। ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম সুবকী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্ব স্ব কিতাবে সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে,

قُحِطَ المطر عندنا بسَمَرْقَنْد فِي بعض الأعوام، فاستسقى النّاس مرارًا، فلم يُسْقوا، فأتي رجلٌ صالح معروف بالصّلَاح إلى قاضي سَمَرْقند فقال له: إني رأيت رأياً أعرضه عليك. قال: وما هو؟ قال: أرى أن تخرج ويخرج النّاس معك إلى قبر الْإِمَام محمد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ ونستسقي عنده، فعسى الله أنْ يسقينا. فقال القاضي: نِعَم ما رَأَيْت. فخرج القاضي والنّاس معَه، واستسقى القاضي بالنّاس وبكى النّاسُ عند القبر وتشفَّعوا بصاحبه، فأرسل الله تعالي السَّماء بماء عظيم غزير، أقام النّاس من أجله بخرتنك سبعة أيّام أو نحوها، لَا يستطيع أحدٌ الوصول إلى سَمَرْقند من كَثْرة المطر وغزارته. وبين سَمَرْقند وخَرتنك نحو ثلَاثة أميال.

-"সমরকান্দ শহরে কয়েক বছর যাবৎ বৃষ্টির অভাব দেখা দিল। লোকেরা একাধিকবার বৃষ্টির নামাজ পড়লো কিন্তু বৃষ্টি হলনা। অত:পর ছিলাহ নামে প্রসিদ্ধ এক নেককার ব্যক্তি কাজীর দরবারে আসল বলল, আমি একটি ভাল সপ্ন দেখেছি যা আপনার কাছে বর্ণনা করতে চাই। কাজী বলল: বলো। লোকটি বলল: আমি সপ্নে দেখলাম আমি ও লোকেরা আপনার সাথে ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর কবরের দিকে বের হয়েছি এবং তার মাজারের কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অত:পর আল্লাহ পাক অচিরেই বৃষ্টি প্রদান করলেন। কাজী বলল: তুমি উত্তম সপ্ন দেখেছ। অত:পর কাজী বের হল ও লোকের তার সাথে বের হল এবং ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারের পাশে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন ও আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা আসমান থেকে প্রচুর পরিমানে বৃষ্টি বর্ষন করলেন। লোকেরা ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারের কাছে ৭ দিন কিংবা অনুরূপ সসময় অবস্থান করল এবং একজন লোকও সমরকন্দ শহরে যেতে পারল না।" (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪০ পৃ: ইমাম বুখারীর জিবনীতে; যাহাবী: সিয়ারে আলামিন নুবালা, ১২তম খন্ড, ৪৬৯ পৃ: ইমাম বুখারীর আলোচনায়; ইমাম সুবকী: তাবকাতুশ শাফেইয়্যা, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃ:)

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় তৎকালিম মুসলমানেরা বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারে নিয়ত করে গিয়েছিল।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর রওজা যিয়ারত ও তার উদ্দেশ্যে সফর

যিয়ারতের ক্ষেত্রে রাসূলে পাক (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করা সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত ও তদ্বউদ্দেশ্যে সফর করা অত্যন্ত ফজিলত ও বরকতময় আমল। বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদিস সমূহের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন:-

হাদিস নং ১

حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثنا سَعْدٌ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

-"হজরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি হজ্ব করল ও আমার ওফাতের পরেও রওজা যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল।" (ইমাম দারে কুতনী: আস-সুনান, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃ: হাদিস নং ২৬৯৩; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীরে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩৫ পৃ: হাদিস নং ১৩৪৯৭ ও আওছাতে ২য় খন্ড, ৩০৭ পৃ: হাদিস নং ৩৩৭৬; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, ৫ম খন্ড, ৫৩৫ পৃ: হাদিস নং ১০২৭৪; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৮৫৭; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭১ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ২৭৪ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৫২৩ পৃ:; ইবনুল হুমাম: ফাতহুল কাদির, ৩য় খন্ড, ১৬৭ পৃ:; ইবনে আবেদীন: ফতোয়ায়ে শামী, ৪র্থ খন্ড, ৫৪ পৃ:)

হাদিস খানা সনদের দিকে 'হাছান' পর্যায়ের, কেউ কেউ জয়ীফ বললেও ইহা মাওজু বা ভিত্তিহীন নয়। সকল ইমামগণ ফাজায়েলের ক্ষেত্রে এরূপ হাদিস অবশ্যই আমলযোগ্য। কেননা এর সনদে اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ (লাইছ

ইবনে আবী সুলাইম) ও حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ (হাফছ ইবনে সুলাইমান) নামক দুজন রাবী রয়েছে যাদের ব্যাপারে ইমামগণের সামান্য আলোচনা ও সমালোচনা রয়েছে। যেমন:حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ (হাফছ ইবনে সুলাইমান) এর আরেক নাম হল: 'হাফছ ইবনে আবী দাইদ' قال وكيع: كان ثقة. -"ইমাম ওয়াকী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: সে বিশ্বস্ত ছিলেন। (ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ২১২১)

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا بِهِ بَأْسٌ.

-"ইমাম হাম্বল ইবনে ইসহাক্ব বলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন: তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।" (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৫৭; ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ২১২১; ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১৩৯০)

عن عَبد اللّٰهِ بن أحمد بْن حنبل، عَن أبيه: صالح.

-"আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: সে নেক বান্দাহ্।" (ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১৩৯০)

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بثقة. অর্থাৎ, ইবনে মুঈন (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: সে বিশ্বস্ত রাবী নয়।

قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ ضَعِيف الحَدِيث -"ইবনে মাদানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: তার হাদিস জয়ীফ।"

قَالَ ابْن أَبِي حَاتِم وقَالَ أَبُو زرْعَة ضَعِيف الحَدِيث -"ইবনে আবী হাতিম ও আবু যুরআ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন: তার হাদিস জয়ীফ।"

قال وكيع: كان ثقة. روى له: التِّرْمِذِيّ، والنَّسَائِي في "مسند علي" متابعة، وابْن مَاجَهْ.

-"আবু আমর আদ দানী বলেন, ওয়াক্বী বলেছেন: সে বিশ্বস্ত রাবী। ইমাম নাসাঈ তার থেকে 'মুসনাদে আলী' এর মধ্যে হাদিস বর্ণনা করেছেন ও ইবনে মাজাহ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।" (ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১৩৯০)

ضعيف: قال الدارقطني অর্থাৎ, দারে কুতনী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: সে জয়ীফ। বিস্তারিত দেখুন:- তাহজিবুল কামাল, তারিখে ইসলামী, মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খন্ড, ১০৬-৭ পৃষ্টা ও তাহজিবুত তাহজিব, ২য় খন্ড, ২৪৬-৪৭ পৃ:; মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৬৬৬ পৃ: ।

উল্লেখিত ইমামগণের মতামত গুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ **(হাফছ ইবনে সুলাইমান)**' এর বর্ণিত হাদিস 'হাছান' পর্যায়ের। কারণ অনেক ইমামগণ তাকে বিশ্বস্ত ও নেক বান্দাহ বলেছেন, আবার কেউ কেউ 'দুর্বল' রাবী বলেছেন। তাই উভয়ের মধ্যে সমযোতা সরূপ বলা যায় ইহা 'ছহীহ্'ও নয় আবার 'জয়ীফ'ও নয় বরং 'হাছান'।

لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ **(লাইছ ইবনে আবী সুলাইম)**

এই হাদিসের রাবী لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ (লাইছ ইবনে আবী সুলাইম) সম্পর্কে ইমামগণের অনেকে সমালোচনা করলেও অনেকেই তার উপর নির্ভর করেছেন। যেমন ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন-

لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْمٍ الكوفي: حسن الحديث

-"লাইছ ইবনে আবী সুলাইমান কুফী হাছানুল হাদিস।" (ইমাম যাহাবী: দিওয়ানুদ দোয়াফা, রাবী নং ৩৫০৩)

وَقَالَ ابْن معِين أَيْضا لَا بَأْس بِهِ

-"অনুরূপভাবে ইমাম ইবনে মাঈন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।" (ইমাম যাহাবী: আল মুগনী ফিদ দোয়াফা, রাবী নং ৫১২৬)

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْ لَيْثٍ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

-"ইমাম আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ইয়াহইয়া (রাহিমাহুল্লাহ) কে লাইছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৮৩৫; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আ'লামী নুবালা, রাবী নং ৮৪)

وقال بن عدي له أحاديث صالحة

-"ইমাম ইবনে আদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার হাদিস গুলো গ্রহণযোগ্য।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৮৩৫; ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৫০১৭)

وَقَالَ البَرْقَانِيُّ: سَأَلْتُ الدَّارَقُطْنِيَّ عَنْهُ، فَقَالَ: صَاحِبُ سُنَّةٍ، يُخَرَّجُ حَدِيْثُه.

-"বারকানী বলেন, আমি ইমাম দারে কুতনী (রাহিমাহুল্লাহ) কে লাইছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: সে সুন্নাহর অনুসারী ও তার হাদিস বর্ণনা করি।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৮৩৫; ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৫০১৭; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আ'লামী নুবালা, রাবী নং ৮৪)

وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ فِي الصحيح، وروى له في كتا رفع اليدين فِي الصلاة، وغيره.

-"ইমাম বুখারী তার ছহীহ্ গ্রন্থে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং 'রফে ইয়াদাইন ফিস সালাত' ও অন্যান্য গ্রন্থে লাইছ থেকে রেওয়াত করেছেন।" (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৫০১৭; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আ'লামী নুবালা, রাবী নং ৮৪)

قال الساجي وكان أبو داود لا يدخل حديثه في كتاب السنن الذي ضعفه كذا قال وحديثه ثابت في السنن لكنه قليل

-"ইমাম ছাজী(রাহিমাহুল্লাহ)বলেন, ইমাম আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) লাইছ এর দুর্বল হাদিস গুলো তার সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। যেমনটি তিনি বলেছেন এবং তার হাদিস গুলো ছহীহ্ প্রমাণিত যেগুলো সুনান গ্রন্থে রয়েছে কিন্তু এগুলোর সংখ্যা কম।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৮৩৫)

অতএব, ইমামগণের অনেকেই লাইছ এর উপর নির্ভর করেছেন ও حسن الحديث (হাছানুল হাদিস) বলেছেন। অতএব, এই হাদিসের সর্বনিম্ন স্তর হবে حسن 'হাছান'। আফছুছ হলো! নাছিরুদ্দিন আলবানী তার কিতাবে লিখেছেন এ দু'জন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস নাকি জাল ও ভিত্তিহীন।

হাদিস নং ২

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخُو عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: **قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي**

-"হজরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার রওজা যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে গেছে।" (সুনানে দারে কুতনী, ৩য় খন্ড, ৩৩৪ পৃ:; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ৪৪৪ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ২৮তম খন্ড, ৭৬৮৯ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ২৭৪ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭০ পৃ:; ইমাম ছিয়ুতী: জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৫২৮ পৃ:; হাকেম তিরমিজি: নাওয়াদেরুল উসূল, ৪৮ পৃ:; হাফিজ উকায়লী কৃত: 'আদ্ব দ্বোয়াফা' ৪র্থ খন্ড, ১৭০ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৬৬৬ পৃ:; ইবনে আদী তাঁর কামিলে)

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

رواه الدارقطني وغيره وصححه جماعة من أئمة الحديث

-"ইমাম দারে কুতনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সহ অন্যান্য ইমামগণ ইহা বর্ণনা করেছেন, হাদিস শাস্ত্রের একদল ইমাম এই হাদিসকে ছহীহ্ বলেছেন।" (ইমাম মোল্লা আলী: শরহে শিফা, ২য় খন্ড, ১৫০ পৃ:)।

শারিহে বুখারী আল্লামা ইমাম কাস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

ورواه عبد الحق فى أحكامه الوسطى، وفى الصغرى وسكت عنه، وسكوته عن الحديث فيهما دليل على صحته.

-"ইমাম আব্দুল হক্ব তার 'আহকামুল অছতী ও ছুগরা' গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করেছেন এবং চুপ থেকেছেন। তার এই হাদিসের উপর চুপ থাকা হাদিসটি ছহীহ্ হওয়ার প্রমাণ।" (ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৫৮৮ পৃ:)।

আল্লামা ইমাম যুরকানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় তদীয় কিতাবে বলেন, تحقَّقت وثبتت -"ইহা তাহকিক করলাম ও প্রমাণিত করলাম।" (ইমাম যুরকানী: শরহে মাওয়াহেব, ১২তম খন্ড, ১৭৯ পৃ:)।

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, وَهَذَا إسنادٌ جيدٌ -"এই সনদ অতি-উত্তম।" (আল্লামা ইবনে মুলাক্কিন: বাদরুল মুনীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯৬ পৃ:)।

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা নুরুদ্দিন সানাদী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন,

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ

-"ইমাম দারে কুতনী ও অন্যান্যরা ইহা বর্ণনা করেছেন, ইমাম আব্দুল হক্ব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) একে ছহীহ্ বলেছেন।" (হাশিয়াতুল সানাদী আলা সুনানি ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃ:)।

আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

وصححه جماعة من أئمة الحديث

-"হাদিস শাস্ত্রের একদল ইমাম এই হাদিসকে ছহীহ্ বলেছেন।" (যাওয়াহিরুল মুনাজ্জাম, ৪২ পৃ:)।

আল্লামা শায়েখ ইউছুফ নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় গ্রন্থে বলেন,

صححه جماعة من أئمة الحديث

-"হাদিস শাস্ত্রের একদল ইমাম এই হাদিসকে ছহীহ্ বলেছেন।" (শাওয়াহিদুল হক্ব, ৭৭ পৃ:)।

তিনি আরো বলেন: وابن السكن وصححه -"ইমাম ইবনে সুকন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এর ছহীহ্ বলেছেন।" (শাওয়াহিদুল হক্ব, ৭৭ পৃ:)।

সুনানে দারে কুতনীর সনদে مُوسَى بْنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ (মুসা ইবনে হেলাল আব্দী) নামক একজন রাবী রয়েছে, যার সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত গুলো লক্ষ্য করুন-

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

-"ইবনে আদী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: নিশ্চয় তাঁর ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।" (হাফিজ ইবনে কাছির: তাকমীল ফি জারহি ওয়া তাদিল, রাবী নং ৪৪৭; ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৩৭৯)

قلت: هو صالح الحديث.

-"ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি বলি: তিনি হাদিসের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য।" (ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ৮৯৩৭)

আল্লামা নুরুদ্দিন ছামহুদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

وقد روى عنه ستة منهم الإمام أحمد، ولم يكن يروي إلا عن ثقة،

-"তার থেকে ছয়জন হাদিস বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) একজন। ইমাম বিশ্বস্ত রাবী ব্যতীত কারো কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি।" (আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ২য় জিল্‌দ, ২০০ পৃ:)

অতএব, হাদিসটি সর্বনিম্ন হাছান অথবা ছহীহ্ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কারণ ইমাম আবু হাতেম তাকে না চিনলেও ইমাম ইবনে আদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে চিনেন ও তাকে গ্রহণযোগ্য রাবী বলেছেন। ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার হাদিস গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এ সম্পর্কে অন্যত্র আরো উল্লেখ আছে,

وَهَذَا إِسْنَاد جيد، لَكِن مُوسَى هَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ بعد أَن ذكر أَن جَمَاعَة رووا عَنهُ: هُوَ مَجْهُول.

-"এই হাদিসের সনদ অতি-উত্তম কিন্তু মূসা সম্পর্কে আবু হাতেম রাজী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: তার থেকে একদল রেওয়াত করেছেন আর সে মাজহুল রাবী।" (আল্লামা ইবনে মুলাক্কিন: বাদরুল মুনীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯৬ পৃ:)

বাস্তবে বর্ণনাকারী অন্যান্য ইমামদের দৃষ্টিতে মাজহুল নয় বরং মারুফ বা প্রসিদ্ধ। সুতরাং সনদের বিবেচনায় হাদিসটি 'হাছান' পর্যায়ের। তবে এই হাদিস খানা 'মুসনাদে বাজ্জার শরীফে' 'জয়ীফ' সনদে উল্লেখ রয়েছে। উভয় সনদ মিলিয়ে আরো শক্তিশালী হবে। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়াতে আছে,

وعن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري حلّت له شفاعتي رواه البزار بسند ضعيف

-"হজরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যারা আমার রওজা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে যাবে। ইমাম বাজ্জার (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) দুর্বল সনদে ইহা বর্ণনা করেছেন।" (ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১২তম খন্ড, ৩৭৯ পৃ:)।

হাদিস নং ৩

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَ قَبْرِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي

-"হজরত ইবনে উমর (রাঃ) নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন: যারা আমার রওজা যিয়ারত করবে তাদের জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হবে।" (মুসনাদে বাজ্জার; কাশফুল আসতার আনিজ জাওয়াইদিল বাজ্জার, ২য় খন্ড, ৫৭ পৃ:; ইমাম তক্বীউদ্দিন সুবকী: শিফাউছ ছিকাম, ১৭ নং পৃ:)।

এই হাদিসের রাবী 'কুতাইবা' ইমাম আবু বকর ইবনে বাজ্জার (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর বিশ্বস্ত শায়েখ। বর্ণনাকারী 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম' বিশ্বস্ত রাবী। ইমাম আবু হাতিম, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খালিফুন (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বলেছেন। (তাহজিবুল কামাল, ইকমালু তাহজিবুল কামাল)

এই হাদিসের সনদে عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ "আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ ইবনে আসলাম" রাবী বা বর্ণনাকারী রয়েছে, যার ব্যাপারে কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন তবে ইমাম মিযযী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেছেন,

وَقَال أَبُو أَحْمَد بْن عدي: له أحاديث حسان. وهو ممن احتمله الناس، وصدقه بعضهم. وهو ممن يكتب حديثه.

-"আবু আহমদ ইবনে আদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: তার অনেক হাদিস হাছান রয়েছে। সে এমন ব্যক্তি যার রেওয়াত লোকেরা গ্রহণ করেছেন এবং অনেকে তাকে সত্যবাদী বলেছেন এবং সে ব্যক্তির হাদিস লিখেছেন।" (ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৩৮২০)

ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: وهو صاحب حَدِيث -"সে ছাহেবুল হাদিস।" (ইমাম যাহাবী: তারিখে ইসলামী, রাবী নং ২০১)

তদীয় পিতা 'জায়েদ ইবনে আছলাম' বুখারী-মুসলীমের রাবী। অতএব, বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য ও হাছান পর্যায়ের হবে। কেননা এর সমর্থনে আরো অনেক রেওয়াত রয়েছে।

হাদিস নং ৪

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِبَادِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-"হজরত ইবনে উমর (ﷺ) বলেন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার কাছে শুধু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, তাহলে কেয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত কারী হওয়া আমার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে।" (ইমাম তাবারানী তার কবীরে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্টা হাদিস নং ১৩১৪৯ ও আওছাতে, ৩য় খন্ড, ২৬৬ পৃ: হাদিস নং ৪৫৪৬; সুনানে দারে কুতনী, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃ:; মুজামে ইবনে মুকরী, হাদিস নং ১৫৮; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৬৬৬ পৃ:; ফতোয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, ৫৪ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭১ পৃ:; ইমাম তক্বীউদ্দিন সুবকী: শিফাউছ ছিকাম, ১৯ নং পৃ:)

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইরাকী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর অভিমত,

قال العراقي: رواه الطبراني من حديث ابن عمر وصححه ابن السكن.. وكذا صححه عبد الحق في سكوته عنه والسبكي في رد مسألة الزيارة لابن تيمية

-"হাফিজ ইরাকী বলেন, ইমাম তাবারানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনে উমর (ﷺ) এর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে সুকান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইহাকে ছহীহ্ বলেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আব্দুল হাক্ব (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইহার থেকে চুপ থেকে ছহীহ্ বলেছেন। ইমাম তাজউদ্দিন সুকী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনে তাইমিয়ার যিয়ারতের মাসয়ালায় হাদিসটিকে ছহীহ্ বলেছেন।" (হাফিজ ইরাকী: তাখরিজু আহাদিছিল এহইয়া, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃ: ৪ নং হাদিস; তাখরিজু আহাদিছি এহইয়াই উলুমুদ্দিন, ৭৭২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)

এই হাদিসের রাবী 'সালেম, নাফে ও উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর' সকলেই বুখারী-মুসলীমের রাবী। বর্ণনাকারী 'মুসলীম ইবনে সালেম জুহানী' কে

ইমাম ইবনে মাঈন (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বিশ্বস্ত বলেছেন। (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ২৭৩)

ইমাম আবু হাতিম ও ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই। ইমাম ইবনে শাহিন (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। (ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৫৩৮)

হাদিসটি 'মুসলীম ইবনে ছালিম জুহানী' থেকে ভিন্ন আরেকটি সূত্রে সামান্য শাব্দিক ব্যবধানে ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এভাবে বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْهَرَوِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الأَنْصَارِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي: الْعُمَرِيَّ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَمْ تَنْزِعْهُ حَاجَةٌ إِلا زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-"হজরত ইবনে উমর (ﷺ) বলেন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার কাছে শুধু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, তাহলে কেয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত কারী হওয়া আমার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে।" (ইমাম আবু নুয়াইম: তারিখে ইস্পাহান, ২য় খন্ড, ১৯০ পৃ:)

দুইটি সুত্র মিল হাদিসটি আরো শক্তিশালী হবে। ফলে হাদিসটি ছহীহ্ হওয়াতে কোন বাধা থাকবেনা।

হাদিস নং ৫

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو الْجَرَّاحِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَبْرِي أَوْ قَالَ: مَنْ زَارَنِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللهُ فِي الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-"হজরত ইবনে উমর (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল পাক (ﷺ) কে বলতে শুনেছি: যারা আমার রওজা যিয়ারত করবে অথবা বললেন যারা আমার যিয়ারত করবে আমি তার সুপারিশকারী বা সাক্ষী হব।" (মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ৬৫; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৮৫৭; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১০২৭৩; সুনানে দারে কুতনী, হাদিস নং ২৬৯৪)

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা আবুল আব্বাস বুযূছিরী কেননী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سُبْعَةَ رَوَاهُ أبو يعلى والطبراني في الكبير بسند صحيح.

"ইহার জন্য ৭টি হাদিস সাক্ষ্য রয়েছে, ইমাম আবু ইয়ালা এবং ইমাম তাবারানী তার কবীরে ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।" (ইত্তেহাফুল খাইরাতিল মিহরাত, হাদিস নং ২৬৯১)

হাদিস নং ৬

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ابْنُ ابْنَةِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ يُونُسَ، امْرَأَةُ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

-"হজরত ইবনে উমর (رضي الله عنه) নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন: যারা আমার ওফাতের পরে যিয়ারত করবে সে যেন আমার জিবদ্দশায় যিয়ারত করল।" (ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ২৮৭; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ১৩৪৯৬; ইমাম ইবনে শাহিন: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১০৮০ নং হাদিস)

ইমাম ইবনে শাহিন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর সনদটি ভিন্ন, যেমন:-

أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة، أنبأ أبو سعيد النقاش، أنبأ أبو بكر محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الخوخاني، ثنا الحسن بن الطيب البلخي، ثنا علي بن حجر، ثنا حفص بن سليمان، عن ليث، عن المجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي

-"আহমদ ইবনে আব্দুল গাফ্ফার ইবনে আসতাহ- আবু সাঈদ নাক্কাস- আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম খাওখানী- হাছান ইবনে তায়্যেব বালখী- আলী ইবনে হাজার- হাফছ ইবনে সুলাইমান- লাইছ- মুজাহিদ- ইবনে উমর (رضي الله عنه)...। (ইমাম ইবনে শাহিন: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১০৮০ নং হাদিস)

হাদিস নং ৭

النُّعْمَان بن شبْل من أهل الْبَصْرَة يروي عَن أبي عوَانَة وَمَالك أخبرنَا عَنهُ الْحسن بن سُفْيَان يَأْتِي عَن الثِّقَات بالطامات وَعَن الْأَثْبَات بالمقلوبات رَوَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي

-"হজরত ইবনে উমর (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি হজ্ব করল কিন্তু আমার যিয়ারত করল না সে যেন আমার উপর যুলুম করল।" (ইমাম ইবনে ছালেহী; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১২তম খন্ড, ৩৭৯; ইমাম ইবনে আদী: আল-কামিল, ৮ম খন্ড, ২৪৮ পৃ:; ইমাম ইবনে হিব্বান: মাজরুহীন, হাদিস নং ১১২৮)।

হাদিস নং ৮

হাদিসটি আরেকটি সনদেও বর্ণিত আছে, যেমন:

حَدَّثَنَا على بن إسحاق، حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ مُحَمد بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ شِبْلٍ، حَدَّثني جَدِّي، حَدَّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي

-"হজরত ইবনে উমর (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি হজ্ব করল কিন্তু আমার যিয়ারত করল না সে যেন আমার উপর যুলুম করল।" (ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১২তম খন্ড, ৩৭৯; ইমাম ইবনে আদী: আল-কামিল, ৮ম খন্ড, ২৪৮ পৃ:; ইমাম ইবনে হিব্বান: মাজরুহীন, হাদিস নং ১১২৮; কাজী শাওকানী: নাইলুল আওতার, ৫ম খন্ড, ১১৪ পৃ: ২০৭৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)

হাদিস নং ৯

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن لم يزر قبري فقد جفاني.

-"হজরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন: যারা আমার ওফাতের পরে যিয়ারত করবে সে যেন আমার জিবদ্দশায় যিয়ারত করল। যে আমার যিয়ারত না করবে সে যেন আমার উপর যুলুম করল।" (ইমাম খারকুশী: শরফুল মুস্তফা, হাদিস নং ৮৬২, ৩য় খন্ড, ১৭২ পৃ:; ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১২তম খন্ড, ৩৭৭ পৃ:)।

হাদিস নং ১০

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا.

-"হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার মদিনায় প্রতি নিয়ত করে রওজা যিয়ারত করবে, আমি তার সুপারিশকারী হব।" (ইমাম খারকুশী: শরফুল মুস্তফা, হাদিস নং ৮৬৩, ৩য় খন্ড, ১৭২ পৃ:; ইমতাউল আসমা', ১৪তম খন্ড, ৬১৪ পৃ:)।

হাদিস নং ১১

এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করা যায়,

قال يحيى الحسيني في أخبار المدينة في باب ما جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي السلام عليه حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن وهب عن رجل عن بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى المدينة زائرا إليّ وجبت له شفاعتي يوم القيامة.

رجاله لا بأس بهم وبكر بن عبد الله إن كان المدني فهو تابعي جليل فيكون الحديث مرسلا وإن كان هو بكير بن عبد الله بن الربيع الأنصاري فهو صحابي.

-"হজরত বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবী করিম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি মদিনায় আমার যিয়ারতকারী হিসেবে আসবে কিয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী হব।

ইমাম ইবনে ছালেহী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: এর সনদের রাবীদের নিয়ে কোন অসুবিধা নেই, তবে 'বকর ইবনে আব্দুল্লাহ' যদি মাদানী হয়ে থাকে তাহলে সে তাবেঈ ফলে ইহা মুরছাল রেওয়াত হবে। আর যদি সে 'বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনছারী' হয় তাহলে সে সাহাবী।" (ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১২তম খন্ড, ৩৭৭ পৃ:; ছারিমুল মুনকী ফি রাদ্দে আলাছ ছুবকী, ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃ:)।

হাদিস নং ১২

حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ زُمَيْلٍ الْمَأْرِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَأْرِبِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

-"হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন: যারা আমার ওফাতের পরে যিয়ারত করবে সে যেন আমার জিবদ্দশায় যিয়ারত করল।" (হাফিজ উকাইলী: আদ্ দোয়াফাইল কবীর, ৩য় খন্ড, ৪৫৭ পৃ:; বাদরুল মুনীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯৫ পৃ:)।

হাদিসটি আরেকটি সূত্রে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ابْنُ ابْنَةِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ يُونُسَ، امْرَأَةُ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

-"হজরত ইবনে উমর (রাঃ) নবী পাক (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: যারা আমার ওফাতের পরে আমার যিয়ারত করবে

তারা যেন আমার জিবদ্দশায় যিয়ারত করল।" (ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ২৮৭)

হাদিস নং ১৩

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدَّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ قَزَعَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ آلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِوَارِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-"হাতেব এর বংশধর নবী করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন: যারা আমার নিয়মিত যিয়ারতকারী হবে কেয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে।" (হাফিজ উকাইলী: আদ্ দোয়াফাইল কবীর, ৩য় খন্ড, ৪৫৭)।

হাদিস নং ১৪

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُجَيْرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

-"হজরত ইবনে উমর (ﷺ) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি হজ্ব করল অত:পর আমার ওফাতের পরে আমার যিয়ারত করল সে যেমন আমার জিবদ্দশায় যিয়ারত করল।" (ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৩৩৭৬; ইমাম ফাকেহী: আখবারে মক্কা, হাদিস নং ৯৪৯; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১০২৭৪; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৮৫৭; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১৩৪৯৭; সুনানে দারে কুতনী, হাদিস নং ২৬৯৩; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ২৭৫৬)

সকল ইমামগণই হাদিসটি 'হাফছ ইবনে আবী দাউদ' এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু ইমাম ফাকেহী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম তাবারানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার

'মুজামুল আওছাতে' ও ইমাম বায়হাক্বী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার সুনানে কুবরায় 'হাফ্ছ ইবনে সুলাইমান আবু উমর' এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মূলত নামে দুইজন বুঝালেও এগুলো একজনেরই নাম। তার ব্যাপারে ইমামদের অনেকে সমালোচনা করলেও ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন: ما به بأس তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই। ইমাম ওয়াকী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। (ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ২১২১)

তাই হাদিসটি হাসান হওয়ার যোগ্যতা রাখে কারণ একাধিক রেওয়ার এর পক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে।

হাদিস নং ১৫

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدَّيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْخَطَّابِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

-"খাত্তাব এর পরিবারের একজন (ইবনে উমর) বলেন, তিনি নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবীজি বলেছেন: যারা সব সময় আমার যিয়ারত করবে তারা কেয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হবে।" (ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৮৫৬; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ২৭৫৫; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ১২৩৭৩)

উল্লেখিত রেওয়াত গুলো দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ার করা অতি-উত্তম আমল। কারণ এতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর শাফায়াত বা সুপারিশ নছিব হবে ও জান্নাতের মধ্যে প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর প্রতিবেশী হওয়ার ভাগ্য হবে। যদিও সবগুলো রেওয়াত ছহীহ্ নয় তথাপিও সবগুলো রেওয়াত একত্রিত হয়ে অবশ্যই ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যাবে। কেননা এ সম্পর্কে ৭জন সাহাবী থেকে মোট ১৫টি রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে।

প্রিয় নবীজির যিয়ারত প্রসঙ্গে ফোকাহাদের অভিমত

এ বিষয়ে হানাফী মাজহাবের সিদ্ধান্ত হচ্ছে,

قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهَا أَفْضَلُ الْمَنْدُوبَاتِ وَفِي مَنَاسِكِ الْفَارِسِيِّ وَشَرْحِ الْمُخْتَارِ أَنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنَ الْوُجُوبِ لِمَنْ لَهُ سَعَةٌ، وَالْحَجُّ إِنْ كَانَ فَرْضًا فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ ثُمَّ يُثَنِّيَ بِالزِّيَارَةِ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا كَانَ بِالْخِيَارِ، فَإِذَا نَوَى زِيَارَةَ الْقَبْرِ فَلْيَنْوِ مَعَهُ زِيَارَةَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"আমাদের হানাফী মাজহাবের ইমামগণ বলেছেন: রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করা সর্বোত্তম মুস্তাহাব। মানাসেক ফারছী এবং শরহুল মুখতার কিতাবে রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারতের বিষয়ে বলেন: যে ব্যক্তির জন্য আর্থিক সচ্ছলতা রয়েছে তার জন্য রওজা যিয়ারত করা ওয়াজিব। যদি হজ্ব ফরজ হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে হজ্বের কাজ সম্পাদন করে পরে রওজা মোবারক যিয়ারত করা উত্তম। পরে রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করবে। আর যদি হজ্ব নফল হয় তাহলে যেকোন একটি আগে করা ইচ্ছাধীন। যখন নবী পাক (ﷺ) এর রওজা যিয়ারতের নিয়ত করবে তখন এর সাথে মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করবে।" (ফাতওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৬৫ পৃ:)।

শাফেয়ী মাজহাবের অন্যতম ইমাম আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত ৯৭৪ হিজরী তদীয় কিতাবে বলেন,

وَ يُسَنُّ بَلْ قِيلَ يَجِبُ وَانْتَصَرَ لَهُ وَالْمُنَازِعُ فِي طَلَبِهَا ضَالٌّ مُضِلٌّ زِيَارَةُ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করা সুন্নাত। কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব, আর ওয়াজিব হওয়া স্বপক্ষে শক্ত দলিলও দেওয়া হয়। রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত নিয়ে বিতর্ককারী নিজেও পথভ্রষ্ট অন্যকে পথভ্রষ্টকারী।" (তুহফাতুল মুহতাজ ফি শরহে মিনহাজ, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃ:)।

হাম্বলী মাজহাবের অন্যতম ফকিহ্ আল্লামা ইবনে কুদামা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তদীয় কিতাবে বলেন,

فإذا فرغ من الحج استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي

-"যখন হাজী সাহেব হজ্বের কাজ থেকে অবসর হবে তখন রাসূল (ﷺ) রওজা মোবারক ও তাঁর দুই সাথীর মাজার যিয়ারত করা অধিক উত্তম কাজ। আর রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করা মুস্তাহাব। যেমন ইমাম দারে কুতনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হজরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি হজ্ব করল ও আর রওজা যিয়ারত করল সে যেন আমার জিবদ্দশায় যিয়ারত করল। আরেক রেওয়াতে আছে: যে ব্যক্তি আমার রওজা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত করা ওয়াজিব।" (শরহে কবীর, ৩য় খন্ড, ৪৯৪ পৃ:)।

এ সম্পর্কে আল্লামা ইমাম শরফুদ্দিন নববী শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهَمِّ الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ الْمَسَاعِي فَإِذَا انْصَرَفَ الْحُجَّاجُ وَالْمُعْتَمِرُونَ مِنْ مَكَّةَ اُسْتُحِبَّ لَهُمُ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكَّدًا أَنْ يَتَوَجَّهُوا إِلَى الْمَدِينَةِ لِزِيَارَتِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم

-"রাসূলে পাক (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ নৈকট্য ও সফলময় প্রচেষ্টার প্রতিফলন। যখন হজ্ব ও উমরা আদায়কারী যাবতীয় কার্যবলী থেকে অবসর হবে তখন রাসূলে পাক (ﷺ) এর রওজা যিয়ারত করা উচিৎ, যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব আমল।" (ইমাম নববী: আল-মাজমু' শরহে মুহাজ্জাব, ৮ম খন্ড, ২৭২ পৃ:)।

ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো বলেন,

ويستحب زيارة قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (من زار قبري وجبت له شفاعتي)

-"রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করা মুস্তাহাব, যেমন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে আমার রওজা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে।" (ইমাম নববী: আল মাজমু' শরহে মুহাজ্জাব, ৮ম খন্ড, ২৭২ পৃ:)

অতএব, রাসূলে পাক (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করা অতীব জরুরী একটি আমল যা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর জিবদ্দশায় যিয়ারতের সমতুল্য। এর বিরুধীতা করা চরম বেয়াদবী ও পথভ্রষ্টতা।

কবর যিয়ারত প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র নিয়মিত আমল ছিল

বর্তমানে ওহাবীরা যে কবর যিয়ারতকে ও কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষেধ করেন ও নিন্দা করেন, সেই কবর যিয়ারত ও কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে প্রতি-নিয়ত প্রিয় নবীজি (ﷺ) বের হতেন। এ বিষয়ে একাধিক ছহীহ্ রেওয়াত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন নিচের হাদিসে আছে,

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ **قالت عائشة:** ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: بلى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ،.... حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فانحرفت،

-"হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ﷺ) থেকে হাদিস শুনাব? সাহাবীরা বলল: হ্যাঁ। রাবী বলেন, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন: সেই রাত যেই রাতে প্রিয় নবীজি (ﷺ) আমার কাছে ছিলেন, রাতে তিনি

ঘর থেকে বের হলেন ও পায়ের জুতা মোবারক খুললেন।..... এমনকি জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থানে আসলেন এবং দাঁড়ালেন। অত:পর তাঁর দুই হাঁত মোবারত উঠিয়ে দোয়া করলেন তিন বার। অত:পর তিনি ফিরে আসলেন এবং আমিও ফিরে আসলাম।" (ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৩০১, بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا ; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৫৮৫৫; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৮৮৬১; নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ২০৩৭ ও ৩৯৬৩; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৭১১০; ইমাম তাবারানী: আদ্-দোয়া, হাদিস নং ১২৪৬; জামেউল উছুল, হাদিস নং ৮৬৭০; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ২৬৬০; মুসনাদে জামে, হাদিস নং ১৬৩৯৫; আলবানী কৃত: আহকামুজ জানাইজ, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃ:)।

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থানে প্রতি-নিয়ত যিয়ারতে বের হতেন, যা হজরত মা আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণিত ছহীহ্ মুসলীম এর রেওয়াতে পাওয়া যায়। অতএব, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া স্বয়ং রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত।

হাদিসের আলোকে মহিলাদের কবর যিয়ারত

ইসলামী শরিয়াতের দৃষ্টিতে মুসলীম মহিলাদের কবর যিয়ারত করার বিষয়ে অনুমতি রয়েছে কিন্তু কিছু কঠোর শর্ত সাপেক্ষে। রাসূলে পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে অনেক মহিলারা কবর যিয়ারত করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। মহিলাদের কবর যিয়ারতের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের রেওয়াত গুলো লক্ষ্য করুন, এ সম্পর্কে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ **عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا** قَالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي وَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

-"হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে আমি রাসূল (ﷺ) এর ঘরে (রওজায়) প্রবেশ করতাম সাধারণ কাপড় পরিধান করে এবং বলতাম: ইনি আমার স্বামী ও ইনি আমার পিতা। আর যখন হজরত উমর (রাঃ) কে

সেখানে দাফন করা হল, আল্লাহর কসম! আমি আমার কাপড় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিধান করে সেখানে প্রবেশ করতাম, যেমনটি হজরত উমর (رضي الله عنه) জীবিতকালে করতাম।" (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৫৬৬০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪৪০২; ইমাম আবু বকর খিলাল: আস সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৬৪; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ১৭৭১; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১২৭০৪; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৭৮৬)।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

-"এই হাদিস বুখারী ও মুসলীম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর শর্ত অনুযায়ী ছহীহ্। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪৪০২)

ইমাম হায়ছামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ -"ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইহা বর্ণনা করেছেন, সকল রাবীগণ বিশুদ্ধ।" (ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১২৭০৪)

স্বয়ং নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে صَحِيحٌ ছহীহ্ বলেছেন। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, উম্মুল মু'মেনীন হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) স্বয়ং রাসূল (ﷺ), হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) ও হজরত উমর (رضي الله عنه) এর কবরের কাছে যাইতেন এবং যিয়ারত করতেন। এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ الْعَدْلُ بِالطَّابِرَانِ، ثنا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ**

-"আলী ইবনে হুছাইন তার পিতা হজরত হুছাইন ইবনে আলী (رضي الله عنه) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় প্রত্যেক জুময়ার দিনে ফাতেমা বিনতে রাসূলিল্লাহ (ﷺ) নবীর চাচা আমীর হামজা (رضي الله عنه) এর মাজার যিয়ারত করতেন। তার উপর সালাত আদায় করতেন ও তার কাছে কান্নাকাটি করতেন।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৯৬; ইমাম বায়হাক্বী: সুনান কুবরা, হাদিস নং ৭২০৮)

ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটিকে صحيح ছহীহ্ বলেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিস উল্লেখ করে লিখেছেন: صحيح الإسناد এর সনদ ছহীহ।" (হাফিজ ইবনে হাজার: ইত্তেহাফুল মিহরাত, ২৩৩১৩ নং হাদিস) এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত রয়েছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، **عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ**

-"আছবাগি ইবনে নাবাতা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) এর কন্যা ফাতেমা (رضي الله عنها) হজরত আমীর হামজা (رضي الله عنه) এর মাজারে যিয়ারতে আসতেন।" (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৬৭১৭; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৩৮২১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়) সনদ ছহীহ্।

ইমাম উমর ইবনে শিবাহ বাছরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত ২৬২ হিজরী তদীয় কিতাবে ইহার আরেকটি সনদ উল্লেখ করেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، **عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،**

-"আবী জাফর বলেন, নিশ্চয় ফাতেমা বিনতে রাসূলিল্লাহ (ﷺ) আমীর হামজা (رضي الله عنه) এর মাজার যিয়ারত করতেন।" (ইমাম ইবনে শিবাহ: তারিখে মাদিনা, ১ম খন্ড, ১৩২ পৃ:) যেমন আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ

-"জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতা ইমাম বাকের (رضي الله عنه) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ফাতেমা বিনতে রাসূলিল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক জুময়ার দিন আমীর হামজা (رضي الله عنه) এর মাজার যিয়ারত করতেন।" (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৬৭১৩)

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, স্বয়ং রাসূল (ﷺ) এর কন্যা এবং জান্নাতের মহিলাদের সর্দারনী হজরত ফাতেমা (رضي الله عنها) নিজেই হজরত আমীর হামজা (رضي الله عنه) এর মাজার নির্দিষ্ট করেই প্রতি জুময়ার দিনে যিয়ারত করেছেন। উল্লেখ্য যে, হজরত আমীর হামজা (رضي الله عنه) এর মাজার হল উহুদ পাহাড়ের পাদ্‌দেশে। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখযোগ্য,

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيٍّ قَالَ: فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ، فَدُفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً ... مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

-"আব্দুল্লাহ ইবনে আবী মুলাইকা (رضي الله عنه) বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (رضي الله عنه) হাবশায় ইন্তেকাল করেন। তিনি বলেন: তাঁকে মক্কায় বহন করে আনা হল এবং সেখানেই দাফন করা হল। যখন হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) মক্কায় আসলেন তখন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (رضي الله عنه) মাজারে আসলেন, এবং বললেন:.....।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১০৫৫; মুয়াত্তা মালেক: হাদিস নং ১৪; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৬০১৩; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ৫ম খন্ড, ৪৬৫ পৃ:; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৬৫৩৯; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ৩য় খন্ড, ২২৪ পৃ: হাদিস নং ১১৮১১; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ৩৮২১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)।

কুখ্যাত পথভ্রষ্ট লা-মাজহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী স্বয়ং হাদিসটিকে মেসকাতের তাহকিকে صَحِيحٌ 'ছহীহ্' বলেছেন। সর্বোপরি ইহা 'মুয়াত্তা মালেক' এর হাদিস। আর সকলেই অবগত আছেন, মুয়াত্তা মালেক এর মধ্যে কোন জয়ীফ হাদিস নেই।

পাশাপাশি প্রমাণিত হল, হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) স্বীয় ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (رضي الله عنه) এর মাজার যিয়ারত করার জন্য মদিনা থেকে মক্কায় সফর এবং যিয়ারত করেছেন। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي

-"হজরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) এক মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যিনি কবরের কাছে কাঁদতে ছিলেন। রাসূল (ﷺ) বললেন: আল্লাহকে ভয় কর ও ধৈর্য ধারণ কর।" (ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ১২৫২ ও ১২৮৩; মুসনাদে ইবনে জা'দ, হাদিস নং ১৩৬৮)।

এই হাদিসে স্পষ্ট যে, আল্লাহর নবী (ﷺ) ঐ মহিলাকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি এমনকি কবর যিয়ারতের জন্য ধিক্কারও দেননি, বরং ধৈর্য ধারণ করার জন্য বলেছেন। অতএব, প্রমাণিত হয়, মহিলাদের কবর যিয়ারত করা রাসূল (ﷺ) এর মৌন-সম্মতিক্রমে জায়েয। তবে হানাফী ফেকাহ'র কিতাবে যে সকল শর্ত-শারায়েত রয়েছে ঐ সকল শর্তাবলী অবশ্যই মহিলাদের জন্য পালনীয়।

ফোকাহাদের দৃষ্টিতে মহিলাদের কবর যিয়ারত

ইসলামী শরিয়াতের দৃষ্টিতে কিছু শর্ত সাপেক্ষে মহিলাদের কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে প্রিয় নবীজি (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগেও মহিলারা কবর যিয়ারত করেছেন। তবে তাদের জন্য কিছু সতর্কতা ও হুশিয়ারী রয়েছে। যেমন নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন:-

এ বিষয়ে ইমাম তিরমিজি (رحمه الله) এর অভিমত,

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ.

-"কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন নিশ্চয় ইহা নবী করিম (ﷺ) এর কবর যিয়ারতের অনুমতি দানের পূর্বের। (আর) যখন অনুমতি দান করেছেন

তখন পুরুষ-মহিলা সকলেই এই অনুমতির অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বলেছেন: মহিলাদের কবর যিয়ারত করা মাকরুহ্, তাদের ধৈর্যের কমতি ও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে।" (তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: ২০৩-৪ পৃ:)।

আল্লামা ইবনে নুযাইম মিছরী আল-হানাফী (রহমতুল্লাহি আলায়হি)'র ফাতওয়া,

وَصَرَّحَ فِي الْمُجْتَبَى بِأَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ وَقِيلَ تَحْرُمُ عَلَى النِّسَاءِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لَهُمَا

-"আর সু-স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান রয়েছে যে, কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেছেন: মহিলাদের জন্য হারাম। আর বিশুদ্ধ মত হল নিশ্চয় মহিলাদেরও কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে।" (ফাত্ওয়ায়ে বাহরুর রায়েক্ব, ২য় খন্ড, ২১০ পৃ:)।

আল্লামা শারাম্বালী হানাফী (রহমতুল্লাহি আলায়হি)'র ফাতওয়া,

والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا "على الأصح"

-"অধিক বিশুদ্ধ মত হল, পুরুষের জন্য কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। আর বিশুদ্ধ মতে মহিলাদের কবর যিয়ারতও মুস্তাহাব।" (মারাকিল ফালাহ্, ১ম খন্ড, ২২৯ পৃ:)

হানাফীদের আরেকটি দলিল

এ বিষয়ে হানাফী মাজহাবের আরো উল্লেখযোগ্য দলিল নিচে দেওয়া হল,

وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ مَنْدُوبَةٌ لِلرِّجَالِ وَقِيلَ تَحْرُمُ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لَهُمَا

-"পুরুষ লোকের জন্য যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেছেন: মহিলাদের জন্য হারাম। আর বিশুদ্ধ মত হল নিশ্চয় মহিলাদেরও কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে।" (দুরারুল হিকাম শরহে গুরারুল আহকাম, ১ম খন্ড, ১৬৮ পৃ:)।

আল্লামা তাহতাভী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর ফাতওয়া

এ সম্পর্কে আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল তাহ্তাবী আল-হানাফী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে বলেন,

والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره البدر العيني في شرح البخاري قوله: والسنة زيارتها قائما

-"বিশুদ্ধ মত হল, কবর যিয়ারতের অনুমতি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য রয়েছে। কেননা সায়্যেদা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) প্রতি জুময়াবারে হজরত আমীর হামজা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাজার যিয়ারত করতেন। হজরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) তাঁর ভাই আব্দুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কবর যিয়ারত করেছেন। যেমনটি ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) 'শরহে বুখারী' কিতাবে 'যিয়ারতের জন্য দাঁড়ানো' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।" (হাশিয়াতু তাহ্তাবী আলা মারাকিল ফালাহ্, ১ম খন্ড, ৬১০ পৃ:)।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহমতুল্লাহি আলায়হি)'এর ফাতওয়া

وَقِيلَ: تَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ. وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لَهُنَّ

-"কেউ কেউ বলেন: মহিলাদের কবর যিয়ারত হারাম। তবে বিশুদ্ধ মত হল, মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে।" (ফাত্ওয়ায়ে শামী, ২য় খন্ড, ২৪২ পৃ:)।

আল্লামা আব্দুর রহমান জাযরী (রহমতুল্লাহি আলায়হি)'র ফাতওয়া

وكما تندب زيارة القبور للرجال تندب أيضاً للنساء العجائز اللاتي لا يخشى منهن الفتنة

-"পুরুষ লোকের যেমনি কবর যিয়ারত মুস্তাহাব তেমনি বৃদ্ধা রমনীদের জন্যও কবর যিয়ারত মুস্তাহাব, যখন তাদের থেকে ফেতনার আশংকা না হবে।" (কিতাবুল ফিকহু আলা মাজাহিবিল আরবা, ১ম খন্ড, ৪৯১ পৃ:)।

ইমাম তক্বীউদ্দিন সুবকী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর ফাতওয়া

قال السبكي: ولهذا أقول: إنه لا فرق في زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم بين الرجال والنساء،

-"ইমাম সুবকী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: এজন্যেই আমি বলি রাসূলে পাক (ﷺ) এর যিয়ারতের জন্য নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই।" (আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ২য় জিল্‌দ, ২১৫ পৃ:)

শারিহে বুখারী ইমাম কাস্তালানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি)'র ফাতওয়া

لا فرق فى زيارته صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء،

-"নবী করিম (ﷺ) এর রওজা শরীফের যিয়ারতের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের যিয়ারতের কোন পার্থক্য নেই।" (ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ২১৫ পৃ:)

অতএব, পুরুষ লোকের মত মহিলাদেরও কবর যিয়ারত মোস্তাহাব, তবে মহিলাদের কবর যিয়ারতের জন্য কিছু শতর্কতা অবলম্বণ করতে হবে। যেমন অধৈর্যের কারণে বিলাপ করা যাবেনা, নিজের গায়ে আঘাত করা যাবেনা, জাহেলী যুগের মত কোন কাজ করা যাবেনা, নারী-পুরুষ এক সাথে এক স্থান থেকে যিয়ারত করা যাবেনা। এক কথায় কোন ধরণের ফেতনার আশংকা থাকলে মহিলারা কবর যিয়ারত থেকে বিরত থাকবেন। যদি ফেতনার আশংকা না থাকে এবং মহিলাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে তাহলে তারা শরিয়াত সম্মতভাবে যিয়ারত করবে, ইহা'ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর চুড়ান্ত ফাত্ওয়া।

তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর জায়েয কিনা

হাদিস শরীফে আছে,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

-"তিন মসজিদ ব্যতীত সফর করবেনা, মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ ও মসজিদে আকছা।" এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সফর করা নিষেধ, তাই মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও নিষিদ্ধ হবে।

জবাব ঃ এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, مُطْلَقًا মত্লকান বা শর্তহীন ভাবে এই তিন মসজিদ ব্যতীত বাকী সকল সফর নিষিদ্ধ। আসলে কি তাই? যদি মত্লকান সকল সফর নিষিদ্ধ হয় তাহলে শুধু মাজার যিয়ারত নিষিদ্ধ হবে কেন? مُطْلَقًا মত্লকান সকল সফর'ই নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ। মূলত ইহা হাদিসের মূল ভাবার্থ নয়, কারণ উক্ত হাদিসটির তারকীবের প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে إِلَّا (ইল্লা) হরফে ইস্তেসনা, ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (ছালাছাতি মাসাজিদ) হল 'মুস্তাসনা'। কিন্তু 'মুস্তাসনায়ে মিনহু' উহ্য বা গোপন রয়েছে। এ জাতিয় মুস্তাসনাকে 'মুস্তাসনায়ে মুফার্‌রাগ' বলা হয়।
যদি 'মুস্তাসনা' এবং 'মুস্তাসনায়ে মিনহু' এক জাতিয় হয়, তাহলে এ জাতিয় মুস্তাসনাকে 'মুস্তাসনায়ে মুত্তাছিল' বলা হয়। আর যদি উভয়ই এক জাতিয় না হয়, তাহলে এ জাতিয় মুস্তাসনাকে 'মুস্তাসনায়ে মুনকাতে' বলা হয়। এই হাদিসে উহ্য 'মুস্তাসনায়ে মিনহু' বিষয়ে সকল মুহাদ্দেছিনে কেরাম বলেছেন সেটা হল مَسَاجِد 'মাসাজিদ'। অর্থাৎ 'মুস্তাসনা' এবং 'মুস্তাসনায়ে মিনহু' এক জাতিয়।

যেমন ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত ৮৫৫ হিজরী} বলেন:

فههنا تَقْدِيره لَا تشد إِلَى مَسْجِد إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة

-"ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করবেনা।" (ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৭ম খন্ড, ২৫৩ পৃ:)।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত ৮৫২ হিজরী} বলেন-

هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأتي قوله

-"এখানে নির্দিষ্ট জায়গা হচ্ছে মসজিদ, যেমনটি ঐ হাদিসে এসেছে।" (ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৩য় খন্ড, ৬৪ পৃ:)।

এ সম্পর্কে ইমাম কাস্তালানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত ৯২৩ হিজরী} বলেছেন,

هنا الموضع المخصوص، وهو المسجد كما تقدم تقديره

-"এখানে নির্দিষ্ট স্থান হচ্ছে মসজিদ, যেমনটি পূর্বে আলোচনা করেছি।" (ইমাম কাস্তালানী: এরশাদুছ ছারী শরহে বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৪৮ পৃ:)।

অতএব, 'মুস্তাসনায়ে মিনহু' হল مَسَاجِدَ 'মসাজিদ'। তাই তারকিবের কায়দায় ইহা 'মুস্তাসনায়ে মুত্তাছিল' হবে। ফলে হাদিসের অর্থ হবে: তোমরা তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করনা। অর্থাৎ এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে অধিক সওয়াবের নিয়তে সফর করা যাবেনা। এছাড়া অন্য কোন স্থান এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবেনা।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত ৬৭৬ হিজরী} ও আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত ১০১৪ হিজরী} বলেন,

وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَحْرُمُ شَدُّ الرَّحْلِ إِلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ غَلَطٌ، وَفِي الْإِحْيَاءِ: ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الرِّحْلَةِ لِزِيَارَةِ الْمَشَاهِدِ وَقُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَمَا تَبَيَّنَ فِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ، بَلِ الزِّيَارَةُ مَأْمُورٌ بِهَا لِخَبَرِ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا . وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا وَرَدَ نَهْيًا عَنِ الشَّدِّ لِغَيْرِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِتَمَاثُلِهَا،

-"ইমাম নববী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর শরহে মুসলীমে রয়েছে: আবু মুহাম্মদ বলেছেন: এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় সফর হারাম, আর ইহা ভুল ফাতওয়া। 'এহইয়া' কিতাবে রয়েছে, কতেক আলিম বরকতময় স্থান ও উলামায়ে কেরামের মাজার যিয়ারত নিষেধ করেন। কিন্তু আমি যা বিশ্লেষণ করে পেয়েছি তা এরূপ নয়। বরং কবর যিয়ারতের নির্দেশ রয়েছে। হাদিস শরীফে আছে: 'ইতিপূর্বে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছি এখন থেকে কবর যিয়ারত কর'। এই তিন মসজিদ ব্যতীত সকল মসজিদে সফর নিষেধ করা

হয়েছে কারণ সকল মসজিদ ফজিলতের দিকে সমান।" (ইমাম নববী: আল-মিনহাজ শরহে মুসলীম, ৯ম খন্ড, ১৬৮ পৃ: ৩৪৫০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ২য় খন্ড, ৩৭১ পৃ: ৬৯৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; মেসকাত শরীফ, ৬৮ পৃ: হাশিয়া)।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন,

لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ أَئِمَّتِنَا، وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَّا لِزِيَارَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ الرِّحْلَةِ لِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ. وَرَدَّهُ الْغَزَالِيُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ، فَإِنَّ مَا عَدَا تِلْكَ الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ مُسْتَوِيَةٌ فِي الْفَضْلِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الرِّحْلَةِ إِلَيْهَا. وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَإِنَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَنَفْعُ الزَّائِرِينَ بِحَسَبِ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ.

-"কবর যিয়ারত নিষেধ করেছেন এরূপ কোন সু-স্পষ্ট দলিল আমাদের মাশায়েখগণের কাছে দেখিনি। শাফেয়ী মাজহাবের সামান্য কিছু লোক তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় সফর নিষিদ্ধতার হাদিসের উপর অনুমান করে ইহা নিষেধ করে থাকেন, তবে রাসূল (ﷺ) এর যিয়ারত ব্যতীত। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এই মত খণ্ডন করেছেন। কেননা এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ ফজিলতের দিকে মর্যাদা সম্পন্ন নয়, তাই এরূপ মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা ফায়দাহীন। আর আউলিয়ায়ে কেরাম নৈকট্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকটবর্তী। ফলে যিয়ারতকারীরা তাঁদের ভেদ ও তাত্ত্বিকতার মাধ্যমে উপকৃত হন।" (ফাত্ওয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, ১৫১ পৃ:)।

অতএব, এই তিন মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে সফর না করার বিশেষ কারণ রয়েছে। এই তিন মসজিদে বিশেষ সওয়াবের কথা হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বাকী সকল মসজিদে এক সমান সওয়াব, সে যত বড়ই জামাত হোক। যেমন এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে আছে,

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال: حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:...

وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْكَعْبَةِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ

-"হজরত আনাস ইবনে মালেক (ﷺ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: মসজিদে আকছায় এক রাকাত নামাজ ৫০ হাজার রাকাতের সমান, মসজিদে কাবায় এক রাকাতে ১ লক্ষ রাকাতের সমান এবং আমার মসজিদে এক রাকাতে ৫০ হাজার রাকাতের সমান।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৪১৩; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৭০০৮; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৭৫২)।

এর সনদে أبو الخطاب الدمشقي 'আবুল খাত্তাব দামেস্কী' নামক রাবী রয়েছে, তার মূল নাম হল حماد 'হাম্মাদ'। কুখ্যাত লা-মাজহাবীরা এই রাবীকে 'মজহুল' বা অপরিচিত রাবী বলার অপচেষ্টা করে। অথচ ইমামগণ তার ব্যাপারে কি বলেছেন লক্ষ্য করুন-

حكي عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به وذكره ابن حبان في (الثقات)

-"ইমাম আবু যুরাআ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।" (আলবানী কৃত: আছ-ছামারু মুস্তাতাব, ২য় খন্ড, ৫৮০ পৃ:)।

আল্লামা ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

قول الذهبي في الميزان: ليس بالمشهور

-"ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর মিযান গ্রন্থে বলেন: সে সু-পরিচিত রাবী নয়।" (ইমাম যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল)

আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: غير معروف -"সে সু-পরিচিত নয়।" (ইমাম আসকালানী: লিছানুল মিযান, রাবী নং ৩২৫৭)।

ইমামগণের কেউ তার ব্যাপারে যঈফ কিংবা মাতরুক তথা পরিত্যাজ্য বলেননি, বরং দুই একজন ইমাম বলেছেন 'সে সু-পরিচিত ব্যক্তি নয়'। তবে ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম আবু যুরাআ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাদিস গ্রহণ করার জন্য এরূপ বক্তব্য'ই যথেষ্ঠ। সুতরাং এই হাদিস হচ্ছে ঐ তিন মসজিদের মর্যাদার জন্য বর্ণিত, এছাড়া

অন্য কোন স্থানে সফর নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে নয়। কেননা স্বয়ং আল্লাহর হাবীব (ﷺ) তিন মসজিদ ছাড়াও অন্য অনেক স্থানে সফর করেছেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

-"হজরত ইবনে উমর (ﷺ) বলেন, আল্লাহর নবী (ﷺ) প্রতি শনিবারে মসজিদে কোবায় বাহনে আরোহন করে আসতেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) এরূপ আমল করতেন।" (ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ১১৯৩; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৩৪৫৬; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ১৯৪৯; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৫১৯৯ ও ৫২১৮; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ১৬২৯; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে ছগীর, হাদিস নং ১৭৭৫; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১০২৯২)।

বলুন! তিন মসজিদ ব্যতীত যদি অন্য স্থানে সফর করা নিষিদ্ধ হয় তাহলে মসজিদে কোবায় সফর করা জায়েয হয় কিভাবে। অথচ স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে কোবায় প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে সফর করতেন।

যেমন এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত ৬৭৬ হিজরী} আরো বলেন,

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال اليها لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لَا فَضِيلَةَ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهَا

-"এই হাদিস তিন মসজিদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ঐ তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের বিষয়ে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ঐ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদে সফর করাতে আলাদা কোন ফজিলত নেই।" (ইমাম নববী: আল-মিনহাজ শরহে মুসলীম, ৯ম খন্ড, ১৬৮ পৃ: ৩৪৫০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)।

সর্বোপরি পবিত্র কোরআন দ্বারা ঐ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য অনেক সফর প্রমাণিত আছে। যেমন নিচের আয়াত গুলো লক্ষ্য করুন:

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

-"কুরাইশদের আশক্তি আছে, শীত ও গ্রীষ্মকালে সফরের।" (সূরা কুরাইশ: ১-২নং আয়াত)।

এই আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সফর প্রমাণিত হয়। এছাড়াও পবিত্র কোরআনের আরেক আয়াতে আছে,

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ

-"যারা আল্লাহ ও রাসূলে জন্য সফর করে মুহাজির হয়, অত:পর তার মৃত্যু হয়, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে অবধারিত।" (সূরা নিসা: ১০০ নং আয়াত)।

এই আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিচিত্তে সকল সফরকে প্রমাণিত করে। এছাড়াও আরেক আয়োতে আছে,

وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً

-"যখন মূসা তাঁর খাদিমকে বললেন, আমি ততক্ষন পর্যন্ত ক্ষান্ত হবনা যতক্ষন না ঐ স্থানে পৌছব, যেথায় দু'টি নদীর মিলনস্থল।" (সূরা কাহাফ: ৬ নং আয়াত)।

এই আয়াতে ইলিম অর্জনের জন্য সফর প্রমাণিত হয়। কারণ হজরত মূসা (ﷺ) ইলমে লাদুন্নী অর্জনের জন্য ঐ সফর করেছিলেন। এছাড়াও আরেক আয়াতে আছে-

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

-"আমার এই জামা নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রাখ, ফলে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে এবং তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার কাছে নিয়ে আস।" (সূরা ইউছুফ: ৯৩ নং আয়াত)।

এই আয়াতে কোন রোগের শিফা হিসেবে আরোগ্যের দ্রব্য নিয়ে সফর প্রমাণিত হয়। পাশাপাশি খাদ্যের জন্য কেনান থেকে মিশর পর্যন্ত সফর প্রমাণিত হয়। এছাড়াও আরেক আয়াতে আছে,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

-"বলুন! সারা পৃথিবীতে সফর কর, এবং দেখ মুজরেমিনদের অবস্থা কি হয়েছিল।" (সূরা নামল: ৬৯ নং আয়াত)।

আরেক আয়াতে আছে,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

-"বলুন! সারা পৃথিবীতে সফর কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন।... (সূরা আনকাবুত: ২০ নং আয়াত)।

অতএব, তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা নিষেধ নয়, বরং এই তিন মসজিদে অধিক সওয়াবের আশায় সফর করা জায়েয, এছাড়া অন্য কোন মসজিদে অধিক সওয়াবের আশায় সফর করা হারাম। তাছাড়া প্রয়োজনে সারা পৃথিবীতে সফর করার অনুমতি রয়েছে। বিশেষ করে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও বুযূর্গানে দ্বীন সকলেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন।

মাজারের কাছে যাওয়া ও দোয়া করার বৈধতা

মাজারের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে যাওয়া ও দোয়া করা ইসলামে সম্পূর্ণ বৈধ ও জায়েয। পবিত্র কোরআন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) সমর্থন ও সাহাবীদের যুগে এরূপ আমল প্রচলিত ছিল, যা একাধিক রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। নিচে দলিল সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:- পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً

-"তাঁরা যে কাজে (ইবাদতে) নিয়োজিত ছিল তাঁদের সেই স্মৃতির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মান করবে।" (সূরা কাহাফ: ২১ নং আয়াত)।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, নেক বান্দাহ্গণের মাজারের পাশে মসজিদ নির্মান করা পবিত্র কোরআনের শিক্ষা। কারণ 'আসহাবে কাহাফ' যেখানে শায়িত ছিলেন ঐ স্থানের পাশেই মসজিদ নির্মান করা হয়েছিল। যারা মসজিদ নির্মান করেছিল তাঁরাও ইমানদার ছিলেন। মাজারের পাশে মসজিদ তৈরী কেন হয়েছিল এর জবাবে এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছে-

يصلى فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم

(ইউছাল্লি ফিহিল মুসলিমুন ওয়া ইয়াতাবার্‌রাকুনা বি'মাকানিহিম)

-"লোকজন সেখানে (মসজিদে) নামাজ আদায় করবে ও তাঁদের সে স্থান তথা মাজার থেকে বরকত লাভ করবেন।" (তাফছিরে জামখসারী, ২য় খন্ড, ৭৭১ পৃ:; তাফছিরে নাছাফী, ২য় খন্ড, ২৯৩ পৃ:; তাফছিরে নিছাপুরী, ৪র্থ খন্ড, ৪১১ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২৩২ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৩ পৃ:)

সুতরাং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ্ গণের মাজারের কাছে (মসজিদে) নামাজ আদায় করা এবং মাজারের কাছে গিয়ে যিয়ারতের মাধ্যমে বরকত হাছিল করা সম্পূর্ণ জায়েয ও কোরআন সম্মত। এই সুবাধেই ইমামগণ একে অপরের মাজার যিয়ারত করতেন ও তাদের উছিলায় বরকত হাছিল করতেন। এ সম্পর্কে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ [تعليق المحقق] رجاله ثقات

-"আবু জাওযাই আউছ ইবনে আব্দুল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেন, একদা মদিনায় কঠিন অনাবৃষ্টি দেখা দিল। ফলে লোকেরা মা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে গেল এবং আয়েশা (রাঃ) বললেন: তোমরা রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারকের উপরের ছাদ উন্মুক্ত কর যেন রওজা পাক ও আসমানের মাঝে কোন বাধা না থাকে। অত:পর লোকেরা এরূপই করল। অত:পর বৃষ্টি শুরু হল ও উদ্ভিদ জন্মালো ফলে উটগুলো এমন তাজা হল যে চর্বিতে ভরপুর হয়ে গেল।" (সুনানে দারেমী, হাদিস নং ৯৩; ইমাম আসকালানী: ইত্তেহাফু মিহরাত, হাদিস নং ২১৬০৬; মেসকাত শরীফ, ৫৪৬ পৃ: হাদিস নং ৫৯৫০; ইমাম কাস্তালানী:

মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ২৭৬ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১তম খন্ড, ৯৫ পৃ:; নশরুত্বিব)

এই হাদিসের সনদে 'আবু নুমান' নামক একজন রাবী রয়েছে, তার মূল নাম হল محمد بن الفضل 'মুহাম্মদ ইবনে ফাদ্বল' যার আরেক নাম হলো 'আরম ইবনে ফাদ্বল'। যার ব্যাপারে নাছিরুদ্দিন আলবানী আপত্তি তুলে হাদিসটিকে জয়ীফ বলার অপচেষ্টা করেছেন। অথচ সে একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। যেমন তার ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য লক্ষ্য করুন:-

وقال الذهلي وكان ثقة -"ইমাম যাহলী (রহঃ) বলেছেন: সে বিশ্বস্ত।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৬৫৯)

وقال العجلي بصري ثقة رجل صالح -"ইমাম আজলী (রহঃ) বলেন: বাছরী বিশ্বস্ত ও নেক বান্দাহ।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৬৫৯)

قال ابن وارة: حدثنا عارم بن الفضل الصدوق الأمين.

-"ইমাম ইবনে ওয়ারা (রহঃ) বলেন, আরম ইবনে ফাদ্বল হাদিস বর্ণনা করেছেন, সে সত্যবাদী নির্ভরযোগ্য ইমাম।" (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৩৯৫)

অতএব, আবু নুমান মুহাম্মদ ইবনে ফাদ্বল এর রেওয়াত অবশ্যই ছহীহ্ হওয়ারযোগ্য।

এর সনদে আরেকজন রাবী سعيد بن زيد بن دِرْهم 'সাঈদ ইবনে জায়েদ ইবনে দিরহাম' নামে রয়েছে যার ব্যাপারেও নাছিরুদ্দিন আলবানী ধোকাবাজী করে জয়ীফ বলা অপচেষ্টা করেছেন। অথচ ইমামগণের অভিমত লক্ষ্য করুন:-

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس به بأس -"আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন,: তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১)

وقال الدوري عن ابن معين ثقة -"আব্বাস দাওরী হজরত ইবন মাঈন (রহঃ) হতে বলেন: সে বিশ্বস্ত।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১)

وقال ابن سعد روى عنه وكان ثقة -"ইবনে সাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, তার থেকে হাদিস বর্ণনা করি আর সে বিশ্বস্ত।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১)

وقال العجلي بصري ثقة -"ইমাম আজলী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: বাছরী বিশ্বস্ত।' (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১)

وقال أبو زرعة سمعت سليمان بن حرب يقول ثنا سعيد بن زيد وكان ثقة

-"ইমাম আবু যুরাআ বলেন, আমি সুলাইমান ইবনে হারব কে বলতে শুনেছি যে, সাঈদ ইবনে জায়েদ হাদিস বর্ণনা করেছেন আর সে বিশ্বস্ত।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১)

وقال أبو جعفر الدارمي ثنا حبان بن هلال ثنا سعيد بن زيد وكان حافظا صدوقا

-"আবু জাফর দারেমী বলেন, হাব্বান ইবনে হিলাল হাদিস বর্ণনা করেছেন ও সাঈদ ইবনে জায়েদ হাদিস বর্ণনা করেছেন, আর সে বড় ধরণের সত্যবাদী হাফিজ।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১)

وخرج أبو عوانة حديثه في صحيحه، وكذلك الحاكم، وحسنه أبو علي الطوسي.

-"ইমাম আবু আওয়ানাহ তার থেকে ছহীহ্ গ্রন্থে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম হাকেম। ইমাম আবু আলী তুশী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে হাছান বলেছেন।" (ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১৯৪৯)

وفي كتاب ابن الجوزي: وثقه البخاري، -"ইবনে জাওযীর কিতাবে আছে, ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।" (ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১৯৪৯)

وذكره ابن خلفون في الثقات -"ইবনে খালিফুন তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।" (ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১৯৪৯)

তাই سعيد بن زيد 'সাঈদ ইবনে জায়েদ' এর রেওয়াত কোন মতেই জয়ীফ হতে পারেনা। নজদীর বাহিনীরা অনেক ক্ষেত্রে তাল-গোল পাকিয়ে সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে গোলা পানিতে মাছ স্বীকার করার চেষ্টা করেন। সুতরাং এই হাদিস হাছান-ছহীহ্। এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আকাশ থেকে বৃষ্টি পাওয়ার অন্যতম উছিলা হল আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর পবিত্র রওজা

মোবারক। যার কারণে সকল সাহাবীগণ প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর রওজা মুবারকের কাছে গেলেন। এ বিষয়ে আরেকটি ছহীহ্ হাদিস উল্লেখযোগ্য,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ: نَعَمْ، جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ

-"দাউদ ইবনে আবী ছালেহ বলেন, একদিন প্রসিদ্ধ মুনাফেক মারওয়ান দেখতে পেল এক ব্যক্তি নবী পাক (ﷺ) এর কবর শরীফে চেহারা রেখে বসে আছে আছেন। অত:পর মারওয়ান বলতে লাগল, তুমি যান কি করছ? ফলে লোকটি তার দিকে চেহারা ঘুরালেন এবং দেখলে তিনি হজরত আবু আইয়ুব আনছারী (রা.)! । তিনি বললেন: হ্যাঁ আমি জানি কি করছি, আমি কোন পাথরের কাছে আসিনি বরং আমি আমার রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসেছি।" (সুবহানাল্লাহ) (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৩৫৮৫; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৮৫৭১; হাফিজ ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াল মাসানিদ, হাদিস নং ১১৩৫০; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৫৮৪৫)

ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন হাদিসটি صَحِيحٌ ছহীহ্। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৮৫৭১)

ইমাম হায়ছামী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর দৃষ্টিতেও হাদিসটি صَحِيحٌ ছহীহ্। এই হাদিসের রাবী 'আব্দুল মালেক ইবনে আমের কাইছি' কে ইমাম আবু হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) صدوق সত্যবাদী বলেছেন। ইমাম নাসাঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে ثقة বিশ্বস্ত বলেছেন। (ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৩৫৪৫)

ইমাম ইবনে সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে ثقة বিশ্বস্ত বলেছেন। (ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৩৩৫৪)

ইমাম ইবনে হিব্বান, ইবনে খালিফুন ও ইমাম ইবনে শাহিন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে ثقة বিশ্বস্ত বলেছেন। (ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৩৩৫৪)

দ্বিতীয় রাবী 'কাছির ইবনে জায়েদ আসলামী' কে ইমাম ইবনে মাঈন (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ثقة বিশ্বস্ত বলেছেন। ইমাম ইবনে মাদিনী ও ইমাম যুরাআ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে নির্ভরযোগ্য ও লীন বলেছেন। ইমাম ইবনে আদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: আমি তার বর্ণিত হাদিসের মধ্যে অসুবিধা দেখিনা। (ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ৬৯৩৮)

ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন: তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই। (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৩০৯)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আম্মার মাওছিলী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে ثقة বিশ্বস্ত বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৯৪১)

তৃতীয়ত 'দাউদ ইবনে আবী ছালেহ হেযাযী' সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: مقبول সে গ্রহণযোগ্য। (ইমাম আসকালানী: তাকরীবুত তাহজিব, রাবী নং ১৭৯২)

অতএব, সামগ্রিক বিচারে হাদিসটি ছহীহ্ হওয়াতে কোন বাধা নেই। এই হাদিস থেকে স্পষ্ট করেই প্রমাণিত হয় সাহাবীরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর রওজা পাকের বিভিন্ন সময়ে যাইতেন। আর সেটা মুনাফেকদের কাছে অপছন্দনীয় ছিল। কারণ মুনাফেক মারওয়ানের কাছে সেটা অপছন্দনীয় আর নবীর মেজবান ও বিখ্যাত সাহাবী হজরত আবু আইয়ুব আনছারী (رضي الله عنه) এর কাছে সেটা এবাদত ছিল। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَالِكٍ الدَّارِ، قَالَ: وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: انت عمر فأقرته منى السلام وأخبره أنكم مسقون

-"হজরত উমর (رضي الله عنه) এর কৃতদাস হজরত মালেক আদ্-দারী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, হজরত উমর (রাঃ) এর যুগে লোকেরা অনাবৃষ্টিতে পতিত হল।

অত:পর একজন লোক নবী করিম (ﷺ) এর রওজা পাকের কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন, কেননা তাঁরা ধংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর স্বপ্নে এসে বললেন: হজরত উমরের কাছে আমার সালাম পৌছাবে এবং তাঁকে সংবাদ পৌছাবে যে, বৃষ্টি দেওয়া হবে।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩২০০২; হাফিজ ইবনে কাছির: মুসনাদে ফারুক, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ২৩৫৩৫; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ২৮২০৯; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়াত, ৭ম খন্ড, ৪৭ পৃ:; আলবানী: রওদ্বাতুল মোহাদ্দেসীন, হাদিস নং ৪৪০; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ২য় খন্ড, ৪৯৫ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৯৯ পৃ:; আলবানী: তাওয়াচ্ছালু আনওয়াইহি ওয়া আহকামিহী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ২৭৬ পৃ:; আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ৪র্থ জি: ২২৩ পৃ:; শরহে যুরকানী, ১১তম খন্ড, ১৫০ পৃ:)

আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর সনদ সম্পর্কে বলেন إسناده صحيح -"এর সনদ ছহীহ্।" (ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ২য় খন্ড, ৪৯৫ পৃ:)

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে কাছির (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন: هذا اسناد جيد قوى -"এই সনদটি অতি উত্তম ও শক্তিশালী।" (হাফিজ ইবনে কাছির: মুসনাদে ফারুক, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃ:) নাছিরুদ্দিন আলবানী তার কিতাবে হাদিসটি এভাবে শুরু করেছেন:

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح -"ইবনে আবী শায়বাহ ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।" (তাওয়াচ্ছালু আনওয়াইহি ওয়া আহকামিহী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃ:)।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলে পাক (ﷺ) ওফাতের পরেও উম্মতের বৃষ্টি প্রাপ্তির উছিলা। বড় ধরণের কোন সমস্যা হলে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে পাক (ﷺ) এর রওজা পাকে যাইতেন ও প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে নালিশ আকারে পেশ করতেন। আফছুছ! একদল গন্ড মূর্খ আছে তারা বলে বেড়ায়, সাহাবীরা কোন সমস্যায় পড়লে নবীজির রওজা পাকের কাছে যাইতেন না। (নাউজুবিল্লাহ)

এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ الْعَدْلُ بِالطَّابَرَانِ، ثنا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ

-"আলী ইবনে হুছাইন তার পিতা হজরত হুছাইন ইবনে আলী (ﷺ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় প্রত্যেক জুময়ার দিনে ফাতেমা বিনতে রাসূলিল্লাহ (ﷺ) নবীর চাচা আমীর হামজা (ﷺ) এর মাজার যিয়ারত করতেন। তার উপর সালাত আদায় করতেন ও তার কাছে কান্নাকাটি করতেন।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৯৬; ইমাম বায়হাক্বী: সুনান কুবরা, হাদিস নং ৭২০৮)

ইমাম হাকেম (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে ছহীহ্ বলেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই হাদিস উল্লেখ করে লিখেছেন: صحيح الإسناد এর সনদ ছহীহ।" (হাফিজ ইবনে হাজার: ইত্তেহাফুল মিহরাত, ২৩৩১৩ নং হাদিস)

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় হজরত ফাতেমা (ﷺ) হজরত আমীর হামযা (ﷺ) এর মাজারের কাছে যাইতেন বসতেন ও তার মাজারের কাছে বসে কাঁদতেন। এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

رَوَى أَبُو صَادِقٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَدِمَ علينا أعرابي بعد ما دَفَنَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَرَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَثَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تُرَابِهِ، فَقَالَ: قُلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ، وَوَعَيْتَ عَنِ اللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) الْآيَةَ، وَقَدْ ظَلَمْتُ نفسي وجئتك تَسْتَغْفِرُ لِي. فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ.

-"হজরত আলী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (ﷺ) ওফাতের ৩দিন পরে এক আরাবী লোক নবী পাকের রওজা শরীফের কাছে আসলেন ও সে নিজেকে রাসূল (ﷺ) এর রওজার পাশে হাপুর করে বসলেন এবং নবী (ﷺ) রওজার মাটি দ্বারা তার মাথায় ঘষালেন। সে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ থেকে বুঝেছেন আমরা আপনা থেকে বুঝেছি, আপনার উপর নাজিল হয়েছে: "অলাউ আন্নাহুম ইজ জালামু আনফুছাহুম জাওকা....." আমি আমার নফছের উপর জুলুম করেছি এবং আপনার কাছেই এসেছি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন ইয়ালাল্লাহ। অত:পর রওজা শরীফ থেকে আওয়াজ আসল, তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" (তাফছিরে কুরতবী, ৫ম খন্ড, ২৩৩ পৃ:; তারিখে ইবনে আসাকির, তাফছিরে রুহুল বয়ান, ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ১৫১৭ পৃ: শাব্দিক ব্যবধানে; নশরুত্বিব)।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, ওফাতের পরেও রাসূলে পাক (ﷺ) রওজা পাক থেকে উম্মতের গোনাহ্ মাফের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন। সুতরাং তিনি ইন্তিকালের পরেও উম্মতের গোনাহ্ মাফের অন্যতম উছিলা। এমনকি রাসূলে পাক (ﷺ) পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেও ক্ষমা প্রাপ্তির উছিলা ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারের কাছে দোয়া,

إِنِّي لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَجِيءُ إِلَى قَبْرِهِ، فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلْتُ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ قَبْرِهِ فَتُقْضَى سَرِيعًا.

-"নিশ্চয় আমি আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর দ্বারা বরকত হাছিল করি এবং তাঁর কবরের কাছে যাই। যখন আমার কোন হাজত বা সমস্যা দেখা দেয় তখন দুই রাকাত নামাজ আদায় করি এবং ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, ফলে আমার হাজর দ্রুত সমাধান হয়ে যেত।" (ইবনে আবেদীন: ফাত্ওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, ১৪৯ পৃ:)।

সনদ সহকারে খতিবে বাগদাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় তারিখের কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْد الله الحسين بْن عَلِيّ بْن مُحَمَّد الصيمري، قَالَ: أخبرنا عُمَر بْن إِبْرَاهِيمَ المقرئ، قَالَ: حَدَّثَنَا مكرم بْن أَحْمَد، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَر بْن إسحاق بْن

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن ميمون، قَالَ: سمعت الشافعي، يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إِلَى قبره في كل يوم، يَعْنِي زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين، وجئت إِلَى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى.

-"আলী ইবনে মাইমুন বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি অবশ্যই ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর উছিলায় বরকত হাছিল করতাম এবং তার মাজারে প্রতিদিন যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আসতাম। আমার যখন কোন হাজত থাকত তখন দুই রাকাত নামাজ আদায় করতাম এবং তার মাজারের কাছে যাইতাম ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম। ফলে আমার হাজত বা চাহিদা দ্রুত পূরণ হয়ে যেত।" (খতিবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, ৪৪৫ পৃ:)

অতএব, হানাফী মাজহাব মোতাবেক কবর যিয়ারত করা ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা উভয়ই মোস্তাহাব সুন্নাত। শাফেয়ী মাজহাকে কিয়দাংশ লোক এর বিরুদীতা করলেও ইমাম গাজ্জালী শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইহা রদ বা খন্ডন করেছেন। সর্বোপরি ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) সুদুর ফিলিস্থিন থেকে ইরাকের কূফায় ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসতেন, তাই শাফেয়ী মাজহাবের ইমামের আমলের দিকে লক্ষ্য করলে আর কোন বিতর্ক থাকেনা। তাই সর্ব-সম্মতিক্রমে কবর যিয়ারত করা ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা উভয় মোস্তাহাব সুন্নাত।

ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারের কাছে দোয়া,

قُحِطَ المطر عندنا بسَمَرْقَنْد فِي بعض الأعوام، فاستسقى النّاس مرارًا، فلم يُسْقوا، فأتي رجلٌ صالح معروف بالصّلَاح إلى قاضي سَمَرْقند فقال له: إني رأيت رأياً أعرضه عليك. قال: وما هو؟ قال: أرى أن تخرج ويخرج النّاس معك إلى قبر الْإِمَام محمد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ ونستسقي عنده، فعسى

الله أنْ يسقينا. فقال القاضي: نِعَم ما رَأَيْت. فخرج القاضي والنّاس معَه، واستسقى القاضي بالنّاس وبكى النّاسُ عند القبر وتشفَّعوا بصاحبه، فأرسل الله تعالي السَّماء بماء عظيم غزير، أقام النّاس من أجله بخرتنك سبعة أيّام أو نحوها، لَا يستطيع أحدٌ الوصول إلى سَمَرْقند من كَثْرة المطر وغزارته. وبين سَمَرْقند وخَرتنك نحو ثلَاثة أميال.

-"সমরকান্দ শহরে কয়েক বছর যাবৎ বৃষ্টির অভাব দেখা দিল। লোকেরা একাধিকবার বৃষ্টির নামাজ পড়লো কিন্তু বৃষ্টি হলনা। অত:পর ছিলাহ নামে প্রসিদ্ধ এক নেককার ব্যক্তি কাজীর দরবারে আসল বলল, আমি একটি ভাল সপ্ন দেখেছি যা আপনার কাছে বর্ণনা করতে চাই। কাজী বলল: বলো। লোকটি বলল: আমি সপ্নে দেখলাম আমি ও লোকেরা আপনার সাথে ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর কবরের দিকে বের হয়েছি এবং তার মাজারের কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অত:পর আল্লাহ পাক অচিরেই বৃষ্টি প্রদান করলেন। কাজী বলল: তুমি উত্তম সপ্ন দেখেছ। অত:পর কাজী বের হল ও লোকের তার সাথে বের হল এবং ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারের পাশে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন ও আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। ফলে আল্লাহ তা'লা আসমান থেকে প্রচুর পরিমানে বৃষ্টি বর্ষন করলেন। লোকেরা ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারের কাছে ৭ দিন কিংবা অনুরূপ সসময় অবস্থান করল এবং একজন লোকও সমরকন্দ শহরে যেতে পারল না। অথচ সেখান থেকে সমরকন্দ শহর মাত্র ৩ মাইল দূরত্ব ছিল।" (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪০ পৃ: ইমাম বুখারীর জিবনীতে; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আলামিন নুবালা, ১২তম খন্ড, ৪৬৯ পৃ: ইমাম বুখারীর আলোচনায়; ইমাম সুবকী: তাবকাতুশ শাফেইয়্যা, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃ:)

উল্লেখিত দালায়েলের আলোকে প্রমাণিত হয়, মাজারের কাছে যাওয়া ও বিভিন্ন প্রয়োজনে মাজারবাসীকে উসিলা করে দোয়া করা সরাসরি ছহীহ্ হাদিস সমর্থিত ও ছালফে ছালেহীনের সুন্নাত। আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের অন্যতম উছিলা হল নেক বান্দাগণের মাজার। পবিত্র কোরআনের

সূরা কাহাফ এর ২১ নং আয়াত অনুযায়ী জানা যায়, আসহাবে কাহাফ এর মাজারের কাছে তৎকালিন মুসলমানেরা সালাত আদায় করত ও তাদের মাজার থেকে বরকত হাছিল করত। অতএব, যিয়ারতের জন্য মাজারের কাছে যাওয়া ও মাজারবাসীকে উছিলা করে দোয়া করা বা বরকত হাছিল করা সবই কোরআন-সুন্নাহ সমর্থিত। এ গুলোকে কবর পুজা বা মাজার পুজা বলা চরম গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা।

কবরের দিকে ফিরে যিয়ারত প্রসঙ্গে

কবর যিয়ারতের সুন্নাত তরিকা হল, নম্রতা ও আদবের সাথে কবরস্থানে প্রবেশ করবেন। অত:পর কবরবাসীকে সামনে রেখে যিয়ারত করবেন ও দোয়া করবেন। এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও ছাল্‌ফে-ছালেহীনের আমল পাওয়া যায়। যেমন নিচের বর্ণনা গুলো লক্ষ্য করুন:- আল্লামা কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে বলেন,

وَمَا عَنْ أَبِي اللَّيْثِ أَنَّهُ يَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَرْدُودٌ بِمَا رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مُسْنَدِهِ عن نافع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَتَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،

-"ফকিহ্ আবুল লাইছ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে বর্ণিত আছে যে, **যিয়ারতের সময় কেবলার দিকে ফিরে দাঁড়াবেন' এই অভিমত মরদুদ বা পরিত্যাক্ত।** ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে তাঁর মুসনাদে হাদিস বর্ণিত আছে যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: সুন্নাত হল, কেবলার দিক থেকে নবী করিম (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারতে আসবেন ফলে কেবলাকে পিছনে রেখে ও চেহারা রাসূল (ﷺ) রওজা সামনে রেখে যিয়ারত করবেন। অত:পর বলবেন: আস-সালামু আলাইকা আইউহান্নাবি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।" (মুসনাদে আবী হানিফা, হাদিস নং ৩৭; ইমাম মোল্লা আলী: শরহে

মুসনাদে আবী হানিফা, ১ম খন্ড, ২০২ পৃ:; ইবনুল হুমাম: ফাতহুল কাদীর, ৩য় খন্ড, ১৮০ পৃ:; আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ২য় জিল্‌দ, ২১৩ পৃ:)।

আল্লামা ছামহুদী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর সনদ সম্পর্কে বলেন,

أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن صالح بن أحمد عن عثمان بن سعيد عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر.

-"হাফিজ ত্বালহা ইবনে মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার মুসনাদে ইহা এভাবে বর্ণনা করেছেন: ছালেহ ইবনে আহমদ বর্ণনা করেছেন উছমান ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি আবু আব্দুর রহমান মুকরী থেকে, তিনি আবু হানিফা থেকে, তিনি নাফে (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে।" (আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ২য় জিল্‌দ, ২১৩ পৃ:)।

এই সনদের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। আল্লামা সামহুদী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে মারফূ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং কবরের দিকে ফিরে যিয়ারত করা মূলত সুন্নাত। এ বিষয়ে আরেকটি ছহীহ্ হাদিস উল্লেখযোগ্য,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ: نَعَمْ، جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ

-"দাউদ ইবনে আবী ছালেহ বলেন, একদিন মুনাফেক মারওয়ান দেখতে পেল এক ব্যক্তি নবী পাক (ﷺ) এর কবর শরীফে চেহারা রেখে বসে আছে আছেন। অত:পর মারওয়ান বলতে লাগল, তুমি যান কি করছ? ফলে লোকটি তার দিকে চেহারা ঘুরালেন এবং দেখলে তিনি হজরত আবু আইউব আনছারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)!। তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি জানি কি করছি, আমি কোন পাথরের কাছে আসিনি বরং আমি আমার রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসেছি।" (সুবহানাল্লাহ) (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৩৫৮৫; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৮৫৭১; হাফিজ ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াল মাসানিদ, হাদিস নং ১১৩৫০; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৫৮৪৫)

ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন হাদিসটি ছহীহ্। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৮৫৭১)

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট করেই প্রমাণিত হয় সাহাবীরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর রওজা পাকের দিকে চেহারা রেখেই যিয়ারত করতেন। তাই মাজারের দিকে ফিরে যিয়ারত করাই মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

-"হজরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন, একদা নবী পাক (ﷺ) মদিনার কতক কবরের নিকট পৌছলেন, অত:পর তাদের কবরের দিকে ফিরে বললেন: সালাম হউক তোমাদের প্রতি হে কবরবাসীগণ! আল্লামা আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের পরে আসতেছি। ইমাম তিরমিজি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটিকে হাছান বলেছেন।" (তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ১০৫৩; ইমাম ইবনে শাহিন: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব লি'কাওয়াইমুছ সুন্নাহ, হাদিস নং ১৫৪৪; মেসকাত শরীফ, ১৫৪ পৃ: হাদিস নং ১৭৬৫; সুবুলুছ ছালাম, হাদিস নং ৫৫৭; ইবনে মুলাক্কিন: বাদরুল মুনীর, ৫ম খন্ড, ৩৫১ পৃ:)।

এ বিষয়ে হজরত বুরাইদা (ﷺ) ও হজরত আয়েশা (ﷺ) থেকেও রেওয়াত বর্ণিত আছে। এই হাদিসের রাবী قَابُوس بن أبي ظبيان 'কাবুছ ইবনে আবু যিবইয়ান' সম্পর্কে কেউ কেউ দুর্বল আখ্যা দিলেও ইমাম ইবনে মাঈন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ثقة বিশ্বস্ত বলেছেন। ইমাম আবু আহমদ ইবনে আদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন لا بأس به তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই। (ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৭৭৭)

ইমাম আজলী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন: لا بأس به তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই। (ইমাম আজলী: তারিখুছ ছিক্বাত, রাবী নং ১৪৯৩)

ইমাম ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বলেছেন সে ثقة বিশ্বস্ত। (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫৫৫)

তাই এই হাদিসের সর্বনিম্ন স্তর حَسَنٌ হাছান হবে, যেমনটি ইমাম তিরমিজি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি বিশুদ্ধ রেওয়াত উল্লেখযোগ্য,

قال أبو أحمد الحاكم: حدثنا ابن الفيض، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بْن محمد بْن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء، قال: حدَّثَنِي أبي، عن أبيه سُليمان، عن أمّ الدَّرْدَاء، عَنْ أبي الدَّرْدَاء قَالَ:... إِنَّ بِلَالاً رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: مَا هَذِهِ الجَفْوَةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُوْرَنِي؟ فَانْتَبَهَ حَزِيْناً وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَصَدَ المَدِيْنَةَ فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ.

-"হজরত আবু দারদা (ﷺ) বলেন, নিশ্চয় হজরত বেলাল (ﷺ) সপ্নে রাসূল (ﷺ) দেখেলেন এবং প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাঁকে বললেন: হে বেলাল! এটা কিরূপ নির্দয় আচরণ করছ? এখনো কি আমার যিয়ারতের সময় হয়নি তোমার? অত:পর তিনি জাগ্রত হয়েই মদিনার উদ্দেশ্যে বাহনে চড়লেন। তারপর রাসূলে পাক (ﷺ) এর রওজা মোবারকে আসলেন ও তিনি কাঁদলেন এবং রওজা পাকের সাথে তাঁর চেহারা ঘষালেন।" (ইমাম যাহাবী: তারিখে ইসলামী, রাবী নং ৩৭ এর ব্যাখ্যায়; তারিখে ইবনে আসাকির, ৭ম খন্ড, ১৩৭ পৃ:; ইমাম ইবনে আছির র: এর 'উছদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃ:; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আ'লামীন নুভালা, ৩য় খন্ড, ২১৮ পৃ:; শরফুল মুস্তফা, ৩য় খন্ড, ১৯৬ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১২তম খন্ড, ৩৫৯ পৃ:; সিরাতে হলভিয়া, ২য় খন্ড, ১৩৯ পৃ:; কাজী শাওকানী: নাইলুল আওতার, ৫ম খন্ড, ১১৪ পৃ:; ফিকহু সুনানি ওয়াল আছার, ১ম খন্ড, ৪১৪ পৃ: হাদিস নং ১১৭১; সিফাউছ ছিক্বাম, ৩৯ পৃ:)।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: إسناده جيّد ما فيه ضعيف، -"ইহার সনদ অতি-উত্তম, যার মধ্যে দুর্বলতা নেই।" (ইমাম যাহাবী: তারিখে ইসলামী, রাবী নং ৩৭ এর ব্যাখ্যায়)।

এ সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ ছালেহী শামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত ৯৪২ হিজরী} বলেন-

وروى ابن عساكر بسند جيد عن بلال

-"ইবনে আসাকির (রহমতুল্লাহি আলায়হি) অতি-উত্তম সনদে হজরত বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন।" (ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১২তম খন্ড, ৩৫৯ পৃ:)

লা-মাজহাবীদের কথিত ইমাম মাওলানা কাজী শাওকানী বলেন,

عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ

"ইহা ইবনে আসাকির (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর নিকট جَيِّدٍ অতি-উত্তম সনদে রয়েছে।" (কাজী শাওকানী: নাইলুল আওতার, ৫ম খন্ড, ১১৪ পৃ:)

আল্লামা মুফ্তী আমিমুল ইহছান মুজাদ্দেদী ওয়া বারকাতী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: "ইবনে আসাকির (রহমতুল্লাহি আলায়হি) جَيِّدٍ অতি-উত্তম সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।" (ফিকহু সুনানি ওয়াল আছার, ১ম খন্ড, ৪১৪ পৃ: হাদিস নং ১১৭১)।

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলে পাক (ﷺ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত কালে হজরত বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেঁদেছেন, রওজা মুখী হয়ে যিয়ারত করেছেন এমনকি রওজা পাকে নিজের চেহারাও ঘষলেন। তাই যিয়ারতকালে কবরের দিকে ফিরে যিয়ারত করা সাহাবীদের তথা হজরত বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সুন্নাত।

এ সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে বলেন,

وهذا أخص ما يكون من آداب الزيارة، وأما تفصيلها فمذكور في المناسك،

-"কবরের দিকে ফিরে যিয়ারত করাই হল নির্দিষ্ট আদব। এ বিষয়ে বিস্তারিত 'মানাসিক' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।" (ইমাম মোল্লা আলী: শরহে মুসনাদে আবী হানিফা, ১ম খন্ড, ২০২ পৃ:)।

আল্লামা শিহাবুদ্দিন খাফ্ফাজী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে বলেন,

وقال ابن الهمام ما نقل عن ابى حنيفة انه يستقبل القبلة مردود بما روى عن ابن عمر ان من السنة ان يستقبل القبر المكرم ويجعل ظهره للقبلة وهو الصحيح من مذهب ابى حنيفة رحمه الله عليه

-"ইমাম ইবনে হুমাম (রহমতুল্লাহি আলায়হি) ইমামে আজম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলায়হি) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় যিয়ারতকারী যিয়ারতের সময় কিবলার দিকে মুখ

করে দাঁড়াবে' এই অভিমত মরদুদ বা পরিত্যাক্ত। এ জন্যে যে, হজরত ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ প্রসঙ্গে হাদিস বর্ণিত আছে যে, যিয়ারতকারীর সুন্নাত হল যিয়ারতের সময় রওজা মোবারক সামনে রেখে কেবলাকে পিছনে রাখবে। ইহাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজহাবের বিশুদ্ধ অভিমত।" (আল্লামা খুফ্ফাজী: নাছিমুর রিয়াদ্ব শরহে শিফা, ৩য় খন্ড, ৫১৭ পৃ:)।

এ সম্পর্কে হানাফী মাজহাবের কিতাবে আছে,

ثم انهض متوجها إلى القبر الشريف فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيدا عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب مستدبرا القبلة محاذيا لرأس النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه الأكرم ملاحظا نظره السعيد إليك وسماعه كلامك ورده عليك سلامك وتأمينه على دعائك

-"অত:পর রওজা শরীফ মুখী হয়ে দাঁড়াবেন এবং হুজরা শরীফ থেকে চার হাত দূরে কিবলাকে পিছনে রেখে এবং নবী করিম (ﷺ) এর মাথা মোবারক ও চেহারা মোবারকের মুখোমুখী হয়ে অত্যান্ত আদবের সাথে দাঁড়াবেন এবং ঐ খেয়াল নিয়ে দাঁড়াবেন যে, তাঁর নেক নজর আপনার দিকে রয়েছে। তিনি আপনার কথাবার্তা শুনছেন ও আপনার সালামের জবাব দিচ্ছেন এবং আপনার দোয়া সাথে আমিন আমিন বলছেন।" (মারাকিল ফালাহ শরহে নুরুল ইজা, ১ম খন্ড, ২৮৩ পৃ:; হাশিয়াতুত তাহতাভী, ১ম খন্ড, ৭৪৭ পৃ:)।

অতএব, হানাফী মাজহাবের চুড়ান্ত ফাত্ওয়া হচ্ছে, যিয়ারতের আদব হল কবরবাসীকে সামনে রেখে যিয়ারত ও দোয়া করতে হবে, এটাই সুন্নাত। কেননা ফকিহ সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এরূপ নিয়মে যিয়ারত করতেন বলে হাদিস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে মালেকী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালেক ইবনে আনাস রব্বানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর ফাতওয়া লক্ষ্য করুন,

وَقَال مَالِك فِي رِوَايَة ابن وَهْب إِذَا سَلَم عَلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَدَعَا يقف ووجه إِلَى القَبْر لَا إِلَى القِبْلَة وَيَدْنُو وَيُسَلِّم وَلَا يَمَسّ القَبْر بِيَدِه

-"ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম মালেক (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: যখন নবী করিম (ﷺ) এর রওজা মোবারকের সামনে গিয়ে সালাম পেশ করবেন ও দোয়া করবেন, তখন রওজা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন ও কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন না। রওজা মোবারকের নিকটবর্তী হয়ে সালাম আরজ করবেন কিন্তু হাত দ্বারা রওজা মোবারক স্পর্শ করবেন না।" (কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ২য় জি: ৮৫ পৃ:; ইমতাউল আসমা, ১৪তম খন্ড, ৬১৮ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: শরহে শিফা, ২য় খন্ড, ১৫৩ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৬০২ পৃ:; শরহে যুরকানী, ১২তম খন্ড, ২১২ পৃ:)

এ সম্পর্কে শাফেয়ী মাজহাবের ফাতওয়া সম্পর্কে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী শাফেয়ী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে বলেন,

وَالْمُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَنْ يَقِفَ مُسْتَدْبِرَ القبلة مستقبلا بوجهه الْمَيِّتِ وَأَنْ يُسَلِّمَ وَلَا يَمْسَحَ الْقَبْرَ وَلَا يَمَسَّهُ وَلَا يُقَبِّلَهُ

-"কবর যিয়ারতের মুস্তাহাব পদ্ধতি হল, যিয়ারতকারী কিবলাকে পিছন দিয়ে, মৃত ব্যক্তির মুখোমুখি দাঁড়াবেন এবং সালাম দিবেন। কবরকে মাসেহ্ করবেনা, স্পর্শ করবেনা ও চুম্বন দিবেনা।" (ইমাম গায্যালী: এহইয়াউল উলুমুদ্দিন, ৪র্থ খন্ড, ৪৯১ পৃ:)।

সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে কবর যিয়ারতের সুন্নাত তরিকা হল কবরকে তথা কবরবাসীকে সামনে রেখে যিয়ারত করাই সুন্নাত। এ বিষয়ে ইমামে আজম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি), ইমাম মালেক (রহমতুল্লাহি আলায়হি) ও শাফেয়ী মাজহাবের অন্যতম ফকিহ্ ইমাম গাজ্জালী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর বক্তব্য দ্বারা ইহা স্পষ্টত যে, কবরকে সামনে রেখে যিয়ারত করাই সুন্নাত। আর ইহার তিরস্কার ও বিরুধিতা করা সুন্নাতের বিরুধিতা করার নামান্তর।

কবরস্থানে সূরা ইখলাছ পাঠ করে সওয়াব রেছানী করা

ইমাম আবু মুহাম্মদ হাছান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাছান বাগদাদী আল-খিলাল (রহমতুল্লাহি আলায়হি) ওফাত ৪৩৯ হিজরী তদীয় কিতাবে হাদিস উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ،

عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ

-"হজরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল এবং ১০ বার সূরা এখলাছ পাঠ করে মৃতদের রুহে দান করল, তাতে মৃতদের সংখ্যা অনুসারে সওয়াব প্রদান করা হবে।" (ফাদ্বাইলে সুরাতিল ইখলাছ, হাদিস নং ৫৪; ইহা "আবূ মুহাম্মদ সমরকান্দী র:" বর্ণনা করেছেন; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ১০৫ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৮১ পৃ:; সুনানে দারে কুতনী আনাস রা: হতে; তাহতাবী শরীফ, ৬২২ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৩য় খন্ড, ১১৮; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১৭১৭ নং হাদিসের ব্যাখ্যা; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খন্ড, ২৭৫ পৃ:; ইমাম আবু বকর নাজ্জার তদীয় সুনানে)।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

روى أَبُو بكر النجار فِي كتاب (السّنَن) عَن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ،

-"আবু বকর নাজ্জার তার কিতাবুস সুনান-এ হজরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।" (ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ৩য় খন্ড, ১১৮ পৃ:)

এই হাদিসের সনদ নিয়ে কোন ইমাম সমালোচনা করেননি। এর আরেকটি সনদ আল্লামা আবুল কাশেম রাফেয়ী ফাজুনী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) ওফাত ৬২৩ হিজরী তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

ثنا داوُد بْنُ سُلَيْمَانَ الْغَازِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:...

-"দাউদ ইবনে সুলাইমান গাজী- আলী ইবনে মূসা রিদ্বা হতে- আবু মূসা ইবনে জাফর হতে- তদীয় পিতা জাফর ইবনে মুহাম্মদ হতে- তদীয় পিতা মুহাম্মদ ইবনে আলী হতে- তদীয় পিতা আলী ইবনে হুছাইন হতে- তদীয় পিতা হুছাইন ইবনে আলী (রাঃ) হতে- তদীয় পিতা আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) থেকে- আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: (পূর্বের হাদিসের অনুরূপ) (তাদবীর ফি আখইয়ারে কাজবীন, ২য় খন্ড, ২৯৭ পৃ:)

এই হাদিস কবর যিয়ারতের সময় সূরা-ক্বেরাত পাঠ করে সওয়াব রেছানী করার উত্তম দলিল। সুতরাং কবর যিয়ারতকালে সূরা ইখলাছ পাঠ করে ইহার সওয়াব মৃত ব্যক্তির রুহে বকশিয়ে দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

যিয়ারতের সময় সূরা ইয়াছিন বা কোরআন পাঠ করা

ইমাম আবুশ শায়েখ ইস্পাহানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম জুরযানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম ইবনে আদী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্ব স্ব সনদে বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الذَّكْوَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زِيَادٍ الْقَالِي الْخُرَاسَانِيُّ , بِجُنْدَيْسَابُورَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، **عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يس، غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ**

-"হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি: যারা প্রতি জুময়ায় পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করবে অথবা একজনের অত:পর তাদের কাছে কোরআন পাঠ করবে অথবা একজনের কাছে ইয়াছিন সূরা পাঠ করবে, এর প্রত্যেকটি আয়াত বা অক্ষরের পরিমাণ গোনাহ তার মাফ করে দেওয়া হবে।" (ইমাম জুরযানী: তারতিবুল আমালী,

হাদিস নং ২০০৪; ইমাম ইবনে আদী: আল কামিল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬০ পৃ:; ইমাম আবুশ শায়েখ: তাবকাতুল মুহাদ্দেছীন, ৩য় খন্ড, ৩৩১ পৃ:; আবুশ শায়েখ: তারিখে ইসবাহান, ২য় খন্ড, ৩২৩ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৩য় খন্ড, ১১৮ পৃ:; আল্লামা মানাভী: আত তানভীর শরহে জামেউছ ছাগীর, হাদিস নং ৮৬৯৮; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১৬২২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; আল্লামা মানাভী: আত তাইছির শরহে জামেইছ ছাগীর, ২য় খন্ড, ৪২০ পৃ:; আল্লামা মানাভী: ফায়জুল কাদীর, হাদিস নং ১২৩৮১; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ১১৮২০)

আল্লামা মানাভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন। (আল্লামা মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ২য় খন্ড, ৪২০ পৃ:)

কাজী শাওকানী ইহার সনদকে তার 'ফাওয়াইদুল মাজমুয়া' গ্রন্থের ২০২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় যঈফ বলেছেন। আর সর্ব-সম্মতিক্রমে ফাজায়েলে ক্ষেত্রে এরূপ হাদিস গ্রহণযোগ্য।

কবরস্থানে সূরা ইয়াছিন পাঠ করার আরেকটি হাদিস

وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي قال: حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدّثنا حمزة بن الحسين بن عمر البغدادي قال: حدّثنا محمد بن أحمد الرياحي قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا أيوب بن مدرك عن أبي عبيدة عن الحسن **عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يس خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ**

-"হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যদি কেউ কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ইয়াছিন পাঠ করে, আল্লাহ তা'লা এর ফলে কবর বাসীদের শাস্তি হালকা করে দেন। এবং ঐ ব্যক্তিকে নেকী দান করবেন কবরবাসীদের সংখ্যানুসারে।" (তাফছিরে ছা'লাভী, ৮ম খন্ড, ১১৯ পৃ:; আব্দুল আজিজ তাঁর 'খিলাল' গ্রন্থে স্বীয় সূত্রে বর্ণনা করেছেন; ফতোয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ১০৫ পৃ:; ফতোয়ায়ে বাহরুর রায়েক্ব, ২য় খন্ড, ৩৪৩ পৃ:; ইমাম কুরতুবী: আত তাজকিরা, ১ম খন্ড, ৮৪ পৃ:; তাহতাবী শরীফ, ৬২১ পৃ:; আল আমরু বিল মারুফ ওয়াননাহি আনিল মুনকার লিল খিলাল, ১ম খন্ড, ৯০ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৩য় খন্ড, ১১৮ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী

ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ১২২৮ পৃ:; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খন্ড, ২৭৫ পৃ:)।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কবর যিয়ারতের সময় সূরা ইয়াছিন পাঠ করে মৃত ব্যক্তির রুহে বকশিস করে দেওয়া অনেক নেকীর কাজও বটে। এই হাদিসের সনদ নিয়ে সমালোচনা করেছেন এমন কোন ইমামের কথা খুজে পাইনি। তবে মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেছেন:

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَمَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِذَلِكَ أَصْلًا

-"এই হাদিস সমূহ যদিও জয়ীফ কিন্তু সব গুলো একত্রিত করে বুঝা যায় এই আমলের ভিত্তি রয়েছে।" (আব্দুর রহমান মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খন্ড, ২৭৫ পৃ: ৬৬৯ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)

কবর পাকা করা ও উচু করার অধ্যায়

কবর পাকা, কবরের উপর গিলাফ ছড়ানো ও মাজারের উপরে গুম্বুজ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা শুনা যায়। কেউ বলেন জায়েয আবার কেউ বলেন হারাম, মাঝখানে সাধারণ মানুষ বড়ই বিপাকে আছেন যে, আসলে কোনটা সঠিক। এবার আমরা দেখব রাসূলে পাক (ﷺ) এই ব্যাপারে কিরূপ আমল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমেই 'কবর পাকা' সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

কবরে উপর পাথর খন্ড রাখা

হজরত রাসূলে পাক (ﷺ) এর হাদিস সমূহ থেকে জানা যায় আল্লাহর মু'মীন বান্দাহগণের কবর পাকা করা জায়েয ও মুস্তাহাব। প্রিয় নবীজি (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম এরূপ কবর পাকা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন:-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، بِمَعْنَاهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، **عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي**

وَدَاعَةَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَان ابْن مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلم يسْتَطع حملهَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ. ..... ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: أُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ من أَهلِي

-"হজরত মুত্তালিব ইবনে আবী দায়াহ (ﷺ) বর্ণনা করেন, যখন উসমান ইবনে মাজউন (ﷺ) ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর লাশ বের করা হয় ও দাফন করা হয়। তখন নবী করিম (ﷺ) জনৈক ব্যক্তিকে এক খন্ড পাথর আনতে বলেন কিন্তু সে ইহা বহন করতে অক্ষম হয়। তখন নবী করিম (ﷺ) ইহা নিজে বহন করে আনতে অগ্রসর হন ও নিজের জামা আস্তিন গুটিয়ে ফেলেন..... নবী পাক (ﷺ) পাথর বয়ে এনে উসমান ইবনে মাজউন (ﷺ) এর কবরের শিয়রে রাখেন। তিনি বললেন: এর দ্বারা আমি আমার ভাই এর কবর চিহ্নিত করছি।" (সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৩২০৬; মেসকাত শরীফ, ১৪৯ পৃ: হাদিস নং ১৭১১; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ৫ম খন্ড, ৪০৩ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে ছাগীর, হাদিস নং ১১২১; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৬৭৪৪; ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৭৭৩৩; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৬৭ পৃ:)।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, কোন কবরকে পাথর দ্বারা চিহ্নিত করা বা কবরে পাথর ব্যবহার করা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সুন্নাত। কারণ এরূপ আল্লাহর হাবীব (ﷺ) আমল করেছেন। এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، **عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ..... عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِن حِجَارَةٍ**

-"হজরত ইবনে উমর (ﷺ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) হজ্ব ও উমরার জন্য রওয়ানা হলেন ও 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানে অবতরণ করেন।

বাবলা গাছের নিচে যুল হুলায়ফার মসজিদ..... এই মসজিদের পাশে দু-তিনটি কবর আছে। এসব কবরে পাথরের বড় বড় খন্ড রাখা ছিল।" (ছহীহ্ বুখারী শরীফ, ১, খন্ড, ৭০ পৃ: হাদিস নং ৪৮৪ ও ৮৮৪; ফাতহুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, ৪র্থ খন্ড, ২৬৯ পৃ:)।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কবরের উপর পাথরের এক বা একাধিক খন্ড ব্যবহার করা জায়েয। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জামানায় মসজিদের পাশে কবরস্থানে পাথরের খন্ড ব্যবহার করা হত।

হাদিসের আলোকে কবর উচু ও পাকা করা

প্রিয় নবীজি (ﷺ) ও সাহাবীদের যামানায় কবরকে সামান্য উচু করার প্রচলন ছিল। এমনকি সাহাবীদের যুগেই স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক, আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) ও হজরত উমর (رضي الله عنه) এর মাজারদ্বয় উচু ছিল। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস উল্লেখযোগ্য,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَا طئة مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ.

-"হজরত কাশিম (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, একদা আমি মা আয়েশা (رضي الله عنها) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ওহে মা! আপনি আমার জন্যে রাসূল (ﷺ) ও তাঁর দুই সাহাবীর মাজারদ্বয় উন্মোচন করুন এবং তিনি তাই করলেন। আমি দেখি ঐ কবর শরীফ গুলো বেশী উচুও ছিল না আবার নিচুও ছিল না। কবর গুলোর উপর ময়দানের লাল কাকর ছড়ানো ছিল।" (সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৩২২৫; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৬৮; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ৫ম খন্ড, ৪০২ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৬৭৫৮; মেসকাত শরীফ, ১৪৯ পৃ: হাদিস নং ১৭১২; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৬৯ পৃ:; আশিয়াতুল লুময়াত; ইমাম যায়লায়ী: নাছবুর রায়া, ২য় খন্ড, ৩০৪ পৃ:)।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম ও ইমাম যাহাবী (رحمة الله عليه) বলেন: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৬৮)

ইমাম বায়হাক্বী (رحمة الله عليه) বলেন:

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ حَدِيث الْقَاسِم بن مُحَمَّد فِي هَذَا الْبَاب أصح،

-"ইমাম বায়হাক্বী رحمة الله عليه বলেন: এ বিষয়ে কাশেম ইবনে মুহাম্মদ (رحمة الله عليه) এর রেওয়াতটি অধিক ছহীহ্।" (মুহাররার ফিল হাদিস, ৫৪৬ নং হাদিস)।

এই হাদিসের রাবী 'কাশেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর (رضي الله عنه)' একজন তাবেঈ, সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত রাবী। বর্ণনাকারী 'আমর ইবনে উছমান ইবনে হানী' তিনি হজরত উছমান ইবনে আফ্ফান (رضي الله عنه) এর কৃতদাস ছিলেন। তাকে ইমাম যাহাবী (رحمة الله عليه) صدوق সত্যবাদী বলেছেন। (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ২৬৩)

ইমাম ইবনে হিব্বান (رحمة الله عليه) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (ইমাম ইবনে হিব্বান: কিতাবুস ছিক্বাত, রাবী নং ১৪৫৩০) এছাড়া কোন ইমাম তার ব্যাপারে সমালোচনা করেননি।

'ইবনে আবী ফুদাইত' এর মূল নাম হলো 'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবী ফুদাইক'। তার ব্যাপারে ইমাম যাহাবী (رحمة الله عليه) বলেছেন-

صدوق مشهور يحتج به في الكتب الستة.

-"সে প্রসিদ্ধ সত্যবাদী, তার উপরে ছিহাহ ছিত্তার ছয় ইমাম নির্ভর করেছেন।" (ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ৭২৩৬)

বর্ণনাকারী 'আহমদ ইবনে ছালেহ আবু জাফর তাবারী' ছহীহ্ বুখারীর রাবী। ইমাম বুখারী (رحمة الله عليه) সহ অন্যান্য ইমামগণ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ২৩)

সুতরাং এই হাদিস সর্বসম্মতিক্রমে ছহীহ্। অতএব, এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কবরের উপর কাকর বা কংক্রিট ব্যবহার করা জায়েয। কারণ এরূপ ময়দানের লাল কংক্রিট বা কাকর স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ), হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) ও হজরত উমর (رضي الله عنه) এর মাজারত্রয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

أخبرنا إبراهيم بن محمد، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حثا عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ.

-"হজরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম (ﷺ) এক কবরের উপর মুঠ করে তিন কুষ মাটি দিয়েছেন। তাঁর পুত্র (ইব্রাহিমের) মাজারে পানি ছিটিয়েছেন এবং ঐ কবরের উপর কাকর স্থাপন করেছেন।" (ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হা: নং ১৫১৫; মুসনাদে শাফেয়ী, ১ম খন্ড, ৩৬০ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ১৪৮ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৬৫ পৃ:)

বর্ণনাকারী তাবেঈ নির্ভরযোগ্য হলে সর্বসম্মতিক্রমে মুরছাল হাদিস হুজ্জত বা দলিল হয়। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্মানিত ব্যক্তির কবরের উপর কাকর বা পাথরের কংক্রিট ব্যবহার করা রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত। কারণ নবী পাক (ﷺ) নিজেই তাঁর প্রিয় পুত্র ইব্রাহিম (ﷺ) এর মাজারের উপর এরূপ কংক্রিট ব্যবহার করেছেন। যেমন এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে:-

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: غَسَّلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَوَلِيَ دَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ عَلِيٌّ، وَالْعَبَّاسُ، وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْدًا، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا

-"হজরত আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাসূল (ﷺ) কে গোসল দিলাম।... চারজন ব্যক্তি তার দাফনের কাজে ছিলেন, আলী (ﷺ), আব্বাস (ﷺ), ফাদ্বল (ﷺ) ও ছালেহ (ﷺ) যিনি রাসূল (ﷺ) এর কৃতদাস ছিলেন। রাসূল (ﷺ) এর জন্য লহদ কবর তৈরী করা হয় এবং তাঁর কবর শরীফে কাচা ইট স্থান করা হয়।" (ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন নবুয়াত, ৭ম খন্ড, ২৫৩ পৃ:)

এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ: نا أَبُو بُرْدَةَ قَالَ: نا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عن بريدة، عن أبيه قَالَ وَلُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم لَحْدًا، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا.

-"হজরত বুরাইদা (ﷺ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম (ﷺ) এর জন্য লহদ কবর তৈরী করা হয়েছিল এবং তাঁকে কিবলার দিক হতে নামানো হয়েছিল। অত:পর তাঁর রওজার উপর কাঁচা ইট স্থাপন করা হয়েছিল।" (ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৫৭৬৬; ইমাম তাহাবী: শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস নং ২৮৩৮; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৭০৫৬; মুসনাদে ইমামে আজম; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়্যাত, ৭ম খন্ড, ১৯৬ পৃ:)

এ বিষয়ে আরেক রেওয়াতে আছে,

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَلَمْ يُدْفَنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، حَتَّى كَانَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ قَالَ:... وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ، وَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ خَلُّوا الْجِنَازَةَ وَأَهْلَهَا وَلُحِدَ لَهُ، وَجُعِلَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنُ

-"হজরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন,..... অত:পর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর সালাত ইমাম ব্যতীত আদায় করা হয়। তাঁর জন্য লহদ কবর তৈরী করা হয় এবং তাঁর রওজা মোবারকে ইট স্থাপন করা হয়।" (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, ৩০৪ পৃ:)।

এ বিষয়ে আরেক রেওয়াতে আছে,

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ لَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَصَبَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنَ

-"হজরত আলী ইবনে হুছাইন (ﷺ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় নবী করিম (ﷺ) এর জন্য লহদ কবর তৈরী করা হয়েছিল অত:পর তাঁর কবর শরীফে ইট স্থাপন করা হয়েছিল।" (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃ:)।

উল্লিখিত হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় স্বয়ং রাসূলে পাক (ﷺ) এর রওজা মোবারকে সাহাবীগণ ইট স্থাপন করেছেন। সুতরাং প্রিয় নবীজির সাহাবীগণ (ﷺ) কবরের মধ্যে ইট স্থাপনের পক্ষে ছিলেন। তাই হক্কানী উলামা, মাসাঈখগণের কবরের মধ্যে সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে ইট ব্যবহার করা মুস্তাহাব-সুন্নাত। যেমন এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"হজরত আমের ইবনে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (ﷺ) হতে বর্ণিত, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (ﷺ) যে রোগে মারা যান, সে রোগ অবস্থায় বলেছিলেন: আমার জন্য লহদ কবর তৈরী করবেন এবং ইহাতে কাঁচা ইট খাড়া করে দিবেন যেভাবে রাসূল (ﷺ) এর রওজায় দেওয়া হয়েছিল।" (ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২২৮৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৪৫০; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৫৫৬; ইমাম তাহাবী: শরহে মাআনিল আছার, হাদিস নং ২৮৩৪; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৬৬১৫ ও ৬৭১৬; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ২০০৭; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ১১০১; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১৫১২; মেসকাত শরীফ, ১৪৮ পৃ: হাদিস নং ১৬৯৩; ইবনুল হুমাম: ফাতহুল কাদির, ২য় খন্ড, ১৪৪ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড) ছহীহ্ হাদিস

আল্লামা আলাউদ্দিন কাছানী হানাফী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এভাবে উল্লেখ করেন,,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ اجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ، كَمَا جُعِلَ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرِ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرِ عُمَرَ

-"হজরত সাদ ইবনে আস (ﷺ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি বলেছেন, তোমরা আমার কবরে কাঁচা ইট স্থাপন করবে, যেমনি ভাবে রাসূল (ﷺ), আবু বকর ও উমর (ﷺ) এর মাজারত্রয়ে দেওয়া হয়েছে।" (ইমাম কাছানী: কিতাবুল বাদাউছ ছানায়ে, ২য় খন্ড ৬১ পৃ:)

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলে পাক (ﷺ), হজরত আবু বকর (ﷺ), হজরত উমর (ﷺ) এবং হজরত সাদ ইবনে আস (ﷺ) প্রমূখ সাহাবীগণ তাঁদের মাজার পাকা করেছেন বা পাকা করার পক্ষে ছিলেন। সুতরাং হক্কানী ব্যক্তিগণের কবর পাকা করা সাহাবীদের সুন্নাত। এমনকি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজে তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (ﷺ) এর মাজারে ময়দানের কাকর স্থাপন করেছেন। তাই বলা যায় ইহা প্রিয় নবীজির সুন্নাতও বটে। আল্লাহর নবী (ﷺ) এর পাশাপাশি হজরত আবু বকর ও উমর (ﷺ) এর কবরদ্বয়ও পাকা করা ছিল। সুতরাং খাছ ব্যক্তিগণের জন্য ইহা একটি উত্তম কাজ।

ফোকাহাদের দৃষ্টিতে কবর পাকা ও উচু করা

কাবা শরীফের অন্যতম ইমাম ও বিশ্ববিখ্যাত ফকিহ্ **আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী হানাফী** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তদীয় কিতাবে বলেন-

فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء ووضع الستور والعمائم والثياب على قبورهم امر جائز إذا كان القصد بذلك التعظيم فى أعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر

-"উলামা, আউলিয়া ও বুজুর্গানেদ্বীনের কবরের উপর ইমারত তৈরী করা ও কাপড় দ্বারা কবরে গিলাফ দেওয়া জায়েয। যদি মানুষের মনে শ্রেষ্ঠতম ধারনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, যাতে লোকেরা ঐ কবরবাসীকে নগন্য মনে না করে।" (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ৪৮২ পৃ: সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতের তাফছিরে)।

আল্লামা শায়েখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: শেষ জামানায় মানুষ বাহ্যিক বেশ-বুষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। তাই মাসাইখ ও বুজুর্গানেদ্বীনের কবরের উপর ইমারত তৈরীর বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। যেন মুসলমানদের আউলিয়াকেরাম গণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ পায়।" (শরহে শফরুস সাদৎ)।

হিজরী ১১শ শতাব্দির মোজাদ্দেদ, বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিছ **আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী** (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তদীয় কিতাবে বলেন:

وَقَدْ أَبَاحَ السَّلَفُ الْبِنَاءَ عَلَى قَبْرِ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَشْهُورِينَ لِيَزُورَهُمُ النَّاسُ، وَيَسْتَرِيحُوا بِالْجُلُوسِ فِيهِ

-"পূর্বসুরী আলিমগণ মাসাইখ ও উলামায়ে কেরামের কবরের উপর ইমারত তৈরী করা জায়েয বলেছেন, যাতে লোকেরা যেয়ারত করে সেখানে বসে আরাম পায়।" (ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৫৬ পৃ: জানাযা অধ্যায়, দাফনিল মায়্যেত পরিচ্ছেদ ১৬৯৭ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)।

হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত ফকিহ্ **আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী** (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় ফাতওয়ার গ্রন্থে বলেন,

لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ

-"যদি মাইয়্যেত উলামা, মাসাইখ বা সৈয়দ বংশের কেউ হয় তবে তাঁর কবরের উপর ইমারত তৈরী করা মাকরুহ নয়।" (ফাত্ওয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, ১৪৪ পৃ:)।

হানাফী মাজহাবের অন্যতম ফকিহ্ **আল্লামা হাছ্কাফী** (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ. وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ

-"কবরের উপর ইমারত তৈরী করবেনা, কেউ কেউ বলেছেন এতে অসুবিধা নেই বরং ইহাই উত্তম।" (দূর্রুল মুখতার, দাফন অধ্যায়)।

এখানে কবরে ইমারত তৈরী করার অভিমত পেশ করার পর وَهُوَ الْمُخْتَارُ (অহুয়াল মুখতার) ইহা উত্তম বলেছেন। সুতরাং মাসাইখ বা উলামাগণের কবরের উপর ইমারত তৈরী করা উত্তম।

এ সম্পর্কে **আল্লামা তাহ্তাবী** (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ. وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ

-"মিশর বাসীরা কবরের উপর পাথর স্থাপন করেন যেন কবরটি বিলীন বা উচ্ছেদ না হয় এবং কবরের উপর যেন কেউ চলাফেরা বা ঘর-বাড়ি তৈরী না করে। কেউ কেউ এগুলো জায়েয বলেছেন আর এটাই উত্তম।" (তাহতাবী আলা মারকিউল ফালাহ)। এখানেও وَهُوَ الْمُخْتَارُ কবর পাকা করা উত্তম বলেছেন।

এ সম্পর্কে **আল্লামা ইমাম শারানী** (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় গ্রন্থে বলেন-

ومن ذلك قول الائمة ان القبر لايبنى ولا يجصص مع قول ابي حنيفة يجوز ذالك قال الاول مشدد والثانى مخفف

(ওয়া মিন জালিকা কাওলুল আইম্মা আন্নাল কাবরা লা ইয়াবনা ওয়ালা ইয়া জাচ্চাছ মায়া কাওলী আবি হানিফাতা ইয়াজুযু জালিকা ক্বালাল আওয়ালু মুসাদ্দাদা ওয়াছ ছানী মুখাফ্ফাফ)

-"অন্যান্য ইমামগণের মতামত হল কবরের উপর ইমারত তৈরী করা এবং চুনকাম করা যাবেনা। তা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর বক্তব্য হচ্ছে কবর পাকা করা জায়েয। সুতরাং প্রথম উক্তিতে কঠোরতা ও দ্বিতীয় উক্তিতে নমনীয়তা প্রকাশ পায়।" (ইমাম শারানী: মিযানোল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৫৩ পৃ:)।

সুতরাং হানাফী মাজহাবের ইমাম, ইমামে আজম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) হক্কানী ব্যক্তির কবর পাকা করার পক্ষে ফাত্ওয়া দিয়েছেন।

ছদরুশ শরীয়ত **আল্লামা আমজাদ আলী আজমী** (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: মৃত ব্যক্তির চার পাশ, না হলে উপরের অংশ পাকা করে দিলে অসুবিধা নেই। (বাহারে শরিয়ত, ১ম খন্ড)।

উপরে উল্লিখিত দলিল-আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ হয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গে তথা হক্কানী উলামা, ফোজালা, ফোকাহা, ও আউলিয়ায়ে কেরামের কবর পাকা করাতে দোষের কিছুই নেই, বরং ইহা হানাফী মাজহাব মোতাবেক সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে ইমামে আজম সহ হানাফী মাজহাবের ফকিহ্গণ একমত।

মাজারের উপর গুম্বুজ ও পাশে ঘর তৈরী করা

মাজারের উপর বা পাশে যিয়ারত কারীদের সুবিধার্থে ঘর তৈরী করা বা তাবু টাঙ্গানো জায়েয। বিষয়টি পবিত্র কোরআন ও একাধিক ছহীহ্ রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত। কেননা যিয়ারত কারীরা সেখানে বসে কবরবাসীদের উছিলায় বরকত হাছিল করবে এবং তাদের যিয়ারত ও দোয়া করবে। পূর্বযুগেও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এরূপ করতেন বলে প্রমাণিত আছে। যেমন নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন:- পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً

-"তাঁরা যে কাজে (ইবাদতে) নিয়োজিত ছিল তাঁদের সেই স্মৃতির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মান করবে।" (সূরা কাহাফ: ২১ নং আয়াত)।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, নেক বান্দাহ্ গণের মাজারের পাশে মসজিদ নির্মান করা পবিত্র কোরআনের শিক্ষা। কারণ 'আসহাবে কাহাফ' যেখানে শায়িত ছিলেন ঐ স্থানের পাশেই মসজিদ নির্মান করা হয়েছিল। যারা মসজিদ নির্মান করেছিল তাঁরাও ইমানদার ছিলেন। মাজারের পাশে মসজিদ তৈরী কেন হয়েছিল এর জবাবে এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছে-

يصلى فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم.

(ইউছাল্লি ফিহিল মুসলিমুন ওয়া ইয়াতাবার্‌রাকুনা বি'মাকানিহিম)

-"লোকজন সেখানে (মসজিদে) নামাজ আদায় করবে ও তাঁদের কাছে থেকে বরকত লাভ করবেন।" (তাফছিরে জামখসারী, ২য় খন্ড, ৭৭১ পৃ:; তাফছিরে নাছাফী, ২য় খন্ড, ২৯৩ পৃ:; তাফছিরে নিছাপুরী, ৪র্থ খন্ড, ৪১১ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২৩২ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৩ পৃ:;)।

সুতরাং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ্গণের মাজারের কাছে (মসজিদে) নামাজ আদায় করা এবং যিয়ারতের মাধ্যমে বরকত হাছিল করা সম্পূর্ণ জায়েয ও কোরআন সম্মত। এই সুবাধেই ইমামগণ একে অপরের মাজার যিয়ারত করতেন ও তাদের উছিলায় বরকত হাছিল করতেন। যেমন ফাত্ওয়ায়ে শামী কিতাবে উল্লেখ আছে:

إِنِّي لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَجِيءُ إِلَى قَبْرِهِ، فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلْت اللهَ تَعَالَى عِنْدَ قَبْرِهِ فَتُقْضَى سَرِيعًا.

-"ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি যখন কোন সমস্যায় পরতাম তখন ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারে যাইতাম ও বরকত হাছিল করতাম এবং সেখানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতাম। অত:পর তাঁর মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম ফলে আমার হাজত পুরা হয়ে যাইত।" (আল্লামা ইবনে আবেদীন: ফাত্ওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, ১৪৯ পৃ:)।

সনদ সহকারে খতিবে বাগদাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় তারিখের কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْد الله الحسين بْن عَلِيّ بْن مُحَمَّد الصيمري، قَالَ: أخبرنا عُمَر بْن إِبْرَاهِيمَ المقرئ، قَالَ: حَدَّثَنَا مكرم بْن أَحْمَد، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَر بْن إسحاق بْن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن ميمون، قَالَ: سمعت الشافعي، يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إِلَى قبره في كل يوم، يَعْنِي زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين، وجئت إِلَى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى.

-"আলী ইবনে মাইমুন বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি অবশ্যই ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর উছিলায় বরকত হাছিল করতাম এবং তার মাজারে প্রতিদিন যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আসতাম। আমার যখন কোন হাজত থাকত তখন দুই রাকাত নামাজ আদায় করতাম এবং তার মাজারের কাছে যাইতাম ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম। ফলে আমার হাজত বা চাহিদা দ্রুত পূরণ হয়ে যেত।" (খতিবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, ৪৪৫ পৃ:)

সুতরাং নেক বান্দাহ্ গণের মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে বরকত হাছিল করা ও আল্লাহর কাছে দোয়া করা জায়েয ও মুস্তাহাব। কারণ যে কোন আমলের জন্য একজন মুজতাহিদ এর অনুসরণই যথেষ্ট আর ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)

ছিলেন 'মুজতাহিদ্ ফিশ শারিয়াত' তথা প্রথম তবকার মুজতাহিদ। খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) একাধারে ৪০ দিন দাতা গঞ্জেবক্স (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজারে মোরাকাবা করেছিলেন। হজরত আবুল হাছান খেরকানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বরকত হাছিলের জন্য একাধারে ১২ বছর হজরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজার যিয়ারত করেছিলেন। খাজা বাহাউদ্দিন নক্সবন্দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বহু বৎসর যাবৎ বিভিন্ন আউলিয়াগণের মাজার যিয়ারত করেছিলেন বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব ফাকেহী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ওফাত ২৭২ হিজরী, ইমাম তাবারানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ছানআনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: شَهِدْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حِينَ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

-"ইমরান ইবনে আবী আত্বা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়েফে ইন্তেকাল করেন তখন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যা (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি ৪ তাকবীরে জানাযা আদায় করলেন এবং কেবলার দিক থেকে লাশ কবরে নামালেন। ৩ দিন পর্যন্ত মাজারের উপর তাবু টাঙ্গিয়ে রাখলেন।" (ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১০৫৭৩; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৬২০৬; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৪১৮৫; ইমাম ফাকেহী: আখবারে মক্কা, হাদিস নং ১৬৩৮)

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম হায়ছামী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"ইমাম তাবারানী তার কবীরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইহার বর্ণনাকারী সকলেই বিশুদ্ধ।" (ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৪১৮৫)

এ বিষয়ে নিচের হাদিসটি উল্লেখযোগ্য,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ فُسْطَاطًا

-"মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হজরত যায়নব (রাঃ) এর মাজারের উপর তাবু টাঙ্গিয়ে ছিলেন।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ১১৭৫১; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ১৩৪ পৃ: ১৩৩০ নং হাদিসের পূর্বে) সনদ ছহীহ্

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় ছহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

وَلَمَّا مَاتَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ القُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً

-"যখন হাছান ইবনে হাছান ইবনে আলী (রাঃ) ইন্তেকাল করেছিলেন তাঁর স্ত্রী (ফাতেমা বিনতে হুছাইন ইবনে আলী রাঃ) তাঁর মাজারের উপর একটি তাবু খাটাইলেন এবং এক বৎসর রেখেছিলেন।" (ছহীহ্ বুখারী, ১৩৩০ নং হাদিসের পূর্বে; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ৫ম খন্ড, ৪০৬ পৃ:; তারিখে ইবনে আসাকির, ৭০তম খন্ড, ২০ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ১৫০ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ২০৫ পৃ:)

ছহীহ্ বুখারীর হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, সাহাবীগণের জামানায় মাজারের উপর তাবু বা ঘর তৈরী হয়েছিল কিন্তু কোন সাহাবী বাধা দেননি এবং ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মত একজন মোহাদ্দেছ এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, হজরত হাছান ইবনে হাছান ইবনে আলী (রাঃ) এর মাজারে পাশে খাদেম হিসেবে স্বীয় স্ত্রী অবস্থান করেছিলেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহর হাবীব হুজুর (ﷺ) এর রওজা মোবারকে আম্মাজান আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) খাদেম হিসেবে ছিলেন। সুতরাং আউলিয়া কেরামের মাজারের পাশে খাদেম থাকলে দোষের কিছুই নেই। উল্লেখিত হাদিস গুলো পূর্ব যুগের মুহাদ্দেছিনে কেরাম তাদের স্ব স্ব কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন,

وَقَدْ ضَرَبَهُ عُمَرُ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَضَرَبَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ

-"হজরত উমর (রাঃ) যয়নব বিনতে জাহাসের মাজারের উপর, হজরত আয়েশা (রাঃ) স্বীয় ভাই আব্দুর রহমান (রাঃ) এর মাজারের উপর, মুহাম্মদ ইবনে হানিফা (রাঃ) যিনি হজরত আলী (রাঃ) এর ছেলে ছিলেন তিনি হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মাজারের উপর গুম্বুজ তৈরী করেছিলেন।" (আল-মুন্তাকা শরহে মোয়াত্তা, ২য় খন্ড, ২৩ পৃ:; ইবনে বাত্তাল: শরহে বুখারী, ৩য় খন্ড, ৩১২ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ১৩৪ পৃ: بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ)।

এ ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা হানাফী মাজহাবের অন্যতম ফকিহ্ ইমাম আলাউদ্দিন কাছানী (রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন,

وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا مَاتَ بِالطَّائِفِ صَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَجَعَلَ لَهُ لَحْدًا وَأَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَجَعَلَ قَبْرَهُ مُسَنَّمًا وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا؛

-"যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়েফে ইন্তেকাল করলেন, মুহাম্মদ ইবনে হানিফা (রাঃ) তাঁর চার তাকবিরে জানাযা আদায় করলেন, তাঁকে কিবলার দিক হতে নামানো হয়েছিল এবং মাজারের উপর তাবু বা গুম্বুজ তৈরী করলেন।" (ইমাম কাছানী: কিতাবুল বাদাউছ ছানায়ে, ১ম খন্ড, ৩২০ পৃ: ও ৬৫ পৃ:)।

সুতরাং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ্ গণের মাজারের উপর গুম্বুজ তৈরী করা স্বয়ং সাহাবীগণের সুন্নাত। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রাঃ), নবী পত্নি আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) ও হজরত আলীর (রাঃ) ছেলে মুহাম্মদ ইবনে হানিফা (রাঃ) মাজারের উপর গুম্বুজ তৈরীর পক্ষে ছিলেন অথচ এ যুগের কিছু জাহেল ও অজ্ঞ লোকেরা এর বিরোধিতা করেন (নাউজুবিল্লাহ)। **হ্যাঁ, ঢালাও ভাবে সবার কবরে গুম্বুজ তৈরী করা যাবেনা বরং আউলিয়কেরামের মাজারের উপরই গুম্বুজ তৈরী করার অনুমতি রয়েছে।** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) কবরের উপর তাবু টাঙ্গানোর পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু হজরত উমর (রাঃ), মা আয়েশা (রাঃ) তাবু টাঙ্গানোর পক্ষে ছিলেন। সেক্ষেত্রে হজরত উমর (রাঃ) খোফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত বিধায় এই বিষয়টিই অগ্রাধিকার পাবে। তবে এ বিষয়ে

অতিরঞ্জিত করা ও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিৎ হবেনা। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলে তার মাজারের উপরে তাবু টানানো যাবে কিন্তু ঢালাওভাবে সকলের কবরের উপর তাবু টানানো উচিৎ হবেনা।

মাজারের উপর গিলাফ দেওয়া

উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লাহর ওলীগণের মাজারের উপর গিলাফ ছড়ানো জায়েয রয়েছে। এ ব্যাপারে একাধিক দালায়েল রয়েছে। মাজারের মধ্যে গিলাফ দেওয়ার ব্যাপারেও ছহীহ্ হাদিস বর্ণিত আছে। যেমন,

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ وُضِعَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ

-"হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর রওজা শরীফের মধ্যে একটি লাল চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" (ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৬৩১; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৯৬৭; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২০২১; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ২০১২; মুসনাদে ইবনে জাদ, হাদিস নং ১২৮৬; ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৬৮৭৬)

এই হাদিসের চাদর মোবারক কবর শরীফের ভিতরে অথবা বাহিরে উপরে হতে পারে। তবে সর্বাবস্থায় প্রমাণিত হবে সম্মানার্থে গিলাফ দেওয়া যেতে পারে। যার কারণে অনেক ফকিহ্গণ আল্লাহর ওলীগণের কবরের উপর গিলাফ দেওয়া জায়েয বলেছেন। তবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন ইহা রাসূল (ﷺ) এর জন্য খাছ ছিল। আল্লাহর ওলীগণের মাজারের উপরে গিলাফ ছড়ানোর ব্যাপারে উলামা, ফোকাহাগণ স্পষ্ট ফাতওয়া প্রদান করেছেন। যেমন এ ব্যাপারে বিশ্ব বরেন্য ফকিহ্ ও মুফাচ্ছির **আল্লামা ইসমাইল হাক্কী** (রহঃ) {ওফাত ১১২৭ হিজরী} কবরে গিলাফ দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন,

فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء ووضع الستور والعمائم والثياب على قبورهم امر جائز إذا كان القصد بذلك التعظيم فى أعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر

-"উলামা, আউলিয়া ও নেক বান্দাহ্ গণের কবরের উপর ইমারত তৈরী করা জায়েয এবং তাদের কবরের উপর পাগড়ী কিংবা কাপড় দ্বারা গিলাফ ছড়ানো জায়েয। যদি মানুষের মনে শ্রেষ্টতম ধারণা তৈরী করার উদ্দেশ্যে হয়। যাতে লোকেরা কবরবাসিকে নগণ্য মনে না করেন।" (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ৪৮২ পৃ:)।

সুতরাং ফকিহ্গণের অভিমত দ্বারাও প্রমাণ হয় কবর পাকা করা কিংবা পাশে যিয়ারতকারীর সুবিধার্থে ঘর তৈরী করা জায়েয বরং মুস্তাহাব।

হিজরী ১১শ শতাব্দির মোজাদ্দেদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে বলেন:

وَقَدْ أَبَاحَ السَّلَفُ الْبِنَاءَ عَلَى قَبْرِ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَشْهُورِينَ لِيَزُورَهُمُ النَّاسُ، وَيَسْتَرِيحُوا بِالْجُلُوسِ فِيهِ

-"পূর্বসূরী উলামা ও মাসাইখগণ কবরের উপর ইমারত তৈরী করা জায়েয বলেছেন, যাতে লোকেরা সেখানে বসে আরাম পায় ও যিয়ারত করেন।" (ইমাম মোল্লা আলী: মিরকাত শরহে মিসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৫৬ পৃ:)।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর মত মোজাদ্দিদ যেখানে কবর পাকার করার পক্ষে ফাত্ওয়া দিচ্ছেন, সেখানে যুগের মোজাদ্দেদ এর ফাত্ওয়ার মোকাবেলায় নিম মোল্লার ফাত্ওয়া অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবেনা। সুতরাং নেক বান্দাহগণের কবর পাকা করা জায়েয ও মুস্তাহাব।

১১শ শতাব্দির অন্যতম মোজাদ্দেদ ভারত উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মোহাদ্দিছ, আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: শেষ যুগের মানুষ বুজুর্গানে দ্বীনের কবরের উপর ইমারত তৈরীর প্রতি বিশেষ অভিপ্রায় হবে। যেমন- মুসলমানগণ আওলিয়কেরাম প্রতি শ্রদ্ধাশিল হয়। (শরহে ছফরুছ ছাদৎ)।

উল্লেখিত দলিল-আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ফকিহ্, মুজতাহিদ্, যুগের মোজাদ্দিদগণ, হক্কানী উলামা-মাসাইখগণ ও রাসূলে পাক (ﷺ) এর বংশধরের কোন লোকের কবর পাকা করাতে দোষের কিছু নেই বরং মুস্তাহাব। তাঁদের মাজারের পাশে যিয়ারতকারীর সুবিধার্থে ঘর তৈরী করাও জায়েয, এতে যিয়ারতকারীর যিয়ারত করে আরাম পায়।

কবরস্থানে খালি পায়ে প্রবেশের শরিয়েতে বিধান

কবরস্থানে বা মাজারে খালি পায়ে জুতা খুলে প্রবেশ করা মুস্তাহাব ও উত্তম। এতে কবর বাসীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়। প্রিয় নবীজি (ﷺ) কবরস্থানে খালি পায়ে প্রবেশের জন্য উৎসাহিত করতেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন:-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْنِ فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ

-"হজরত বাশির ইবনে খাছাছিয়্যা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদিন দেখলেন এক ব্যক্তি কবরস্থানে জুতা পায়ে যাচ্ছেন। তখন প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাকে বললেন: হে দু'পায়ে জুতা পরিহিত ব্যক্তি! তোমার জন্য আফছোছ! তুমি তোমার দু'পায়ের জুতা খুলে ফেল।" (ইমাম তাহাবী: শরহে মাআনীল আছার, হাদিস নং ২৯০৭; সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৩২৩০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৮০; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২০৭৮৪; সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ২০৪৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৫৬৮; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ১২১৪২; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১৫২১; হাফিজ ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ১০৯১; হাকেম তিরমিজি: নাওয়াদেরুল উসূল, ৩য় খন্ড, ৭ পৃ:; ইমাম ইবনে আব্দিল বার্: আত তামহিদ, ২১তম খন্ড, ৭৯ পৃ:; ইমাম নববী: খুলাছাতুল আহকাম, হাদিস নং ৩৮১৮)

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

وَأخرجه الْحَاكِم وَصَححهُ، وَكَذَا صَححهُ ابْن حزم،

-"ইমাম হাকেম (রহমতুল্লাহি আলায়হি) ইহা বর্ণনা করেছেন এবং ইহাকে ছহীহ্ বলেছেন, অনুরূপভাবে ইবনে হাজম (রহমতুল্লাহি আলায়হি) ইহাকে ছহীহ্ বলেছেন।" (ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০২ পৃ:)

এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। যদিও কেউ কেউ خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ 'খালিদ ইবনে ছামির' সম্পর্কে ভূয়া আপত্তি করে বসে। অথচ ইমাম নাসাঈ,

-"ইমাম আসকালানী বলেন: এর দ্বারা অর্থ গ্রহণ করা হবে যে, মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। যেমনিভাবে কবরের উপর বসতে নিষেধ করা হয়েছে। দুই পায়ে জুতা পরিধান করে কবরস্থানে বিচরণকারীর বিষয়টি খাছ ছিলনা বরং সকলের জন্যই এক ছিল। আর নিষিদ্ধ ছিল কবরের উপর জুতা পায়ে বিচরণ করা। আল্লাহই ইহার অবস্থা ভাল জানেন।" (ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪৪০৭ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)

আল্লা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَشْيَ عَلَى الْقُبُورِ مَنْهِيٌّ بِالنَّعَالِ وَبِغَيْرِهَا، نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ عَلَى الْقُبُورِ، فَنَبَّهَهُ بِأَمْرِ الْخَلْعِ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ أَدَبٍ وَتَوَاضُعٍ،

-"আমি বলি: প্রকাশ্য যে, কবরের উপরে জুতা সহ ও জুতা ছাড়াও বিচরণ করা নিষিদ্ধ। হ্যাঁ যদি কোন ব্যক্তি কবরের উপর জুতা সহ আরোহন করে তাহলে তাকে বিনয় ও আদক প্রদর্শনার্থে জুতা খুলার আদেশ করবেন।" (ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪৪০৭ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)

হাফিজ ইবনে জাওযী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর ফাতওয়া

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَيدل على أَنه أمره بِالْخلْع احتراما للقبور

-"ইবনে জাওযী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন: এই হাদিস দলিল হলো, আল্লাহর নবী (ﷺ) তাকে কবরবাসীর সম্মানার্থে জুতা খুলে প্রবেশ করার আদেশ দিয়েছেন।" (ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৩ পৃ:)

আল্লামা ইবনে হাজম (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর ফাতওয়া,

وَقَالَ ابْن حزم فِي (الْمحلى) : وَلَا يحل لأحد أَن يمشي بَين الْقُبُور بنعلين سبتيتين،

-"ইবনে হাজম তার 'আল মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন: কোন মানুষের জন্য হালাল হবে যে কবরস্থানে জুতা পায়ে প্রবেশ করা।" (ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০২ পৃ:)

ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন,

وَفِي (الْمُغني): ويخلع النَّعَال إِذا دخل الْمَقَابِر، وَهَذَا مُسْتَحبّ. وَاحْتج هَؤُلَاءِ بِحَدِيث بشير بن الخصاصية

-"মুগনী কিতাবে আছে, যখন কবরস্থানে খালি পায়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। যারা এরূপ আমল করেন তারা বাশির ইবনে খাছাছিয়্যা (রাঃ) এর হাদিসের উপর নির্ভর করেন।" (ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০২ পৃ:)

ইমাম কুরতবী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর ফাতওয়া,

ويخلع نعليه. كما جاء في أحاديث

-"কবরস্থানে জুতা খুলে ফেলবে যেমনটি একাধিক হাদিসে এসেছে।" (ইমাম কুরতবী: আত তাজকিরা, ১ম খন্ড, ১১ পৃ:)

উল্লেখিত দালায়েলের আলোকে প্রতিয়মান হয় যে, কবরস্থানে জুতা খুলে খালি পায়ে প্রবেশ করা ছহীহ্ হাদিস সমর্থিত ও উত্তম কাজ, যা আইম্মায়ে কেরাম বিনয় প্রকাশার্থে মুস্তাহাব ও পছন্দনীয় আমল বলেছেন। অতএব, কবর বা মাজারে সম্মার্থে জুতা খুলে খালি পায়ে প্রবেশ করা অতিউত্তম ও সওয়াবের কাজ।

মাজারে খালি পায়ে যাওয়ার কারণ

সাধারণত মুসলমানের কবরস্থানে খালি পায়ে প্রবেশের বিধান শরিয়তে রয়েছে যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর ওলীগণের মাজারে খালি পায়ে চলা নিয়ে কিছু আলোচনা ও সমালোচনা করে। আবার বাতিল পন্থিরা বলছেন ইহা ঠিকত নয়'ই বরং ফেরাউনের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি (নাউজুবিল্লাহ)। তাই এ বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। প্রিয় মুসলীম ভাই ও বোনেরা! আমাদের বক্তব্য হলো, পীরের বাড়িতে খালি পায়ে যাওয়া কোন ফরজ, ওয়াজিব নয় বরং ইহা একটি 'উত্তম আদব' ও মুস্তাহাব। কারণ প্রিয় নবীজি (ﷺ) সাহাবীদেরকে কবরস্থানে জুতা পায়ে যেতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ মু'মীন-মুসলমানের কবরস্থানে খালি পায়ে যাওয়ার নির্দেশ থাকলে আল্লাহর ওলীগণের মাজারে কিভাবে জুতা পায়ে

যাওয়া যাবে? সর্বোপরি আল্লাহর ওলীগণের মাজারে খালি পায়ে যাওয়ার ইশারা মূলত পবিত্র কোরআন থেকে পাওয়া যায়। পাশাপাশি রাসূলে পাক (ﷺ) এর হাদিস ও অনেক সূফি-সাধক এবং আউলিয়া কেরামগণের জীবন কর্ম থেকেও ইহা প্রমাণিত হয়। নিচে বিষয়টি সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলঃ-

প্রথমত: কামেল পীরের মাজারের পাশে দায়রা শরীফে সাধারণত নামাজের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া সালাতের অন্যতম শর্ত। তাই পবিত্রতার উদ্দেশ্যেই খালি পায়ে সেখানে প্রবেশ করা হয়, কারণ অজান্তে বা অনিচ্ছায় জুতার নিচে যেকোন নাপাকী থাকতে পারে। ফলে নামাজের স্থান নাপাক হওয়ার আশংকা থাকে। নামাজের স্থান নাপাক হলে নামাজ শুদ্ধ হবেনা। আর এ কারণেই পীরের দায়রা শরীফে খালি পায়ে চলা হয়।

দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহ তা'লা হজরত মূসা (ﷺ) কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন:

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

-"তোমার জুতা খুল! কেননা তুমি একটি পবিত্র উপত্যকায় রয়েছ।" (সূরা ত্বহা: ১২ নং আয়াত)।

হজরত মূসা (ﷺ) যখন ত্বোয়া উপত্যকায় আরোহন করেন তখন আল্লাহ পাক তাঁকে জুতা মোবারক খুলে উঠার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মূল কারণ হচ্ছে ইহা একটি পবিত্র স্থান, আর পবিত্র স্থানে গেলে জুতা খুলে যেতে হয় এই শিক্ষা মূসা (ﷺ) কে স্বয়ং আল্লাহ পাক'ই দিয়েছেন। কামেল পীরের মাজারে অবশ্যই মুসলমানের কাছে পবিত্র, তাই জুতা খুলে যাওয়াই উচিৎ।

এই আয়াত সম্পর্কে আল্লামা ইমাম কুরতবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত ৬৭১ হিজরী} এ তদীয় তাফছির গ্রন্থে বলেন-

أُمِرَ بِخَلْعِ النَّعْلَيْنِ لِلْخُشُوعِ وَالتَّوَاضُعِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ اللهِ تَعَالَى.

-"বিনয়, নম্রতা ও আল্লাহ তা'লার দরবারে মোনাজাতের কারণেই জুতা খুলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" (তাফছিরে কুরতবী, ১১তম জি: ১৪৭ পৃ:)।

এই এবারত দ্বারা প্রমাণিত হয়, ৩টি কারণে জুতা খুলা যায়। যথা: ১. বিনয়, ২. নম্রতা, ৩. আল্লাহ তা'লার কাছে মোনাজাতের সময়। কামেল পীরের মাজারে বিনয়, নম্রতা ও আল্লাহ তা'লার কাছে মোনাজাত সবই করতে হয়। তাই এসব কারণে সেখানে খালি পায়ে চলা উচিৎ। এ বিষয়ে অন্যত্র আরো উল্লেখ আছে,

لأن الحفوة أدخل في التواضع. وحسن الأدب ولذلك كان السلف الصالحون يطوفون بالكعبة حافين،

-"কেননা খালি পায়ে প্রবেশ করা মূলত নম্রতা ও উত্তম আদব। বিনয় ও আদবের কারণে ছল্‌ফে ছালেহীনগণ খালি পায়ে পবিত্র কাবা ঘর তাওয়াফ করতেন।" (তাফছিরে রুহুল মাআনী, ১৬তম জি: ৬৭৭ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী শরীফ, ১১তম জি: ১৪৭ পৃ:)।

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন! কাবা ঘরে তাওয়াফের সময় খালি পায়ে তাওয়াফ করা ফরজ ওয়াজিব নয়, কিন্তু সূরা ত্বোহা এর ১২ নং আয়াতের প্রতি কেয়াস করে সালফ এবং খালফগণ আদব ও বিনয় প্রকাশার্থে খালি পায়ে তাওয়াফ করেন। কারণ এটা ছিল কাবা ঘরের প্রতি তাজিম ও সম্মান। আমরা পূর্বে জেনেছি মুসলমানের কবরস্থানের সম্মানেও খালি পায়ে করবস্থানে প্রবেশ করতে হয়। সেখানে আল্লাহর ওলীগণের মাজারে প্রবেশের সময় জুতা খোলা যাবেনা এটা কি ধরণের যুক্তি হতে পারে। কাবার সম্মানে জুতা খোললে শিরিক হয়না, মুসলমানের কবরস্থানে সম্মানে জুতা খোললে শিরিক হয়না, তাহলে আল্লাহর ওলীগণের সম্মানে জুতা খোললে শিরিক হবে এটা কি হাস্যকর কথা নয়!?

ইমাম কুরতবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো বলেন-

أَنَّ الْحَرَمَ لَا يُدْخَلُ بِنَعْلَيْنِ إِعْظَامًا لَهُ.

-"নিশ্চয় হারাম শরীফে জুতা পায়ে প্রবেশ করবেনা ইহা কা'বার তাজিমের কারণে।" (তাফছিরে কুরতবী, ১১তম খন্ড, ১৭৩ পৃ:)।

এ সম্পর্কে বিভিন্ন মোফাচ্ছেরীনে কেরামগণ তদীয় স্ব-স্ব তাফছির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

امر بذلك لان الحفوة ادخل فى التواضع وحسن الأدب

-"এ জন্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, খালি পায়ে প্রবেশ করা নম্রতা ও উত্তম আদবের বহি:প্রকাশ।" (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৬তম জি: ৬৭৭ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৪২৭ পৃ:; তাফছিরে বায়দ্বাবী, ৩য় জি: ৫৫ পৃ:)।

লক্ষ্য করুন! কাবা তাওয়াফের সময় খালি পায়ে তাওয়াফ করতে হবে এরূপ নির্দেশ পবিত্র কোরআনের কোথাও নেই, অথচ পূর্ববর্তী ছল্‌ফে ছালেহীনগণ কাবা ঘরের সম্মানে খালি পায়ে তাওয়াফ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, 'ছল্‌ফে ছালেহীন' বলতে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়। কাবা ঘরের সম্মানে যদি খালি পায়ে যাওয়া যায়, তাহলে আল্লাহর ওলীগণের সম্মানে খালি পায়ে যাওয়া যাবেনা কেন? অথচ আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন-

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

-"সম্মান আল্লাহর জন্য, সম্মান রাসূলের জন্য, সম্মান মু'মীন বান্দাগণের জন্য কিন্তু মোনাফেকরা তা বুঝেনা।" (সূরা মুনাফিকুন: ৮ নং আয়াত)

পবিত্র হাদিস শরীফে মু'মীন বান্দাণের সম্মান ও তাজিমের বিষয়ে রাসূলে পাক (ﷺ) এরশাদ করেন:-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ قَالَ: نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكَرِيزِيُّ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ تَمَّامٍ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ**

-"হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহর দরবারে মু'মীনদের চেয়ে অধিক সম্মানীত কিছুই নেই।" (ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৬০৮৪, ৭১৯২; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ৮৯৭)

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করা যায়,

أنبأ حَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا حَجَّارُ بْنُ مُسْلِمٍ الْوَابِشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ **سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ**

-"হজরত সাঈদ ইবনে জুনাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহর দরবারে মু'মীনদের চেয়ে অধিক সম্মানীত কিছুই নেই।" (ইমাম আবু নুয়াইম: মারেফাতুস সাহাবা, হাদিস নং ৩২৪১; ইমাম ইবনুল আছির: উসদুল গাবা, ১৯৭৪ নং রাবীর ব্যাখ্যায়)

হাদিস শরীফে মু'মীনদের মর্যাদার বিষয়ে রাসূলে পাক (ﷺ) আরো এরশাদ করেন:-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، وَالْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ نَافِعٍ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ..... وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى البَيْتِ أَوْ إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنْكِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا.**

-"হজরত ইবনে উমর (রাঃ) একবার কাবা ঘরের দিকে তাকালেন এবং বললেন: কত মর্যাদা তোমার, কত বিরাট তোমার সম্মান! কিন্তু আল্লাহর নিকট মু'মীনের মর্যাদা তোমার চেয়েও বড়। ইমাম আবু ঈসা তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: এই হাদিস হাছান। আবু বারজা আল-আসলামী (রা.) এর বরাতেও নবী করিম (ﷺ) থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে।" (তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ২৩ পৃ: হাদিস নং ২০৩২; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৭৬৩)

ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর পাশাপাশি কুখ্যাত তাহকিককারী নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে حَسَنٌ 'হাছান' বলেছে। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ الْعَبْدُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ شَرَّفَكِ اللهُ وَكَرَّمَكِ، وَعَظَّمَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ

-"আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা ও দাদার সূত্রে নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) একদিন কাবা ঘরের দিকে তাকালেন এবং বললেন: অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে পুতপবিত্র, সম্মানিত ও অধিক মর্যাদাবান করেছেন। একজন মু'মীনের মর্যাদা আল্লাহর কাছে তোমার চেয়েও বেশী।" (ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৫৭১৯; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৮১৭; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ২৬৩)

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখযোগ্য,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثنا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا أَطْيَبَكِ، وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ

-"হজরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) বরেণ, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কাবার দিকে একদিন তাকালেন ও বললেন: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই যিনি তোমাকে পবিত্র করেছেন, তোমার বাতাসকে পবিত্র করেছেন এবং তোমার সম্মানকে মর্যাদাসীন করেছেন। একজন মু'মীনের মর্যাদা তোমার চেয়েও অনেক বেশী।" (ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১০৯৬৬; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ২৭৭৫৪; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৮১৯)

সুতরাং রাসূলে পাক (ﷺ) এর এই হাদিস সাক্ষী দিচ্ছেন, মুমীনে কামিল তথা আল্লাহর ওলীগণের মর্যাদা কাবা ঘরের চেয়েও অধিক সম্মানিয়। আর আল্লাহর ওলী যারা হয় তারাই প্রকৃত মু'মীনের কামেল। তাই কাবা ঘরের

সম্মানে যদি কাবার কাছে খালি পায়ে যাওয়া যায়, তাহলে **কাবার চেয়ে অধিক সম্মানী আল্লাহর ওলীগণের কাছে খালি পায়ে যাওয়া যাবেনা কেন?**

হাম্বলী মাজহাবে ইমাম, হজরত আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর সম্মানিত পীর ও মোর্শিদ বিশিষ্ট তাবেঈ হজরত বিশর হাফী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় পীরের বাড়িতে খালি পায়েই যেতেন। খালি পা অবস্থায় আপন পীরের তাওয়াজ্জুহ পাওয়ার কারণে তিনি কোনদিন জুতা পায় দেননি। (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৪২৭ পৃ:; আদাবুল মুরিদ)।

বিশ্বখ্যাত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত ১১২৭ হিজরী} তদীয় কিতাবে আরো উল্লেখ করেন-

لا ينبغى لبس النعل بين يدى الملوك إذا دخلوا عليهم

-"রাজ্যের বাদশার সামনে জুতা পরিধান করবেনা যখন তাঁর নিকট তোমরা প্রবেশ করবে।" (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৪২৭ পৃ:)।

লক্ষ্য করুন! জাগতীক একজন বাদশার সামনে যদি জুতা পায়ে যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তাহলে যারা দুনিয়া ও আখেরাতের সু-সংবাদ প্রাপ্ত এবং আল্লাহ তা'লার মনোনিত বান্দাহ তাঁদের মাজারে জুতা পায়ে যাওয়া আদব সম্মত হবে কিভাবে?

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

"তুমি যদি আল্লাহ সাথে বসতে চাও-
তাহলে ওলীগণের কাছে বস"

অন্যত্র মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

"তুমি যদি ওলীগণের মজলিস থেকে জুদা হও-
তাহলে আল্লাহ তা'লা থেকে জুদা হয়ে যাবে।"

আল্লাহর ওলীগণের কাছে বসলে আল্লাহর কাছে বসার হক্ব আদায় হয়ে যায়, এবং তাঁদের মজলিসে বসা আল্লাহর মজলিসে বসার তুল্য। মূসা (আলাইহিস সালাম) পাহাড়ে নূর দেখে জুতা খুলে ছিলেন, আর সেখানে স্বয়ং আল্লাহর বন্ধুর

কাছে আল্লাহর মজলিসে কিভাবে জুতা পায়ে দিবেন? এ বিষয়ে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِى بِهَا،

-"আমি আল্লাহ তাঁর কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, আমি তাঁর হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে, আমি তাঁর পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলাফেরা করে।" (ছহীহ্ বুখারী, ২য় খন্ড, ৯৬৩ পৃ:; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, ২১০ পৃ:) ছহীহ্ হাদিস।

হাদিস শরীফে আছে-

لسانه لسان الله وعينه عين الله وقلبه قلب الله

-"আল্লাহর ওলীগণের জিহ্বা আল্লাহর জিহ্বা, তাঁদের চোখ আল্লাহর চোখ, তাঁদের ক্বাল্ব আল্লাহর ক্বাল্ব।" (ভেদে মা'রেফত, ২৯ পৃ:, কৃত: মাও: ইসহাক সাহেব চরমুনাই)

সুতরাং আল্লাহর ওলীগণের সর্বাঙ্গ আল্লাহর মনোনিত। তাই তাঁদের কাছে গেলে অতিব আদবের সাথেই যাওয়া উচিৎ। কারণ মহান আল্লাহ তা'লা অন্য কোন স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে ﷻ (আলা) তথা 'সাবধান' কথাটি বলেননি, একমাত্র আল্লাহর ওলীগণের কথা বলতে গিয়েই বলেছেন: ﷻ (আলা) সাবধান। যেমন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

-"সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় নাই ও তাঁরা চিন্তিত হবেনা।" (সূরা ইউনূছ: ৬২ নং আয়াত)।

অত্যাধিক পাওয়ারফুল বোল্টেজ সম্পন্ন বিদ্যুতের কাছেই 'সাবধান' কথাটি লিখা থাকে। তাই যাদের ব্যাপারে 'সাবধান' বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তাঁদের কাছে অতিব আদব, বিনয়, নম্রতা ও সাবধানতার সাথেই যাওয়াই উচিৎ।

আপত্তি ও তার জবাব

আপত্তি নং ১ ঃ হাদিস শরীফে আছে:

-"রাসূলে পাক (ﷺ) কবরে চুনকাম, ইমারত তৈরী করা ও কবরের উপর বসা নিষেধ করেছেন।" তাহলে রাসূল (ﷺ) নিষেধ অমান্য করে কবর পাকা করা কিভাবে জায়েয হল ?

জবাবঃ আল্লাহর হাবীব (ﷺ) সর্বসাধারণের কবর ঢালাওভাবে পাকা করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু হক্কানী উলামা-মাসাইখগণের কবর পাকা করতে নিষেধ করেননি, যা অন্যান্য ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা কিছু হাদিস উল্লেখ করেছি, প্রয়োজনে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিন। দয়াল নবীজি (ﷺ) কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন আবার স্বীয় পুত্র হজরত ইব্রাহিম (رضي الله عنه) এর মাজার শরীফে কাকর স্থাপন করেছেন। এতে বুঝা যায় রাসূলে পাক (ﷺ) এর বংশধরের কবর পাকা করলে অসুবিধা নেই। রাসূল (ﷺ) কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন, আবার সিদ্দিকে আকবর আবু বকর (رضي الله عنه), হজরত উমর (رضي الله عنه)সহ অনেক সাহাবীগণ কবর পাকা করেছেন ও কবর পাকা করে দেওয়ার জন্য ওছিয়াত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহর হাবীব (ﷺ) এর বিশেষ উম্মতগণের কবর পাকা করা নিষেধ নয়। সকল হাদিস বিশ্লেষণ করে যুগের ইমাম, ফকিহ্ ও মোজাদ্দেদগণ খাছ বান্দাগণের কবর পাকা জায়েয বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।

আপত্তি নং ২: দ্বীনের ফকিহ্গণ কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন কেন? তারা কি আপনাদের উল্লিখিত দলিল গুলো জানতেন না?

জওয়াব: দ্বীনের কোন ফকিহ্ কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন তা আপনারা উল্লেখ করতে পারেননি। যেখানে হিজরী ১১শ শতাব্দির মোজাদ্দিদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمة الله عليه), ১০ম শতাব্দির অন্যতম মোজাদ্দেদ আল্লামা শায়েখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (رحمة الله عليه), এমনকি ইমামে আজম আবু হানিফা (رحمة الله عليه), বিখ্যাত হানাফী ফকিহ্ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (رحمة الله عليه), দূর্রুল মোখতারের কাতিব আল্লামা

শেখ আলাউদ্দিন হাসকাফী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী বরুছয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), বাদাউছ ছানায়ের কাতিব আল্লামা আলাউদ্দিন আবু বকর আল কাছানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), আল্লামা আমজাদ আলী আজমী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), ১৪শ শতাব্দির মোজাদ্দেদ আল্লামা আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)সহ অসংখ্য ফোকাহা ও মাশাইখগণ কবর পাকার পক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন। ৮ম ও নবম শতাব্দির মোজাদ্দেদ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) উভয়ের মাজার পাকা করা। চার মাজহাবের ইমামগণের মাজার পাকা করা। অসংখ্য নবীগণের মাজার পাকা করা। ৬ষ্ঠ শতাব্দির মোজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), ৭শ শতাব্দির মোজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), অষ্টম শতাব্দির মোজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম তক্বী উদ্দিন ছুবুকী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)সহ চার ত্বরিকার ইমামগণের মাজারসমূহ পাকা করা। তাহলে **আপনারা কোন ফকিহ্'র কথা বলছেন?** কোথাও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর ও তার চেলাদের কথা বলছেন না'তো?

আপত্তি নং ৩ঃ হজরত হায়্যাজ আসাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন, হজরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে ঐ কাজের জন্য পাঠাব যে কাজের জন্য হুজুর (ﷺ) আমাকে পাঠিয়েছেন? কাজটি হল কোন ফটো বিনষ্ট করা ব্যতীত ছেড়ে দিবে না, আর কোন উচু কবর সমান করা ব্যতীত ছেড়ে দিবে না। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় কবর উচু এবং পাকা করা জায়েয নয়।

জওয়াবঃ শেরে খোদা হজরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে অধিক উচু কবর ভাঙ্গতে বলেছেন, কিন্তু সুন্নাত পরিমান উচু কবর ভাঙ্গতে বলেননি। তাছাড়া যে সকল উচু কবর ভাঙ্গতে বলা হয়েছে সে গুলো ছিল ইহুদী ও নাছারাদের কবর, কোন মুসলমানের কবর ছিল না। যেমন ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ আছেঃ

الرواية الصحيحة قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت

-"নবী করিম (ﷺ) মুশরীকদের কবর উপড়ে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন।" (ইমাম আসকালানীঃ ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, ২৬৬ পৃঃ; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৯৩২)।

এ ব্যাপারে হিজরী ৮ম শতাব্দির মোজাদ্দেদ, আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেনঃ

أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم

(আয় দুনা গায়রিহা মিন কুবুরিল আম্বিয়া ওয়া ইত্তেবাইহিম লিমা ফি জালিকা ইহানাতু লাহুম) -"নবী করিম (ﷺ) তাঁর অনুসারিদের কবর বাদ দিয়ে উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এটা তাদের জন্য তিরস্কারের মত।" (ফাতহুল বারী শরহে বুখারী; উমদাতুল ক্বারী, ৪র্থ খন্ড, ১৭২ পৃঃ)।

কারণ মুসলমান সাহাবীদের কবর তৈরী করা হয়েছিল রাসূল (ﷺ) এর শিক্ষা মোতাবেক। এ জন্যে ঐ কবরগুলো মুসলমানের হতে পারেনা। নাকি সাহাবীরা রাসূলের (ﷺ) শিক্ষার বিপরীত নিয়মে কবর তৈরী করতেন? (নাউজুবিল্লাহ) এমনকি আল্লাহর নবী (ﷺ) এর রওজা মোবারকও উচু ছিল, যেমনঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَا طِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ.

-"হজরত কাশিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, একদা আমি মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ওহে মা! আপনি আমার জন্যে রাসূল (ﷺ) ও তাঁর দুই সাহাবীর মাজারদ্বয় উন্মোচন করুন এবং তিনি তাই করলেন। আমি দেখি ঐ কবর শরীফ গুলো বেশী উচুও ছিলনা আবার নিচুও ছিলনা। কবর গুলোর উপর ময়দানের লাল কাকর ছড়ানো ছিল।" (সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৩২২০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৩৬৮; ইমাম বায়হাক্বীঃ সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৬৭৫৮; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৪৫৭১; ইমাম বাগভীঃ

শরহে সুন্নাহ, ৫ম খন্ড, ৪০২ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ১৪৯ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত-শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৬৯ পৃ:; আশিয়াতুল লুময়াত)।

যেমন অপর রেওয়াতে আছে,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَقَابِرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا سُفْيَانُ التَّمَّارُ قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا

-"হজরত ছুফিয়ান তাম্মার (ﷺ) বলেন, রাসূল (ﷺ) এর রওজা মোবারক উটের পিঠের মত কূজ দেখেছি।" (ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ১৩৯০ নং হাদিসের শেষে; ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৭৭২৯; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৬৭৬০; মেসকাত শরীফ, ১৪৮ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৫৪ পৃ:)।

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ ابْنِ عُمَرَ بَعْدَمَا دُفِنَ بِأَيَّامٍ مُسَنَّمًا

-"আবী উছমান এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) এর কবরকে উটের পিঠের ন্যায় কূজ উচু দেখেছি।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ১১৭৩৭)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ قُبُورَ شُهَدَاءِ أُحُدٍ جُثًّا مُسَنَّمَةً

-"হজরত শাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধে শহিদদের মাজার সমূহ উটের পিঠের ন্যায় কূজ উচু দেখেছি।" (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ১১৭৩৬)

ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন: কবর অধিক উচু হবে না আবার জমীনের সাথে সমানও হবেনা। ইমামে আজম আবু হানিফা (ﷺ) বলেছেন: কবর এক হাত উচু করা সুন্নাত। এমনকি কবর জমীনের সাথে সমান করা সুন্নাতের খেলাফ, অথচ আলী (ﷺ) এর হাদিসে বলা আছে কবর জমীনের সাথে সমান করে দেওয়ার জন্য, তাহলে কি হজরত আলী (ﷺ) সুন্নাতের

খেলাফ কাজ করেছেন? অবশ্যই না। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হজরত আলী (ﷺ) যে কবর গুলো ভাঙ্গতে নির্দেশিত হয়েছিলেন এগুলো ইহুদী-নাছারাদের কবর ছিল, নচেৎ অনেক সাহাবীদের মাজার উচু ছিল সেগুলো আলী (ﷺ) ভাঙ্গলেন না। প্রমাণিত হল: মুসলমানের কবর জমীনের সাথে সমান করা সুন্নাতের খেলাফ, তাই যথা নিয়মে মুসলমানের কবর উচু করা সুন্নাত। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, কোন মুসলমানের কবরে আঘাত করা নাজায়েয, ভাঙ্গাত দূরের কথা। যেমন হাদিস শরীফে আছে:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

-"হজরত আয়েশা (ﷺ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জিবীত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার সমান।" (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৪৭৩৯; সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৩২০৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৬১৬; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ২৮৫; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৩১৬৭; সুনানে দারে কুতনী, হাদিস নং ৩৪১৫; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৯৫ পৃ:; শরহে সুন্নাহ, ৫ম খন্ড, ৩৯৩ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৭৭৫৫; মেসকাত শরীফ, ১৪৯ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৭০ পৃ:) সনদ ছহীহ্।

এ বিষয়ে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ أَوْلَا تُؤْذِهِ.

-"হজরত আমর ইবনে হাজম (ﷺ) বলেন, নবী করিম (ﷺ) আমাকে একটি কবরের সাথে হেলান দেওয়া দেখে বলেন, কবর বাসীকে (হেলান দেওয়ার মাধ্যমে) কষ্ট দিওনা।" (মুসনাদে আহমদ, ৩৯ তম খন্ড, ৪৭৬ পৃ: مُسْنَدُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ; মেসকাত শরীফ, ১৪৯ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৭৬ পৃ:)

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর সনদকে صحيح ছহীহ্ বলেছেন। (মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৪র্থ খন্ড, ১৩১ পৃ: ৫৬ নং বাবের ব্যাখ্যায়)

হাদিসটির আরেকটি সনদ রয়েছে যেমন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ،

-"আলী ইবনে আব্দুল্লাহ- ইবনে ওহাব- আমর ইবনে হারেছ- বাকর ইবনে ছুওয়াদা জুযামী- যিয়াদ ইবনে নাঈম হাদ্বরামী- আমর ইবনে গাজম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)... ।" (মুসনাদে আহমদ, ৩৯ তম খন্ড, ৪৭৬ পৃ: مُسْنَدُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ)

হজরত আমর ইবনে হাজম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে কবরে হেলান দিয়েছিলেন সেটা অবশ্যই জমীনের সাথে সমান ছিলনা, কারণ জমীনের সাথে সমান এমন কবরে হেলান দেওয়া যায় না। এখানেও প্রমাণিত হয়ে গেল সাহাবীদের কবর উচু করা ছিল আর তা রাসূলের (ﷺ) সম্মতিতেই। সুতরাং আল্লাহর হাবীব (ﷺ) নির্দেশ মোতাবেক মুসলমানদের কবরে আঘাত করা এবং মৃত ব্যক্তির গায়ে আঘার করা উভয় নিষেধ। তাহলে হজরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে কবর গুলো ভেঙ্গেছেন সেগুলো অবশ্যই মুসলমানের কবর ছিলনা, কারণ মুসলমানের কবর ভাঙ্গা'ত দূরের কথা সেখানে হেলান দিয়ে বসা পর্যন্ত নিষেধ।

আপত্তি নং ৪ঃ কবর পাকা করা ও এর উপর গিলাফ দেওয়া অপচয়, আর অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

জওয়াবঃ আপনাদের ধৃষ্টতা দেখে আর্শ্চয্য হচ্ছি! তাহলে কি প্রিয় নবীজির সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূলে পাক (ﷺ) এর রওজা মোবারক পাকা করে দিয়ে অপচয় করেছেন? (নাউজুবিল্লাহ)। তাঁরা কি অপচয় বুঝতেন না? অথচ সাহাবীগণের কর্ম আমাদের জন্য সুন্নাত। অসংখ্য ফকিহ্, মোজাদ্দেদ ও মুজতাহিদ্গণের ফাতওয়া দিয়েছেন নেক বান্দাহ্গণের কবরে গিলাফ দেওয়া জায়েয আর আপনারা বলছেন অপচয়। আপনাদের কথায় বুঝা যাচ্ছে অপচয় কাকে বলে দ্বীনের মুজতাহিদ্, মোজাদ্দেদ ও ফোকাহাগণ জানতেন না। জেনে রাখা আবশ্যক যে, হজরত মুজাহিদ (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: নেক কাজে যত বেশী খরচ হউক তা অপচয় হয় না।

ছহীহ্ হাদিসের আলোকে

কদমবুছি বা পদচুম্বন করা

প্রথমেই কদমবুছি শব্দের অর্থ স্পষ্ট করা প্রয়োজন। 'কদম' অর্থ পদ বা পা; বুছি যা-ফার্সী শব্দ এবং এর অর্থ 'চুম্বন'। তাই কদমবুছির অর্থ হল 'পদচুম্বন করা'। ইসলামী শরিয়াতে কদমবুছী একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা হজরত রাসূলে করিম (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং ছাল্ফে-ছালেহীনের আমল থেকে প্রমাণিত। আজ পর্যন্ত সূফী-সাধক, হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও সুন্নী মু'মীন-মুসলমানের কাছে এরূপ শরিয়াত সম্মত কদমবুছী প্রচলিত আছে। বড়দের ও কোন পবিত্র জিনিসের প্রতি সম্মান বা আদব প্রদর্শন ইসলামী শিষ্টাচারের মূল ভিত্তি গুলোর একটি। তাই শরিয়াত সম্মতভাবে বড়দের সম্মান প্রদর্শনার্থে কদমবুছি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আমল। যেহেতু বিষয়টি রাসূলে পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে ছহীহ্ হাদিস থেকে ও নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রমাণিত আছে, সেহেতু এ আমলের বিরুদ্ধে কথা বলা মূলত রাসূল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কথা বলারই নামান্তর, যা প্রকাশ্য কুফূরী। নিচে কদমবুছী সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরা হল:- পবিত্র হাদিস শরীফে আছে,

হাদিস নং ১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ، عَنْ جَدِّهَا، زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ،

-"হজরত জারেইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বনী কায়েছ গোত্রের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি বলেন: যখন আমরা মদিনায় আগমন করলাম, দ্রুতগতিতে ছাওয়ারী থেকে নামলাম। তিনি বলেন অত:পর আমরা আল্লাহর নবী (ﷺ) এর হাত মোবারকে চুম্বন করলাম ও তাঁর কদম মোবারকে চুম্বন করলাম।" (সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৫২২৫; ইমাম বায়হাক্বী: আল-আদাব, হাদিস নং ২২৬;

বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৮৫৬০; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ১২তম খন্ড, ২৯২ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৩৫৮৭; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ৮৫ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, হাদিস নং ৪৬৮৮; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৭ম খন্ড, ৪৩৭ পৃ:; শরহে ত্বাবী, ৪৬৮৮; ইমাম আসকালানী: তালখিসুল হাবির, ২১৮১; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৪৬৮৮; শরফুল মোস্তফা, ৪র্থ খন্ড, ৫৪৯ পৃ:; ইমাম. বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়াত, ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৬৭ পৃ:; জমেউল উছুল, হাদিস নং ৯৩২৫; ইমাম যায়লায়ী: নাছবুর রায়া, ৪র্থ খন্ড, ২৫৮ পৃ:; ইমাম নববী: আল আজকার, হাদিস নং ৭৫১)

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন-

فتح الباري ١١/٥٧ جيد

-"ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১/৫৭, সনদ 'জায়্যেদ' তথা অতি-উত্তম।" (রওদ্বাতুল মোহাদ্দেছীন, হাদিস নং ২৪৮০; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৭ পৃ: ৬২৬৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)

অতএব, ছহীহ্ সনদের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে পাক (ﷺ) এর পবিত্র হস্ত ও পদ চুম্বন করতেন। সুতরাং, কদমবুছী শরিয়াতে ভিত্তিহীন কোন বিষয় নয় বরং ইহা একটি সুন্নাত আমল যা মাশহুর পর্যায়ের ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিসে,

হাদিস নং ২

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَغُنْدَرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضى الله عنه: أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ

-"হজরত ছাফওয়ান ইবনে আছ্ছাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নিশ্চয় একদল ইয়াহুদী নবী করিম (ﷺ) এর হাত মোবারক ও কদম মোবারকে চুম্বন করেছেন।" (ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ: আল-আদাব, হাদিস নং ৩; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৭৩৩; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ৪০৭৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮০৯২; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৩৫২৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৭০৫;

মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২৬২০৭; ইমাম যায়লায়ী: নাছবুর রায়া, ৪র্থ খন্ড, ২৫৮ পৃ:; ইমাম আসকালানী: আদ্ দেরায়া, ২য় খন্ড, ২৩২ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম,হাদিস নং ২০; জামেউল উছুল, হাদিস নং ৮৯২৯; ইমাম আসকালানী: তালখিছুল হাবির, ৪র্থ খন্ড, ১৭৩ পৃ:; ইমাম নববী: আল-আজকার, হাদিস নং ৭৫৭; ইমাম নববী: রিয়াদুস ছালেহীন, হাদিস নং ৮৮৯)।

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিজি (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -"এই হাদিস হাছান-ছহীহ্।" (তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৭৩৩)

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.

-"আসহাবে সুনান এই হাদিস শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন।" (ইমাম আসকালানী: তালখিছুল হাবির, ৪র্থ খন্ড, ১৭৩ পৃ:)।

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে 'রওজাতুল মোহাদ্দেছীন' কিতাবে আছে,

إسناده صحيح قال الإمام النووى فى الرياض ١ / ٢٨٨ رواه الترمذى وغيره بأسانيد صحيحة.

-"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্। ইমাম নববী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় 'রিয়াদ্ব' গ্রন্থে বলেন: ইমাম তিরমিজি ও অন্যান্যরা ছহীহ্ সনদে ইহা বর্ণনা করেছেন।"

এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে আল্লামা সিরাজুদ্দিন আবু হাফ্ছ উমর ইবনে আলী ইবনে আহমদ আল মিছরী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত ৮০৪ হিজরী} বলেন:

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه بأسانيد صَحِيحَة.

-"ইমাম তিরমিজি (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), নাসাঈ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইবনে মাজাহ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্ব স্ব ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।" (আল্লামা ইবনে মুলাক্কিন: বাদরুল মুনীর, ৯ম খন্ড, ৪৮ পৃ:)।

সুতরাং আবারো ছহীহ রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল, সাহাবায়ে কেরাম কদমবুছী করেছেন এবং আল্লাহর নবী (ﷺ) কদমবুছী গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইহুদীরা ইসলাম কুবুল করার উদ্দেশ্যই এসেছিলেন। তাই বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, রাসূলে পাক (ﷺ) এর শরিয়াতে কদমবুছীর আমল রয়েছে। এর সমর্থনে আরেকটি রেওয়াত রয়েছে,

হাদিস নং ৩

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةٍ قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

-"হজরত ইবনে উমর (ﷺ) এর রেওয়াতের মধ্যে লম্বা কাহিনীর পরে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন: অত:পর তাঁরা রাসূলে পাক (ﷺ) এর নিকটবর্তী হলেন এবং প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর হস্ত ও পদচুম্বন করলেন। ইমাম আবু দাউদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিস বর্ণনা করেছেন।" (আল্লামা ইবনে মুলাক্কিন: বাদরুল মুনীর, ৯ম খন্ড, ৪৮ পৃ:; ইমাম আস্কালানী: তালখিছুল হাবির, ৪র্থ খন্ড, ২৪৬ পৃ:)।

আবারো ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণ হল, স্বয়ং দ্বীনের নবী রাসূলে পাক (ﷺ) কদমবুছীর পক্ষে ছিলেন। কারণ লোকেরা নবী পাক (ﷺ) এর কদমবুছী করেছেন আর প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাদেরকে বাধা দেননি বরং কদমবুছী গ্রহণ করেছেন। এতেই প্রমাণ হয়, ইহা রাসূল (ﷺ) এর অনুমোদিত সুন্নাত।

হাদিস নং ৪

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তদীয় কিতাবে একটি রেওয়াত উল্লেখ করেছেন,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ صَبَاحِ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ أَبَانَ ابْنَةُ الْوَازِعِ، عَنْ جَدِّهَا، أَنَّ جَدَّهَا الْوَازِعَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا فَقِيلَ: ذَاكَ رَسُولُ اللهِ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا

-"হজরত ওয়াজে ইবনে আমের (ﷺ) বলেন, আমরা দয়াল নবীজির কাছে আগমন করলাম, কেউ একজন বললেন: এই যে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)!! অত:পর আমরা নবী পাকের মোবারক হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধরে চুমু খেলাম।" (ইমাম বুখারী: আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৯৭৫)।

এই হাদিসের সনদে أم أبان 'উম্মু আবান' নামক একজন রাবী রয়েছে, যাকে লা-মাজহাবীরা 'মজহুল' বা অপরিচিত রাবী বলতে চান। অথচ হাফিজুল হাদিস ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর সম্পর্কে বলেন:

أم أبان بنت الوازع بن زارع. عن جدها أنه قبل يدى النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه.

-"উম্মে আবান হল 'অজাইন ইবনে জিরাইন (ﷺ)' এর কন্যা। সে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন: লোকেরা আল্লাহর নবী (ﷺ) এর হাঁত ও পা মোবারকে চুম্বন করেছেন।" (ইমাম যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল, রাবী নং ৯৯২৯)।

এই রাবী সম্পর্কে শারিহে বুখারী হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

أم أبان بنت الوازع ابن الزارع مقبولة

-"উম্মু আবান হল 'অজাইন ইবনে জিরাইন (ﷺ) এর কন্যা, আর সে মকবুলা বা গ্রহণযোগ্য রাবী।" (ইমাম আসকালানী: তাকরীবুত তাহজিব, রাবী নং ৮৭০০)।

স্বয়ং ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'আল আদাবুল মুফরাদ' কিতাবে এই হাদিসের সনদে তার নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে:

امْرَأَةٌ مِنْ صَبَاحِ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ أَبَانَ ابْنَةُ الْوَازِعِ، عَنْ جَدِّهَا،

-"আব্দুল কায়েছ গোত্রের একজন মহিলা যাকে 'উম্মু আবান' বলা হয় আর তিনি 'অজাইন (ﷺ)' এর কন্যা।" (ইমাম বুখারী: আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৯৭৫ এর সনদ লক্ষ্য করুন)।

আফছুছের বিষয় হল, মাকতাবায়ে শামেলার মধ্যে হাদিসটি সনদবিহীন উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'উম্মে আবান' একজন অপরিচিত রাবী। অথচ 'আদাবুল মুফরাদে' সনদ সহ এই হাদিসটি সমালোচনা বিহীন উল্লেখ আছে যার একটি মূল কপি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। যারা এরূপ ছলচাতুরী করছেন, আল্লাহ যেন তাদের হেদায়েত করেন। অতএব, হাদিসটি আপত্তিহীন ভাবে ছহীহ্ প্রমাণিত। তাই আবারো ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কদমবুছীর পক্ষে ছিলেন। কারণ সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবীজির কদমবুছী করেছেন এবং নবী পাক (ﷺ) কদমবুছী গ্রহণ করেছেন। সুতরাং কদমবুছী করা রাসূলে পাক (ﷺ) কর্তৃক অনুমোদিত সুন্নাত।

হাদিস নং ৫

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে আরেকটি রেওয়াত উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ

-"হজরত ছুহাইব (رضي الله عنه) বলেন: নিশ্চয় আমি হজরত আলী (رضي الله عنه) কে হজরত আব্বাস (রাঃ) এর হস্ত ও পদ চুম্বন করতে দেখেছি।" (ইমাম বুখারী: আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৯৭৬; ইমাম ইবনে আসাকির: তারিখে দামেস্ক, ২৬তম খন্ড, ৩৭৬ পৃ:; ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, ১৩তম খন্ড, ২৪০ পৃ:; ইমাম যাহাবী: তারিখে ইসলামী, ২য় খন্ড, ২০২ পৃ:; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আলামী নুবালা, ৩য় খন্ড, ৪০০ পৃ:; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৭ম খন্ড, ৪৩৭ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৭৩৩০; ইমাম ছিয়ূতী: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ৩৩৪১২)।

এই হাদিসের সনদে صُهَيْب 'হজরত ছুহাইব (رضي الله عنه)' সম্পর্কে লা-মাজহাবীরা সমালোচনা করে, অথচ তিনি নবীজির চাচা হজরত আব্বাস (রাঃ) এর গোলাম ও একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। আর সাহাবীদের সমালোচনা করাই ওহাবীদের চিরাচরিত স্বভাব। হজরত ছুহাইব (رضي الله عنه) সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।" (ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৭৭০, ইমাম যাহাবী: সিয়ারু আলামী নুবালা, ৩য় খন্ড, ৪০০ পৃ:)।

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) 'সিয়ারে আলামী নুবালা' গ্রন্থে বলেন: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ -"এই হাদিসের সনদ হাছান।" অতএব, হাছান-ছহীহ্ পর্যায়ের হাদিস দ্বারা আবারো প্রমাণিত হল, হজরত আলী ইবনে আবু তালেব (رضي الله عنه) প্রিয় নবীজির চাচা হজরত আব্বাস (رضي الله عنه) এর হস্ত ও পদচুম্বন

করেছেন। পাশাপাশি আরো দুইটি বিষয় প্রমাণিত হল; একটি- পিতার মত সম্মানী ব্যক্তির অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির কদমবুছী করা সুন্নাতে সাহাবা, আর অপরটি হল- কদমবুছী শুধু নবী করিম (ﷺ) এর জন্য খাছ নয়, বরং অন্যান্য বুযুর্গ ব্যক্তির বেলায়ও জায়েয।

হাদিস নং ৬

এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

عن زيد بن ثابت قال: دخل سعد بن عبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه فسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ههنا ههنا وأجلسه عن يمينه، وقال: مرحبا بالأنصار! وأقام ابنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجلس، فجلس فقال: "ادن،" فدنا فقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله،

-"হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হজরত সা'দ ইবনে উবাদা (رضي الله عنه) ও তাঁর সন্তান সহ রাসূল (ﷺ) এর কাছে গেলেন ও সালাম পেশ করলেন। রাসূল (ﷺ) বললেন: এখানে ডানদিকে বসুন এবং আরো বললেন: আনছারদেরকে স্বাগতম! অত:পর তাঁর সন্তান রাসূল (ﷺ) এর সামনে দাঁড়ালেন ফলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: তুমি বস! ফলে সে বসল ও দয়াল নবীজির অনুমতিক্রমে কাছে গেল এবং রাসূল (ﷺ) এর হস্ত ও পদচুম্বন করল।" (ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৭৯৩৫; ইমাম ছিয়ূতী: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ৩৭৮৩৪; তারিখে ইবনে আছাকির)।

হাদিস নং ৭

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ، فَقَالَ: لاَ تَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا تَقُولُ نَبِيٌّ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلاَهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَقَدْ

آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَسْحَرُوا، وَلاَ تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى سُلْطَانٍ فَيَقْتُلَهُ، وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلاَ تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلاَ تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ،، شَكَّ شُعْبَةُ، وَعَلَيْكُمْ اليَهُودَ خَاصَّةً أَلاَّ تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ فَقَبَّلاَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالاَ: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

-"হজরত ছাফওয়ান ইবনে আছ্ছাল (ﷺ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় দুইজন ইহুদী তারা একে অপরকে বলল: আমরা এই নবী পাক (ﷺ) এর কাছে যাব ও কিছু জিজ্ঞাসা করব। অত:পর জিজ্ঞাসিত লোকটি বলল, আমি নবী (ﷺ) কে কিছুই বলব না, অত:পর তারা নবী পাক (ﷺ) এর কাছে আসল।..... তোমাদের ইহুদীরা শনিবারে মাছ শিকার করবেনা। অত:পর তারা রাসূল (ﷺ) হস্ত ও পদচুম্বন করলেন এবং বললেন: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর নবী। এই হাদিস হাছান-ছহীহ্।"

(তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩১৪৪; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ১২৬০; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮০৯২; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১৬৬৭৩; তাহাবী: শরহে মাআনিল আছার, ৩য় খন্ড, ২১৫ পৃ:; নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৪০৭৮; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৩৫৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৭০৫; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ৭৩৯৬; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২৬২০৭; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ২০; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন নবুয়াত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৯ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: মুজিজাতুন্নবী, ১ম খন্ড, ২১৯ পৃ:; ইমতাউল আসমা, ১৪তম খন্ড, ৮২ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খন্ড, ৪০৩ পৃ:; ছিরাতে হলভিয়া, ২য় খন্ড, ১৫১ পৃ:)।

ইমাম তিরমিজি (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম হাকেম নিছাপুরী, (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম ছিয়তী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমূখ হাদিসটিকে صَحِيحٌ 'ছহীহ্' বলেছেন। সুতরাং ছহীহ্ হাদিস দ্বারা আবারো প্রমাণ হল, রাসূল পাক (ﷺ) কদমবুছী গ্রহণ করেছেন। আর স্বয়ং দ্বীনের নবী রাসূলে পাক (ﷺ) যা গ্রহণ করেছেন তার বিরুদ্ধে কথা বলা মূলত রাসূল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে কথা বলারই নামান্তর। এ বিষয়ে আরেক রেওয়াতে আছে,

হাদিস নং ৮

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: قَالَ: غَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: سَلُونِي فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ، وَكَانَ يُطْعَنُ فِيهِ، قَالَ: فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ فُلَانٌ، فَدَعَاهُ لِأَبِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَبَّلَ رِجْلَهُ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِكَ نَبِيًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللهُ عَنْكَ،

-"হজরত সুদ্দী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদিন রাগান্বিত অবস্থায় খুতবায় দাঁড়িয়ে বললেন: আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা যা যা প্রশ্ন করবে আমি সব কিছুই বলে দিব। অত:পর কুরাইশদের বনী ছাহম গোত্রের একজন লোক যাকে 'আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাইফা' বলা হয়, তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? দয়াল নবীজি (ﷺ) বললেন: তোমার পিতা 'অমুক' অত:পর সে তার পিতাকে ডাকলেন। অত:পর হজরত উমর (ﷺ) (ভয়ে) প্রিয় নবীজির প্রতি দাঁড়ালেন এবং প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কদম মোবারকে চুম্বন করলেন, এবং বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, আপনাকে নবী হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে, কোরআনকে ইমাম হিসেবে পেয়ে খুশি। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আল্লাহর তরফ থেকে আমাদেরকে ক্ষমা করবেন।" (তাফছিরে তাবারী শরীফ, ৭ম খন্ড, ৮৯ পৃ: হাদিস নং ১২৮০১; তাফছিরে ইবনে আবী হাতেম, হাদিস নং ৬৮৮২; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৩য় খন্ড, ২০৫ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৩য় খন্ড, ২০৫ পৃ: সূরা মায়েদার ১০১ নং আয়াতের তাফছিরে; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ২৫তম খন্ড, ৩৪ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: এরশাদুছ ছারী শরহে বুখারী, ১০ম খন্ড, ৩১১ পৃ:; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ১৩তম খন্ড, ২৭০ পৃ: ৭২৯২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)।

হাদিসটি মুরছাল صَحِيحٌ ছহীহ্। ছিক্বাহ রাবীর মুরছাল রেওয়াত হুজ্জত বা দলিল হিসেবে স্বীকৃত। (তাদরবির রাবী)। সুতরাং জানা গেল, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (ﷺ) হজরত রাসূলে পাক (ﷺ) এর কদমবুছী করেছেন। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন,

হাদিস নং ৯

حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ومُحَمَّد بن يزيد، قَالاَ: حَدَّثنَا عَبد العزيز بن الخطاب، قَال: حَدَّثنا حبان بن علي، قَال: حَدَّثنا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَنْ بُرَيْدَةَ سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً فَقَالَ لَهُ: قُلْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكِ قَالَ: فَمَالَتِ الشَّجَرَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا ثُمَّ جَاءَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ تَجُرُّ عُرُوقَهَا مُغْبَرَّةً حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ ائْذَنْ لِي أَسْجُدْ لَكَ.. قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.. قَالَ فَأْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.. فأذن له.

-"হজরত বুরাইদা (ﷺ) বর্ণনা করেন, একদা এক আরাবী লোক রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে একটি নিদর্শন চাইলেন। দয়াল নবীজি (ﷺ) বললেন: ঐ গাছটিকে বল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে ডেকেছে। অত:পর সে তাই করল এবং ঐ গাছটি ডানে-বামে সামনে-পিছনে ঝুকে পরলেন ও শিকর ভেঙ্গে উড়ে এসে নবী করিম (ﷺ) এর সামনে দাঁড়ালেন। অত:পর গাছটি বলতে লাগল: আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!...
তখন আরাবী লোকটি বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন যেন আপনাকে সেজদা করি। প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন: যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা করার অনুমতি থাকত তবে প্রত্যেক স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি

সেজদা করার অনুমতি দিতাম। আরাবী লোকটি বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আপনাকে কদমবুছী করার অনুমতি দিন। অত:পর প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাকে অনুমতি দিলেন।"
(কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম খন্ড, ৫৭৪ পৃ:; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪৪৫০; মাদারেজুন নবুয়াত; ইমাম মোল্লা আলী: শরহে শিফা, ১ম খন্ড, ৬১৯ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৭৩২৬)

ইমাম হাকেম (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে صَحِيحٌ 'ছহীহ্' বলেছেন। এর সনদটি হচ্ছে:

حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ومُحَمَّد بن يزيد، قَالاَ: حَدَّثنَا عَبد العزيز بن الخطاب، قَال: حَدَّثنا حبان بن علي، قَال: حَدَّثنا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم...

অতএব, উল্লেখিত হাদিস গুলো দ্বারা প্রমাণ হয়, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কদমবুছীর পক্ষে ছিলেন। তাই যারা কদমবুছীর পক্ষে তারা মূলত রাসূলে পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এবং যারা কদমবুছীর বিপক্ষে তারা মূলত রাসূলে পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের বিপক্ষে এবং চরম পথভ্রষ্ট।
উল্লেখ্য যে, কদমবুছীর বিষয়ে মোট ৭জন সাহাবী ও একজন তাবেঈর বর্ণিত হাদিস পাওয়া যায় এবং এর অধিকাংশই ছহীহ্ রেওয়াত। সুতরাং কদমবুছীর বিষয়টি 'মশহুর' পর্যায়ের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আফছুছের বিষয় হল, 'মশহুর' পর্যায়ের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরেও ওহাবীরা এই আমলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)। আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের দৃষ্টিতে কদমবুছি

যাদের লেখা হাদিসের কিতাব পড়ে উলামায়ে কেরাম আলিম হয়েছেন, এবং হাদিস শাস্ত্রের অন্যতম কর্ণধার স্বয়ং **ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম মুসলীম (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর কদমবুছি সম্পর্কে আমল** লক্ষ্য করুন:-

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ الْقَصَّارُ: رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ جَاءَ إِلَى الْبُخَارِيِّ فَقَبَّلَ بَيْنَ عينيه وقال: دعني أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الْأُسْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَطَبِيبَ الْحَدِيثِ فِي عِلَلِهِ،

-"আহমদ ইবনে হাম্‌দন কাচ্ছারু (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: আমি ইমাম মুসলীম ইবনে হাজ্জাজ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর প্রতি বলতে শুনেছি যে: ওহে সায়্যেদুল মোহাদ্দেছীন, সকল উস্তাদের উস্তাদ, ইলালে হাদিসের পবিত্র ব্যক্তি!!! আমাকে আপনার পদচুম্বন করার জন্য অনুমতি দান করুন।" (ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, ১৯তম খন্ড, ২৪৭ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১১তম খন্ড, ৩২ পৃ:; তারিখে বাগদাদ, ২০তম খন্ড, ১৬৭ পৃ:; ইমাম নববী: তাহজিবে আসমা ওয়াল লুগাত, ১ম খন্ড, ৭০ পৃ:; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আলামী নুবালা, ১০ম খন্ড, ১০২ পৃ:)।

ওহে নিম মোল্লার দলেরা!!! বর্ণনাটি ভাল করে লক্ষ্য করুন! ইমাম মুসলীম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর কদমবুছী করেছেন। সুতরাং আমিরুল মোহাদ্দেছীন ফিল হাদিস হজরত ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম মুসলীম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উভয়ই কদমবুছীর পক্ষে ছিলেন। কদমবুছী যদি শরিয়াতে না থাকত তাহলে ইমাম মুসলীম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইহা অনুমতি প্রার্থনা করতেন না।

কদমবুছি সম্পর্কে ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর ফাতওয়া

সম্মানীত ও বুজুর্গ ব্যক্তির কদমবুছীর ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন আল্লামা ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)। যেমন তিনি বলেন:

إذا أراد تقبيل يد غيره، إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية، لم يُكره، بل يُستحبّ

-"যদি কারো পরহেজগারী, যোগ্যতা, ইলিম, ভদ্রতা, সত্যবাদিতা ও দ্বীনি কার্যকলাপ দেখে হস্ত ও পদচুম্বন করে তবে মাকরুহ্ হবেনা বরং মোস্তাহাব হবে।" (ইমাম নববী: আল আজকার, ২৬২ পৃ: ৭৫০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)।

আল্লামা শিহাবুদ্দিন খুফ্‌ফাজী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর ফাতওয়া

এ সম্পর্কে আল্লামা শিহাবুদ্দিন খুফ্‌ফাজী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে বলেন,

"فاذن له" فى تقبيل يديه ورجليه فقبلهما وفيه دليل على جواز تقبيل اليد والرجل من الفاضل المفضول اذا كان لزهده وصلاحة او علمه وشرفة وليس بمكروه بل يستحب

-"তাকে অনুমতি দিলেন" প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর হস্ত ও পদচুম্বন করার। এই হাদিস দ্বারা সম্মানী ব্যক্তির হস্ত ও পদচুম্বন জায়েয প্রমাণিত হয়। যদি কারো পরহেজগারী, যোগ্যতা, ইলিম, ভদ্রতা, সত্যবাদিতা ও দ্বীনি কার্যকলাপ দেখে হস্ত ও পদচুম্বন করে তবে মাকরুহ্ হবেনা বরং মোস্তাহাব হবে।" (নাছিমুর রিয়াদ্ব, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃ:)।

মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহীর ফাতওয়া

প্রখ্যাত দেওবন্দী আলিম, মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী সাহেব তদীয় ফাত্‌ওয়ার কিতাবে বলেন,

"আপনে দুনু হাতমে জারিয়া কদমবাছী কারনা ইয়ে বিদয়াত হায়, বারনিকী আপনে দুনু হটুকে জরিয়া কাদমবুছী কারনা ইয়ে সুন্নাতে ছাবিতছে, যেছাকি আবু দাউদ শরিফমে আয়া ফাকাব্বালা ইয়ান্নাবী (ﷺ) ও রিজলাহ"

-"দুই হাত দ্বারা কদমবুছী করা বিদয়াত বরং দুই ঠোট দ্বারা কদমবুছী করা সুন্নাত, যেমনটি আবু দাউদ শরীফে এসেছে: আল্লাহর নবী (ﷺ)এর হাত ও পা মোবারকে চুম্বন করলেন।" (ফাত্‌ওয়ায়ে রশিদিয়া, ৫৪ পৃ:)।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান 'ফাত্‌ওয়ায়ে রশিদিয়া' এর নতুন ছাপা থেকে উক্ত এবারত তুলে দিয়ে ভিন্নভাবে লিখেছে, কিন্তু পুরাতন ছাপার মধ্যে 'এই এবারত' উল্লেখ রয়েছে। তাই ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত দ্বারা জানা যায়, নেক নিয়তে কদমবুছী করা শুধু জায়েযই নয় বরং মোস্তাহাব-সুন্নাত।

এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে ছহীহ্ নিয়ত। এরূপ আমল স্বয়ং রাসূল (ﷺ) থেকে অনুমোদিত এবং ছাল্‌ফে-ছালেহীনের আমল ও সমর্থন দ্বারা প্রমাণিত। তাই কদমবুছীর সমালোচনা করার পূর্বে রাসূলে পাক (ﷺ) এর আমল, সাহাবায়ে কেরাম ও ছাল্‌ফে-ছালেহীনের আমলের দিকে লক্ষ্য রেখেই কথা বলা উচিৎ।

একটি আপত্তি ও তার জবাব

আপত্তিঃ কদমবুছী করার সময় মাথা নত হয়ে যায়, যা সেজদার মত। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা শিরিক ও হারাম।

জবাবঃ মাথা নত করলেই সেজদা হয়না। যদি মাথা নত করলেই সেজদা হয়ে যেত তাহলে তো নামাজের মধ্যে এত কষ্ট করে দুই হাঁত, দুই পা, নাক ও কপাল, দুই হাটু ইত্যাদি জমীনে লাগিয়ে সেজদা দেওয়া প্রয়োজন ছিলনা, বরং সমান্য একটু মাথা নত করলেই হত। যেনে রাখা প্রয়োজন যে, সেজদার জন্য কমপক্ষে ৭-৮টি অঙ্গ জমীনে লাগা প্রয়োজন। যেমন ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

-"হজরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী করিম (ﷺ) সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছেন। (সাতটি অঙ্গ হল) চেহারা, দুই হাত, দুই হাটু ও দুই পা।" (ছহীহ্ বুখারী, ১ম খন্ড, হাদিস/৭৭২; ছহীহ্ মুসলিম)।

সুতরাং এই সাতটি অঙ্গের মাধ্যমে সেজদা করলে সেজদা পরিপূর্ণ হবে, নচেৎ পরিপূর্ণ হবেনা। কারণ এই ৭টি অঙ্গের যে কোন একটি ভঙ্গ হলে সিজদার ৭টি শর্তের একটি শর্ত ভঙ্গ হয়ে যাবে, ফলে সিজদা শুদ্ধ হবেনা।

হ্যাঁ, এখন জানতে হবে সামান্য মাথা নত হলে সমস্যা হবে কিনা। আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিকোন থেকে অনেক কাজেই সামান্য মাথা নত করে থাকি। যেমন প্রচন্ড ভিড়ের মাঝে পকেট থেকে টাকা পড়ে গেলে সেই টাকা মাথা নত করেই উঠাই। ঘরের দরজার শিকল যদি নিচের দিকে থাকে তাহলে মাথা নিচের দিকে নিয়েই শিকল খুলি। মাঠের ফসল কাটার সময় মাথা নত করেই ফসল কাটি। এমনকি স্বাভাবিক দৃষ্টিকোন থেকে নামাজের সময় আমাদের মাথা হয়ত ওয়ালের দিকে অথবা অন্যান্য মুছল্লীগণের পিছনে নত হয়, তাই বলে কি আমরা ইট-পাথরের ওয়াল অথবা ঐ সামনে থাকা মানুষকে সেজদা করি? অবশ্যই না। বরং মহান আল্লাহ তা'লার কাছেই মাথা নত করি। তাহলে এতসব কিছুর মাঝে আমরা কিসের মাধ্যমে পার্থক্য করব যে, আমরা আল্লাহর কাছে মাথা নত করি, নাকি গায়রুল্লাহর কাছে মাথা নত করি?

এর জবাব খুবই সহজ ও অনুমেয়। কারণ হাদিস শরীফে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

-"নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (ছহীহ্ বুখারী, হা/১)। যদি কোন মানুষ কিংবা গাইরুল্লাহ্‌কে আল্লাহর মত মনে করে মাথা নত করা হয় তাহলে অবশ্যই শিরক হবে। আর যদি ইলিম, ভদ্রতা, পরহেযগারী ইত্যাদি দেখে কদমবুছী করার সময় মাথা নত হয় তাহলে অবশ্যই শিরিক হবেনা। কারণ এখানে নিয়ত হল কদমবুছী করার, কারো কাছে মাথা নত করা নয়। স্বয়ং দ্বীনের নবী (ﷺ) কদমবুছীকে সমর্থন করেছেন এবং প্রিয় নবীজির সাহাবায়ে কেরাম কদমবুছী করেছেন। তাই

এর বিরুধিতা করার কোন সুযোগ নেই। কারণ সকল মানুষের মুক্তির ও নাজাতের মডেল হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। যেমন মহান আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন:-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

-"তোমাদের জন্য রাসূল (ﷺ) এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব: ২১ নং আয়াত)।

অতএব, দয়াল নবী রাসূলে পাক (ﷺ) এর পবিত্র আদর্শের মধ্যে কদমবুছী রয়েছে, তাই আমরা তাঁর উম্মত হিসেবে কদমবুছীর আমল করব এটাই পবিত্র কোরআনের নির্দেশ।

---o---

Click here for visit

www.sahihaqeedah.com

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১.পবিত্র কোরআন ও ছহীহ্ হাদিসের আলোকে "হানাফিদের নামাজ পদ্ধতি"।

২.পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কিয়াম।

৩. মাজার যিয়ারত পূজা নয়; সুন্নাত ও কদমবুছির সমাধান।

৪. ওহাবীদের ঘোষিত অনেক জাল হাদিস'ই আল হাদিস।

৫. কোরআন সুন্নাহ'র আলোকে "ফরজ নামাজের পর দোয়া ও জানাযার পর মোনাজাত"।

৬. কোরআন সুন্নাহ'র আলোকে "চাঁদের মাসয়ালার চূড়ান্ত সমাধান"।

৭. কোরআন সুন্নাহ'র আলোকে "জুম'আর ছানী আযানের বিধান"।

৮. ফতোয়ায়ে বিশ্বওলী (রাঃ) ১ম খণ্ড।

৯. ফতোয়ায়ে বিশ্বওলী (রাঃ) ২য় খণ্ড।

১০. ফতোয়ায়ে বিশ্বওলী (রাঃ) ৩য় খণ্ড।

১১. তারাবীহ নামাজের রাকাত সংখ্যা ও ঈদের নামাজের তাকবীর সংখ্যা।

১২. জরুরী তিনটি মাসাঈল।

১৩. ক্বাল্বী জিকিরের দলিল ও ছামা।

১৪. নূরে মুজাচ্ছাম (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী নাকি নূরের তৈরী?)।

লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থাবলী

১. তাফসিরে বিশ্বওলী।

২. মুসনাদে মিশকাত মাআ তাহকীক।

৩. হাদিসের আলোকে কালেমায়ে তৈয়্যবা।

প্রাপ্তিস্থান:

মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-০১৮১৯-৬২১৫১৪

তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, মুহাম্মদপুর আলিয়া মাদরাসা সংলগ্ন, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-০১৮১১-৮৯৬৫০৩

মুজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

বনানী পাক দরবার শরিফ, ঢাকা। ০১৭২৩-৫১১২৫৩

যোগাযোগ: ০১৭২৩-৫১১২৫৩